পশ্চিমবঙ্গ

নভেম্বর ২০১৭-জানুয়ারি ২০১৮

জন্মসার্ধশতবর্ষে

নিবেদিতা

রাজ্য সরকারের লোগো-র আনুষ্ঠানিক উদ্‌বোধন করছেন মুখ্যমন্ত্রী

পশ্চিমবঙ্গ

রাজ্য সরকারের মুখপত্র

বর্ষ–৫০ সংখ্যা ৭-৯

নভেম্বর ২০১৭-জানুয়ারি ২০১৮

মূল্য : ৫০ টাকা

সূ • চি • প • ত্র

সম্পাদকীয় ৩

উন্নয়নের অভিমুখ

বিশ্ব বঙ্গ বাণিজ্য সম্মেলন ২০১৮ ৫

বিশ্ব বঙ্গ বাণিজ্য সম্মেলনের চতুর্থ সংস্করণ হয়ে গেল কলকাতার নিউটাউনে, বিশ্ব বাংলা কনভেনশন সেন্টারে। আন্তর্জাতিক মানের এই কনভেনশন সেন্টারে আগত শিল্পপতিদের মধ্যে ছিলেন মুকেশ আম্বানি, লক্ষ্মীনিবাস মিত্তাল, সজ্জন জিন্দাল, প্রণব আদানি, নিরঞ্জন হিরানন্দানি, অজয় সিং, উদয় কোটাক, সঞ্জীব গোয়েঙ্কা প্রমুখ। ৩২টি দেশ-সহ ৯টি সহযোগী দেশের উজ্জ্বল উপস্থিতি এই সম্মেলনকে আরও গুরুত্বপূর্ণ করে তুলেছিল। মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জী বলেছেন, 'টপ অব দ্য টপ'।

১৬ এবং ১৭ জানুয়ারি অনুষ্ঠিত এই বাণিজ্য সম্মেলনের সচিত্র প্রতিবেদন এই সংখ্যায় প্রকাশিত হল।

ভগিনী নিবেদিতার জন্মের সার্ধশতবর্ষ স্মরণে তাঁর লন্ডনের বাড়িতে বসল নীল ফলক। প্রধান আমন্ত্রিত অতিথি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জী। অন্যদিকে শিল্পায়নের বার্তা নিয়ে স্কটল্যান্ডের শিল্পপতিদের সামনে রাজ্যের শিল্প সম্ভাবনার নানা দিক তুলে ধরলেন তিনি। রাজ্যের অন্যতম গঙ্গাসাগর মেলা এবং সাগরকে ঘিরে পর্যটন পরিকাঠামো প্রস্তুতির কাজ খতিয়ে দেখতে মুখ্যমন্ত্রী পৌঁছে গেলেন গঙ্গাসাগরেও। আবার সংখ্যালঘুদের অনুষ্ঠানে একদিকে যেমন তাঁদের স্কলারশিপ ও ঋণবন্টন করলেন, অন্যদিকে বছরের শেষে খ্রিস্টোৎসবে পার্কস্ট্রিটে এবং সেন্ট পলস ক্যাথিড্রালে হাজির ছিলেন তিনি। উন্নয়নের নানা বার্তা নিয়ে তাঁর সফরসূচির এক ঝলক...।

মুখ্যমন্ত্রীর হাতে লন্ডনে নিবেদিতার বাড়িতে বসল নীল ফলক ২৬

শিল্পায়নের বার্তা নিয়ে ব্রিটেন সফরে মুখ্যমন্ত্রী ২৮

উপদেষ্টা সম্পাদক **প্রদীপ কুমার চক্রবর্তী**
প্রধান সম্পাদক **আলোকোজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়**
সম্পাদক **সুপ্রিয়া রায়**

সহ–সম্পাদক
রাতুল দত্ত সর্বাণী আচার্য

অলংকরণ **সুরজিৎ পাল**
প্রতিটি প্রচ্ছদের ছবি ও ভেতরের ছবি **অশোক মজুমদার**
প্রথম প্রচ্ছদ পরিচিতি **বাগবাজারে ভগিনী নিবেদিতার বাড়ি নবরূপে উন্মোচন করলেন মুখ্যমন্ত্রী**

সম্পাদকীয় শাখা, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, মহাকরণ (চতুর্থ তল), কলকাতা ৭০০ ০০১
দূরভাষ (০৩৩) ২২৫৪ ৫০৮৬ ই–মেল : editbengali@gmail.com
বিতরণ শাখা, ১১৮, হেমচন্দ্র নস্কর রোড, কলকাতা ৭০০ ০১০, দূরভাষ (০৩৩) ২৩৭২ ০৩৮৪

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগের পক্ষে তথ্য অধিকর্তা কর্তৃক প্রকাশিত এবং
বসুমতী কর্পোরেশন লিমিটেড (পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগের অধিগৃহীত একটি সংস্থা) **১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রিট, কলকাতা–১২ থেকে মুদ্রিত**

রাষ্ট্রপতিকে নাগরিক সংবর্ধনা ৩০

মুখ্যমন্ত্রীর গঙ্গাসাগর সফর ৩১

খ্রিস্টোৎসব ৩৪

রাজ্য সঙ্গীত মেলা ও বিশ্ববাংলা লোকসংস্কৃতি উৎসব ৩৭

কেন্দ্রের অনুমোদন পেল 'বিশ্ববাংলা' লোগো ৪১

জেলা সফরে মুখ্যমন্ত্রী

- বীরভূম ৪২
- উত্তরবঙ্গ ৪৪
- শালবনিতে জিন্দালদের সিমেন্ট কারখানার উদ্‌বোধন ৪৬

টেলি শিল্পীদের স্বাস্থ্যবিমা বেড়ে হল আড়াই লাখ ৪৭

নেতাজি জন্মজয়ন্তী ৪৮

অবসরপ্রাপ্ত খেলোয়াড়রাও স্বাস্থ্যসাথীর আওতায় ৪৯

চলে গেলেন সুপ্রিয়া দেবী ৫১

উন্নয়নের অভিমুখে ৫২

ফটোফিচার ৫৮

২৩ তম কলকাতা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে নক্ষত্র সমাবেশ। হাজির মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জী। চলচ্চিত্র উৎসব আক্ষরিক অর্থেই এখন আরও বেশি সাধারণ মানুষের জন্য, আরও বেশি নান্দনিক। অন্যদিকে নভেম্বর-জানুয়ারিতে মুখ্যমন্ত্রী গিয়েছেন জেলা সফরে, নতুন জেলা ঝাড়গ্রামে।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সাম্মানিক ডি-লিট প্রদান করল মুখ্যমন্ত্রীকে। ছবিতে নানা মুহূর্তের প্রতিফলন...

বঙ্গদর্শন ৬৮

(একগুচ্ছ প্রবন্ধে তুলে ধরা হল ভগিনী নিবেদিতার জীবনের মাত্র কয়েকটি দিক)

জন্মসার্ধশতবর্ষে ভগিনী নিবেদিতা

সাংবাদিক ভগিনী নিবেদিতার সংগ্রাম—স্বপন মুখোপাধ্যায় ৭২

ভারতের শিল্পকলার ঐতিহ্য আর নিবেদিতা—ড. কমলকুমার কুণ্ডু ৮৭

নিবেদিতার দৃষ্টিতে শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীমা সারদাদেবী—অলক মণ্ডল ৯৩

ভারতমাতা নিবেদিতা—সোমা মুখোপাধ্যায় ৯৮

ভারতের মুক্তিসাধনায় নিবেদিতা—অশোককুমার রায় ১০৪

স • ম্পা • দ • কী • য়

বাংলার উন্নয়ন সকলের জন্য

মানুষের মধ্যেই পরমশক্তির বিকাশ ঘটে। তারই মধ্যে আছে অনন্ত সম্ভাবনা। আচার-আচরণের একই ছকে সকলকে তাই বেঁধে রাখা যায় না। যত মানুষ, তত মত। যত মানুষ, তত পথ। এই বাংলার অন্ধকার সময়ে বারে বারে এসেছেন মহান ব্যক্তিরা। বৈচিত্রের এই বাংলায় 'সার্বিক সমন্বয়'-এর কথাই তাঁরা বলেছেন।

যত মত তত পথ—এই সহজ সত্যে আমাদের পৌঁছে দিয়েছেন রামকৃষ্ণ পরমহংস। সকলের মধ্যে একই ঈশ্বর, একই আল্লা। স্বামী বিবেকানন্দ এই বাণী ও সাধনাকে বিশ্বের দরবারে প্রতিষ্ঠিত করলেন। তাঁরই হাতে গড়া ভগিনী নিবেদিতা তাঁর কাজে সেই ধারাকেই বহন করে চললেন।

রামকৃষ্ণের যে জাগানিয়া গানে বিবেকানন্দ নূতন ভারত নির্মাণের কাজ শুরু করে গাইলেন 'জাগো আরও একবার', আইরিশ মিস মার্গারেটকে নিবেদন করলেন সেই কাজে। আমাদের জন্য সেদিন মার্গারেটের জীবন' নিবেদিত হল। তিনি আমাদের সকলের চিরকালের প্রিয় 'ভগিনী নিবেদিতা' হয়ে উঠলেন।

তাঁর জন্ম সার্ধশতবর্ষে দেশে-বিদেশে তাঁকে স্মরণ ও স্বীকৃতির নানা আয়োজন। ডাক পড়ল আমাদের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের। লন্ডনে, যে বাড়িতে একসময় ছিলেন তিনি, সেখানে নীল ফলক বসানোর অনুষ্ঠানে। এ আমাদের গর্বের বিষয়। স্বামী বিবেকানন্দ বাংলা তথা ভারতের নারী জাগরণের জন্য খুঁজে নিয়েছিলেন মার্গারেটকে। এই বাংলাতেই নারী শিক্ষার সূচনা করেছিলেন তিনি।

আর আজ সেই ধারাতেই নারীর পরিপূর্ণ বিকাশের লক্ষ্যে মুখ্যমন্ত্রীর স্বপ্নের বাংলার 'কন্যাশ্রী' প্রকল্প আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠত্বের সম্মান পেয়েছে। স্বামীজির দরিদ্র নারায়ণ সেবার মহৎ প্রেরণায় রূপায়িত হয়েছে নানা প্রকল্প। শুধু উন্নয়ন বা বিকাশ নয়, সকলের আভ্যন্তরীণ বিকাশের জন্য সমান তালে চলছে সরকারের কল্যাণমূলক কাজের কর্মযজ্ঞ। ধর্ম-জাতি-শ্রেণির সব ভেদরেখা এখানে মুছে গিয়েছে। সব মানুষের সার্বিক উন্নয়নই লক্ষ্য। তেমনই লক্ষ্য নতুন সমৃদ্ধ বাংলা গড়ার।

বিশ্ব বঙ্গ বাণিজ্য সম্মেলন প্রতিবছর বাংলার আন্তর্জাতিক অবস্থানকে বহুমুখী ও গুরুত্বপূর্ণ করে তুলছে। মুখ্যমন্ত্রীর নিরলস শ্রম ও সাধনা বাংলাকে আবার শ্রেষ্ঠত্বে পৌঁছে দেবে। সেই আশাতেই আমাদের পথ চলা। সমস্ত বাধা অতিক্রম করে যাঁরা একদিন এই দেশকে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন তাঁদের আবার স্মরণ করি।

এই সংখ্যায় ভগিনী নিবেদিতার উপর একগুচ্ছ নিবন্ধ নিয়ে প্রকাশিত হল। এছাড়াও বিশ্ব বঙ্গ বাণিজ্য সম্মেলন ২০১৮ উপলক্ষে সচিত্র প্রতিবেদন ও অন্যান্য নিয়মিত বিভাগ প্রকাশ করা হল। সকলের মতামত নিজস্ব।

মাত্র ১০০ টাকায় সারা বছরের জন্য গ্রাহক হোন

যোগাযোগ—১১৮, হেমচন্দ্র নস্কর রোড, কলকাতা-৭০০ ০১০, দূরাভাষ-(০৩৩) ২৩৭২ ০৩৮৪

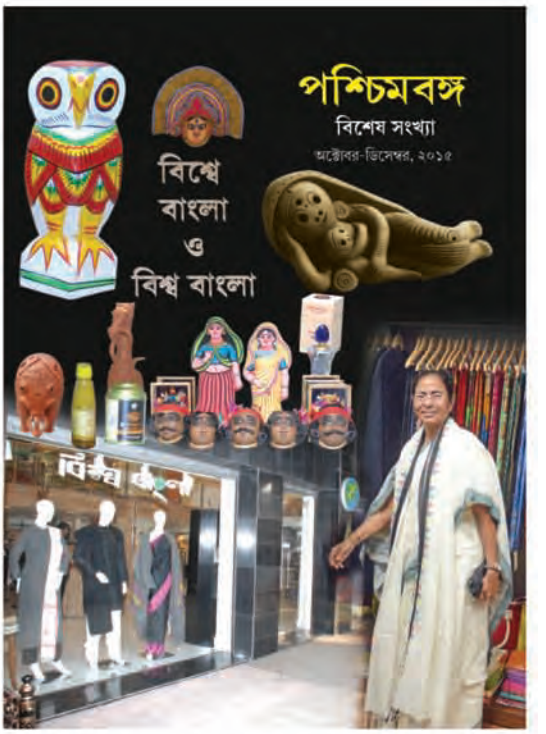

বিশ্ব বঙ্গ বাণিজ্য সম্মেলন ২০১৮

বিশ্ব বঙ্গ বাণিজ্য সম্মেলনের চতুর্থ সংস্করণ হয়ে গেল কলকাতার নিউটাউনে, বিশ্ব বাংলা কনভেনশন সেন্টারে। আন্তর্জাতিক মানের এই কনভেনশন সেন্টারে আগত শিল্পপতিদের মধ্যে ছিলেন মুকেশ অম্বানি, লক্ষ্মীনিবাস মিত্তাল, সজ্জন জিন্দাল, প্রণব আদানি, নিরঞ্জন হিরানন্দানি, অজয় সিং, উদয় কোটাক, সঞ্জীব গোয়েঙ্কা প্রমুখ। ৩২টি দেশ-সহ ৯টি সহযোগী দেশের উজ্জ্বল উপস্থিতি এই সম্মেলনকে আরও গুরুত্বপূর্ণ করে তুলেছিল। মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জী বলেছেন, 'টপ অব দ্য টপ'।

১৬ এবং ১৭ জানুয়ারি অনুষ্ঠিত এই বাণিজ্য সম্মেলনের সচিত্র প্রতিবেদন এই সংখ্যায় প্রকাশিত হল। তথ্যসমৃদ্ধ প্রতিবেদনটি লিখেছেন **রাতুল দত্ত** এবং প্রতিবেদনে ব্যবহৃত ছবিগুলি তুলেছেন **অশোক মজুমদার**।

বিশ্ব বঙ্গ বাণিজ্য সম্মেলন

বাংলাতেই হবে

বিশ্বের বাণিজ্য এবং শিক্ষা হাব : মুখ্যমন্ত্রী

- ২ লক্ষ ১৯ হাজার ৯২৫ কোটি বিনিয়োগের প্রস্তাবনা
- ২০ লক্ষের বেশি কর্মসংস্থান

সংযুক্ত আরব আমিরশাহী

জার্মানি

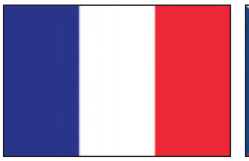
ফ্রান্স

চেক প্রজাতন্ত্র

জাপান

পোল্যান্ড

কোরিয়া প্রজাতন্ত্র

ইতালি

গ্রেট ব্রিটেন

সহযোগী দেশ ৯টি • ৪,০০০–এর বেশি প্রতিনিধি

বেঙ্গল মিনস বিজনেস।

বাংলা মানে ব্যবসা।

ভারত তথা পৃথিবীর শিল্প-বাণিজ্য সম্মেলনের নক্ষত্র সমাবেশ থেকে লগ্নির অঙ্ক এবং কর্মসংস্থানের বিপুল সম্ভাবনা জানিয়ে দিল 'ওয়েস্ট বেঙ্গল' এখন 'বেস্ট বেঙ্গল' হওয়ার পথে।

কারণ পশ্চিমবঙ্গে এখন দেশের মধ্যে সবচেয়ে বেশি শিল্পবান্ধব পরিবেশ। বিশ্বের অন্যতম বিজনেস-টাইকুনরা যখন একবাক্যে একসাথে একথা স্বীকার করে নিচ্ছেন, সভামঞ্চে তখন তাঁর উজ্জ্বল উপস্থিতি।

তিনি বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। শিল্পপতিদের প্রশংসার উত্তরে তিনি বললেন, এটা বাংলার গৌরবের বিষয়। এর কৃতিত্ব বাংলার মানুষের প্রাপ্য। সকল শিল্পপতিকে বাংলায় বিনিয়োগের আহ্বান জানাচ্ছি।

মুকেশ অম্বানি এবং লক্ষ্মী মিত্তল

সম্মেলনের প্রথম দিন যখন মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'এসো এসো আমার ঘরে এসো', তখন প্রত্যেকেরই অভিভূত হওয়ার পালা। শিল্পপতিদের উদ্দেশে তাঁর বক্তব্য, কেউ লগ্নি করতে চাইলে পশ্চিমবঙ্গ সরকার ভীষণ আন্তরিক। এই রাজ্যকে নিজের বাড়ি ভাবুন। আর দ্বিতীয় দিন প্লেনারি সেশনে মুখ্যমন্ত্রীর ঘোষণা, বিশ্ব বঙ্গ বাণিজ্য সম্মেলনে রাজ্যের প্রাপ্তি ২ লক্ষ ১৯ হাজার ৯২৫ কোটি বিনিয়োগের আশ্বাস। এই বিনিয়োগের পাশাপাশি ২০ লক্ষ কর্মসংস্থানের পথও খুলবে। বিগত সম্মেলনগুলিতে যে লগ্নি এসেছে, তার ৫০ শতাংশের কাজ ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গিয়েছে।

অর্থমন্ত্রী ড. অমিত মিত্র জানান, লগ্নির অঙ্কের সিংহভাগটাই এসেছে উৎপাদন ও পরিকাঠামো ক্ষেত্রে, যেখানে সবচেয়ে বেশি কর্মসংস্থানের সম্ভাবনা। এই সম্মেলনের সবচেয়ে মূল লক্ষ্য হল— কর্মসংস্থান, কর্মসংস্থান এবং কর্মসংস্থান। মুখ্যমন্ত্রী বারবার সেটাই চেয়েছেন, সেটাই হয়েছে।

ছবি: তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ

মুখ্যমন্ত্রী এদিন দৃঢ় প্রত্যয়ের সঙ্গে জানান, এই বাংলা শ্রমবান্ধব—পরিবেশ বান্ধব। এখানে শ্রমদিবস নষ্ট হয় না। ফলে একদিকে শিল্পপতিরা যেমন এগিয়ে আসছেন; অন্যদিকে এডিনবরা-এক্সিটার বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো প্রতিষ্ঠান এখন বাংলার শিক্ষাজগতের সঙ্গে যুক্ত হতে চাইছে। ফলে পশ্চিমবঙ্গেই হবে 'ইন্ডাস্ট্রি হাব', 'এডুকেশন হাব'।

বিনিয়োগের প্রস্তাবনা

লগ্নি কোন খাতে কত	কোটি টাকায়
উৎপাদনমূলক ও পরিকাঠামো	১,৫৬,৮১১
ক্ষুদ্র ও মাঝারি	৫২,৯৫২
পর্যটন ও অতিথেয়তা	১,৪৮৩
তথ্য-প্রযুক্তি ও বৈদ্যুতিন	১,১৪৬
প্রাণীসম্পদ, খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ ও কৃষিভিত্তিক	১,৫১৮
স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও দক্ষতা উন্নয়ন	৬,০১৫
মোট	**২,১৯,৯২৫**

বক্তব্য রাখছেন লক্ষ্মীনিবাস মিত্তাল

সজ্জন জিন্দাল

বাংলা যেমন শিল্পের শীর্ষে থাকবে, তেমনি শিক্ষার শীর্ষেও থাকবে। আপনাদের কাছে আমাদের বিশ্বাসযোগ্যতাই আমাদের পরিচয়। আমরা যেমন সর্বধর্ম-সমন্বয়ের কথা বলি, তেমনি আপনাদের সবাইকে নিজেদের পরিবারের লোক বলে মনে করি। আপনাদের ছাড়া আমরা চলতে পারি না, পারব না। আপনাদের উপস্থিতি আমাদের প্রেরণা।

নিজের ছাত্রজীবনের কথা তুলে ধরে অনেকটা নস্টালজিক হয়ে পড়ছিলেন লক্ষ্মীনিবাস মিত্তাল। তিনি বলেন, মুখ্যমন্ত্রীর জন্যই রাজ্যের এই পরিবর্তন এসেছে। সামাজিক পরিকাঠামো গড়ার সঙ্গে সঙ্গে স্বাস্থ্য ও শিক্ষায় বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে। রাজ্য প্রশাসনের প্রশংসা করে সজ্জন জিন্দাল বলেন, এই রাজ্যে সময় বেঁধে কাজ হয়। প্রশাসনিক লাল ফিতের ফাঁসে এখন আর ফাইল আটকে থাকে না।

ড. নিরঞ্জন হিরানন্দানি বললেন, এই রাজ্যে একটা মৌলিক ও আমূল পরিবর্তন ঘটে গেছে। যাকে বলা হয় 'প্যারাডাইম শিফ্‌ট'। ৫ বছর আগে আমার ছেলে যখন পশ্চিমবঙ্গে আসবে বলেছিল, বার বার বারণ করেছি। এখন বাংলায় এসে বুঝতে পারছি, আমার ছেলে আমার ভাবনাকে ভুল প্রমাণ করে দিয়েছে। গোটা কনভেনশন সেন্টার জুড়ে তখন করতালির ঝড়। আর মুখ্যমন্ত্রীর কথায়, এবারের বাণিজ্য সম্মেলন হল, টপ অব দ্য টপ। ৯টি পার্টনার দেশ সহ মোট ৩১টি দেশের ৪ হাজারের বেশি প্রতিনিধি এই বাণিজ্য সম্মেলনে অংশ নিয়েছে। এটা আমাদের বিরাট প্রাপ্তি।

ছবি:
তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ

বক্তব্য রাখছেন তথ্য ও সংস্কৃতি এবং পর্যটন দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী ইন্দ্রনীল সেন

শিল্পের জন্য জমি প্রাপ্তি যে রাতারাতি সম্ভব হয়নি, সেকথাও বোঝাতে চেয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। পূর্বতন সরকারের কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, সহিষ্ণুতা দিয়ে তিনি এ রাজ্যে শিল্পের বাতাবরণ তৈরি করেছেন। সংস্কৃতিতে বাংলা এক নম্বর, সাংস্কৃতিক রাজধানী। আন্তর্জাতিক লগ্নির কেন্দ্র হিসেবে বাংলা ইতিমধ্যেই মানচিত্রে জায়গা করে নিয়েছে। এখানে অতিরিক্ত ল্যান্ড ব্যাঙ্কের পাশাপাশি রয়েছে আলাদা জমি নীতি। সাড়ে আট কোটি মানুষকে দুটাকা কিলো চাল দেওয়া কিংবা একের পর এক সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল গড়ে বিনা পয়সায় প্রান্তিক মানুষকে চিকিৎসা প্রদান—সবটাই এখন ঘটছে পশ্চিমবঙ্গে।

সম্মেলনের প্রথম দিন মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যের কৃষির জন্যও শিল্পপতিদের কাছে লগ্নির আহ্বান জানান। এটা সমাজের বড় সম্পদ। কৃষি ও শিল্প এ রাজ্যে ভাই-বোনের মতো। সুতরাং কৃষি ও শিল্প খুশি হলে বাংলাও খুশি থাকবে।

বাংলা এগোচ্ছে বাঘের ক্ষিপ্রতায়

ওয়েস্ট বেঙ্গল হচ্ছে বেস্ট বেঙ্গল : মুকেশ আম্বানি

আগের থেকে আরও ভাইব্র্যান্ট-ডায়নামিক ও সুন্দর-সম্ভাবনাময় হয়েছে বাংলা
—মুকেশ আম্বানি

মঞ্চ এক। কিন্তু শুধু দেশ নয়, সারা পৃথিবীর বহু বিশিষ্ট শিল্পপতির উজ্জ্বল উপস্থিতি। বাঁদিকে মুকেশ আম্বানি। ডানদিকে লক্ষ্মী মিত্তালের মতো 'বিজনেস ব্যারন'। মধ্যমণি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জী, শুধুমাত্র যাঁর আহ্বানে এঁরা ২০১৮-র বিশ্ব বাংলা বাণিজ্য সম্মেলনে হাজির। আর অর্থ ও শিল্পমন্ত্রী ড. অমিত মিত্র শিল্প সম্মেলনের সূচনা ভাষণের জন্য ডেকে নিলেন রিলায়েন্স গোষ্ঠীর কর্ণধার মুকেশ আম্বানিকে।

তিনিও শুরু করলেন একেবারে সোজাসাপটা। প্রতিশ্রুতি দিলেন, 'সেরা বাংলা' অর্থাৎ 'বেস্ট বেঙ্গল' গড়তে সহায়ক ভূমিকা নেবেন। অতীতের সমস্ত ধরনের দৃষ্টিভঙ্গি ফেলে মুখ্যমন্ত্রী যেভাবে বাংলার বাঘের মতো ক্ষিপ্র গতিতে এগোচ্ছেন, সে কথা জানিয়ে মুকেশ আম্বানি বললেন, 'ওয়েস্ট বেঙ্গল ইজ বিকামিং বেস্ট বেঙ্গল।' মুখ্যমন্ত্রীকে তিনি বলেন, বাংলা নিয়ে আপনার স্বপ্ন ভাগ করে নিচ্ছে রিলায়েন্স। আপনার নামের মধ্যেই সহমর্মিতা-নির্ভরতা-প্রত্যয় রয়েছে। এ রাজ্যে আমরা মোবাইল ফোন, সেট-টপ বক্সের মতো বৈদ্যুতিন পণ্য ও সরঞ্জাম তৈরির কারখানা গড়ে তোলার সম্ভাবনা দেখছি। আগামী কয়েক বছরের মধ্যেই এগুলি বাস্তব রূপ পাবে।

দু-বছর আগে বাণিজ্য সম্মেলনের দ্বিতীয় সংস্করণে এসেছিলেন মুকেশ আম্বানি। ২০১৮-তে আবার এলেন। প্রসঙ্গত, মাস দুয়েক আগে মুখ্যমন্ত্রী তাঁর বাড়িতে যান এবং ব্যক্তিগতভাবে আমন্ত্রণ জানিয়ে এসেছিলেন।

এদিন উদ্‌বোধনী ভাষণে মুকেশ আম্বানি বলেন, দু-বছর আগে বাণিজ্য সম্মেলনে ঘোষণা করেছিলাম, পশ্চিমবঙ্গে রিলায়েন্স-জিও ৪৫০০ কোটি টাকা বিনিয়োগ করবে। কিন্তু বাস্তবে করেছে ১৫ হাজার কোটিরও বেশি। আগামী ৩ বছরের মধ্যে রিটেল ও পেট্রোলিয়াম ব্যবসায় আরও ৫০০০ কোটি লগ্নি করব। কেন ঘোষিত অঙ্কের থেকে তিনগুণ বেশি বিনিয়োগ—তার ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে মুকেশ আম্বানি বলেন, শিল্পক্ষেত্রে শান্তি বজায় রাখতে আপনি অসাধ্য কাজ করেছেন। ফলে আগের থেকে আরও ভাইব্র্যান্ট-ডায়নামিক ও সুন্দর-সম্ভাবনাময় হয়েছে বাংলা। ইতিমধ্যেই রিলায়েন্স-জিও ২০০টি শিল্প প্রতিষ্ঠান এবং ১০০টি হাসপাতালকে সংযুক্ত করেছে। আমাদের লক্ষ্য ২০১৯-এর মধ্যে সমস্ত শিল্প প্রতিষ্ঠান এবং হাসপাতাল জিও নেটওয়ার্কের মাধ্যমে সংযুক্ত হয়ে যাবে।

সমগ্র দেশের উন্নয়নের সঙ্গে তুলনা করে মুকেশ আম্বানি এদিন বলেন, এখন রাজ্যের উন্নয়নের হার দেশের গড়ের থেকে বেশি। বাংলা এখন চায় দ্রুত উন্নয়ন। আর্থিক গতির মন্দা কাটিয়ে সদর্থক দৃষ্টিভঙ্গিতে এগিয়ে চলেছে পশ্চিমবঙ্গ।

ঘোষণা

- রাজ্যের ৯৮ শতাংশ মানুষের নাগালে পৌঁছেছে জিও। ১ হাজার শহর ও ৩৯ হাজার গ্রাম রয়েছে জিও-র নেটওয়ার্কের আওতায়। ২০১৮-র শেষের দিকে পশ্চিমবঙ্গের ১০০ শতাংশ মানুষ জিও নেটওয়ার্কের আওতায় আসবেন।
- রাজ্যে অপটিক ফাইবার বসানোর কাজ চলছে। সেটি কার্যকর হলে ঘরে ঘরে উন্নত মানের ডিজিটাল সার্ভিস পৌঁছবে।
- সরকার ও নাগরিকের মধ্যে নিবিড় যোগাযোগ গড়ে তুলতে ইতিমধ্যেই ডিজিটাল সার্ভিস সেন্টার চালু হয়েছে। রাজ্যের ৫ জেলাকে এর আওতায় আনা হয়েছে। ক্রমে প্রতি ছোট শহর ও গ্রামে ডিজিটাল উদ্যোগ চালু হবে। ই-কমার্স, চাষবাস-সহ ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প উন্নতির দিশা পাবে।
- রাজ্যে স্টেট অব দ্য আর্ট প্রকল্প চালু হবে। মোবাইল, সেট-টপ বক্সের মতো উদ্ভাবনী ও হাইটেক প্রযুক্তির যন্ত্রের হাব পশ্চিমবঙ্গে হবে।
- ডিজিটাল ইকোসিস্টেমে ক্রমশ জুড়বেন রাজ্যের মানুষ।
- বিজ্ঞানী ড. সত্যেন্দ্রনাথ বসুর ১২৫তম জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে রাজ্যের একটি মর্যাদাপূর্ণ বিশ্ববিদ্যালয়ে হবে তাঁর নামে চেয়ার।
- আগামীদিনে রিটেল ও পেট্রোকেম শিল্পে আরও ৫ হাজার কোটি বিনিয়োগের ঘোষণা।
- রাজ্যের প্রতিটি হাসপাতাল এবং শিল্পকেন্দ্রে পৌঁছবে জিও নেটওয়ার্ক—আগামী ২ বছরের মধ্যে।
- খুচরো ব্যবসায়ীদের ডিজিটাল যন্ত্র দেওয়ার পরিকল্পনা স্টেট অব আর্ট প্রকল্পে। ক্লাউড-বেস্‌ড এই যন্ত্র খুচরো ব্যবসায়ীদের বিল প্রদান, জিএসটি ক্ষেত্রে ডিজিটাল বিল প্রদান ইত্যাদির সুবিধে প্রদান করবে। ২ বছরের মধ্যে খুচরো ব্যবসায়ীদের হাতে এই যন্ত্র পৌঁছে যাবে।

ছবি: তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ

উত্তর-পূর্ব ভারতে পশ্চিমবঙ্গের গুরুত্বপূর্ণ অবস্থান

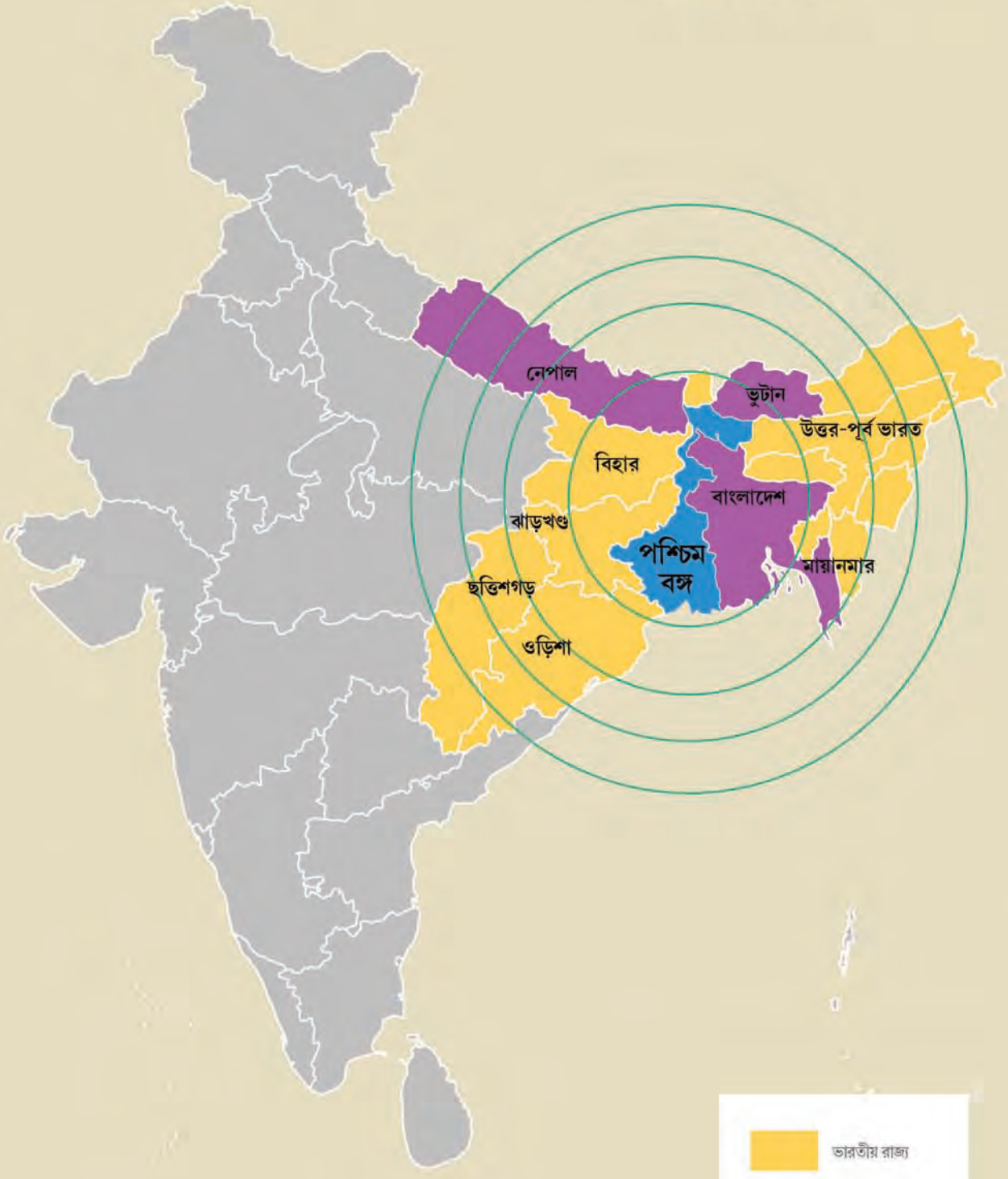

ওঁদের স্বীকৃতি

আগের তুলনায় আরো বেশি ভাইব্র্যান্ট, আরো ডায়নামিক, আরো সুন্দর এবং সম্ভাবনাময় হয়েছে বাংলা। ওয়েস্ট বেঙ্গল ইজ বিকামিং বেস্ট বেঙ্গল। বেঙ্গল টাইগারের ক্ষিপ্রতায় এগোচ্ছে বাংলা।

—মুকেশ অম্বানি

কথা বলে বুঝেছি, রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী পরিকাঠামো-শিক্ষা এবং স্বাস্থ্যে লগ্নির গুরুত্ব বোঝেন। রাজনৈতিক স্থিরতা, পরিকোঠামো, দক্ষ এবং আমলাতান্ত্রিক সহজ বিধি লগ্নিবান্ধব পরিবেশের পক্ষে অনুকূল। বুঝেছি, মুখ্যমন্ত্রী এগুলো সবই বোঝেন এবং তিনি এসব আগেই শুরু করেছেন।

—লক্ষ্মী মিত্তল

প্রায় ২০ বছর ধরে বাংলাকে দেখছি। এমন প্যাশন কোনো মুখ্যমন্ত্রীর মধ্যে দেখিনি।

—সজ্জন জিন্দাল

এ রাজ্যের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন হয়ে গিয়েছে। আত্মবিশ্বাস দেখে মনে হচ্ছে, ভবিষ্যৎ দেশের পূবদিকের এই রাজ্যের হাতেই।

—উদয় কোটাক

ইজ অব ডুয়িং বিজনেসের ক্ষেত্রে সবার আগে রয়েছে পশ্চিমবঙ্গ। এখানে শিল্প করার ক্ষেত্রে সবরকম সুবিধে মেলে। —কিশোর বিয়ানি

তিনি অ্যাটমিক এনার্জির পাওয়ার প্ল্যান্ট। তাঁর টানেই শুধুমাত্র এখানে লগ্নি করছি। দেশের বিভিন্ন প্রান্তের সঙ্গে কলকাতার সম্পর্ক স্থাপনের জন্য আমরা পরিকাঠামোর মানোন্নয়নে চেষ্টা করব।

—অজয় সিং

দু-বছরের মধ্যে রাজ্যে প্রাকৃতিক গ্যাস লাইন তৈরি এবং জেলায় রিটেল আউটলেট বানানোর ক্ষেত্রে লগ্নি করব। ৫টি জেলাকে প্রাথমিকভাবে ভাবা হয়েছে।

—নিরঞ্জন হিরানন্দানি

এই রাজ্যে শিল্প ও শিল্পপতিদের সম্মানের সঙ্গে দেখা হয়। আমার বিনিয়োগ নিয়ে সত্যি আমি ভীষণ খুশি। বিদ্যুৎ এবং হাসপাতাল পরিষেবায় আমরা আরও বিনিয়োগ করতে চলেছি।

—সঞ্জীব গোয়েঙ্কা

পশ্চিমবঙ্গের উন্নয়নের জন্য আমাদের তরফে যা করার সব করব। বন্দর-ক্ষেত্রে আমাদের দক্ষতা পশ্চিমবঙ্গে কাজে লাগাতে ইচ্ছুক। হলদিয়ার ভোজ্য তেল পরিশোধনাগারের উৎপাদন ক্ষমতা দ্বিগুণ করতে আমরা লগ্নির পরিমাণ দ্বিগুণ করব।

—প্রণব আদানি

রাজ্যে নতুন লজিস্টিক পার্ক এবং শিল্প পার্কে আমরা লগ্নি করতে চলেছি। পশ্চিমবঙ্গে এখন ভীষণ শিল্পবান্ধব পরিবেশ। এই দুই পার্ক তৈরি হলে রাজ্যের পরিকাঠামো শিল্পের চিত্র অনেকটাই পালটে যাবে।

—সঞ্জয় বুধিয়া

প্রথম মউ

একদিকে বাংলার শিল্পবান্ধব পরিবেশ। অন্যদিকে মুকেশ আম্বানি-লক্ষ্মী মিত্তাল-সজ্জন জিন্দাল-অজয় সিং-সঞ্জীব গোয়েঙ্কাদের মতো শিল্পপতিদের সামনে মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জির লগ্নির আহ্বান।

এটাই প্রেক্ষাপট। যার ফলশ্রুতি প্রথম বিদেশি বিনিয়োগের প্রস্তাবনা এবং মউ। এবং সেটি হল ইতালির বিখ্যাত লেদার রিসার্চ ইনস্টিটিউট-এর পক্ষ থেকে, চর্ম শিল্পে। বানতলার লেদার কমপ্লেক্সে ট্যানারি অ্যাসোসিয়েশনের সঙ্গে এই মউ সাক্ষর হল। এর ফলে বানতলায় গড়ে উঠবে এ-রাজ্যের চর্মশিল্পীদের প্রযুক্তিগত প্রশিক্ষণ কেন্দ্র এবং চামড়া ট্যানিং-এর প্ল্যান্ট।

এই মউতে ইতালির পক্ষে ছিলেন ইনস্টিটিউট-এর কর্তা পাওলো গুড়িসাত্তি এবং সে দেশের প্রখ্যাত চর্মশিল্প প্রতিষ্ঠান স্প্রেটিক-এর মুখ্য কার্যনির্বাহী আধিকারিক গোলিন মাওরো। রাজ্যের পক্ষে এই সইতে উপস্থিত ছিলেন কাউন্সিল অব লেদার এক্সপোর্টের পূর্বাঞ্চলীয় প্রধান রমেশ জুনেজা।

সূচনা বাংলাতেই

'নমস্কার আমি নোবুচি। আমাকে এই বাণিজ্য সম্মলনে আমন্ত্রণ জানানোয় আনন্দিত। বাংলায় আসতে পেরে আমি সম্মানিত। বাকিটা আমায় ইংরেজিতে বলতে হবে।' প্লেনারি সেশনে, বাংলায় বক্তব্যের সূচনা করে সকলের মন কেড়ে নিলেন জাপানের শিল্পপতি নোবুচি। সম্মেলনের দ্বিতীয় দিন। সামগ্রিক লগ্নির সম্ভাবনা ও প্রস্তাবনা বিশ্বের সামনে তুলে ধরতে সাংবাদিক সম্মেলন করলেন রাজ্যের অর্থ ও শিল্পমন্ত্রী ড. অমিত মিত্র। বললেন, 'প্রথমে বাংলাতেই সমস্ত তথ্য জানাব।'

ছবি: তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ

বিশ্ব বঙ্গ শিল্প সম্মেলন, ২০১৮

এক ঝলকে

- কলকাতায় নিউটাউনে আন্তর্জাতিক মানের বিশ্ববাংলা কনভেনশন সেন্টারে হল এই বাণিজ্য সম্মেলন। ১৬ ও ১৭ জানুয়ারি, ২০১৭।
- বিশ্ব বঙ্গ বাণিজ্য সম্মেলনের এটি চতুর্থ সংস্করণ।
- ভারত-সহ বিশ্বের বিশিষ্ট শিল্পপতিদের এ রাজ্যে বিনিয়োগে আকর্ষণ করা এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টি—এই ছিল প্রধান উদ্দেশ্য।
- মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জী বার বার বলেছেন—একদিকে প্রচুর কর্মসংস্থান এবং অন্যদিকে দেশের শিল্পায়নের যাঁরা 'মুখ' অর্থাৎ স্বদেশের 'বিজনেস ব্যারন'-রা যেন এখানে উপস্থিত থাকেন। এছাড়া বাণিজ্য সম্মেলন প্রকৃতই আন্তর্জাতিক হয়ে উঠবে, যদি বিদেশি প্রতিনিধি এবং তাঁদের বিনিয়োগ এ রাজ্যে ঘটে। সেটাই হয়েছে, জানালেন অর্থ ও শিল্পমন্ত্রী ড. অমিত মিত্র।

ছবি: তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ

- ৯টি দেশ এবার সহযোগী অর্থাৎ 'পার্টনার কান্ট্রি'—জাপান, ইতালি, পোল্যান্ড, জার্মানি, কোরিয়া প্রজাতন্ত্র, চেক প্রজাতন্ত্র, গ্রেট ব্রিটেন, ফ্রান্স এবং সংযুক্ত আরব আমিরশাহী।
- এছাড়াও ৩২টি দেশের প্রায় ৩৫০ জন প্রতিনিধি এই সম্মেলনে হাজির ছিলেন। পোল্যান্ডের ডেপুটি ফরেন মিনিস্টার, চীনের জিয়াংসু প্রদেশের ভাইস গবর্নর, কোরিয়া প্রজাতন্ত্রের জিওলানাম-দো প্রদেশের ভাইস গবর্নর, জার্মানির এনআরডবলু অঞ্চলের প্রতিনিধি, পোল্যান্ডের সিলেসিয়া প্রদেশের ডেপুটি চিফ মিনিস্টার, সার্বিয়া ও কানাডার প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন।
- **রাজ্যের নতুন ৩টি পলিসি ঘোষণা—**
  - লজিস্টিক পার্ক ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড প্রমোশন পলিসি
  - এক্সপোর্ট প্রমোশন পলিসি
  - রো-রো অপারেশন প্রমোশন পলিসি
- ২,১৯,৯২৫ কোটি বিনিয়োগের প্রস্তাবনা। ২০ লক্ষ কর্মসংস্থানের সুযোগ।
- ১০৪৬টি বি-টু-বি আলোচনা। ৪০টি বি-টু-জি আলোচনা। ১১০টি মউ স্বাক্ষর।
- দ্যাঁসু, অ্যারামকো, দুবাই মাল্টি কমোডিটি সেন্টার, স্যামসাং, পেপসিকো, কোভেস্ট্রো, কেমিক্সিল-এর মতো নামকরা আন্তর্জাতিক বহুজাতিক সংস্থার বিনিয়োগের আগ্রহ প্রকাশ।
- রিলায়েন্স, ফিউচার রিটেল, জয়পুরিয়া গ্রুপ, আদানি গ্রুপ, জেএসডবলু গ্রুপ, হিরানন্দানি গ্রুপ, কোটাক গ্রুপ, স্পাইসজেট গ্রুপ-সহ বহু উল্লেখযোগ্য দেশীয় সংস্থার বিনিয়োগের আগ্রহ প্রকাশ।
- ১১০টি মউ সাক্ষর।

উল্লেখযোগ্য প্রাতিষ্ঠানিক মউ

- খনি, বিদ্যুৎ-সহ অন্যান্য বিভাগে পশ্চিমবঙ্গ সরকার (বিদ্যুৎ ও অচিরাচরিত শক্তি দপ্তর) এবং পোল্যান্ড সরকার (সিলেসিয়ান অঞ্চল)-এর মধ্যে মউ।
- 'এনার্জি অ্যাকশন প্ল্যান ফর ওয়েস্ট বেঙ্গল'—তৈরির জন্য বিদ্যুৎ ও অচিরাচরিত শক্তি দপ্তর এবং জার্মানির জিজ্ সংস্থার মধ্যে মউ।
- এনার্জি এক্সপোর্ট প্রমোশন কাউন্সিল, ক্যালকাটা লেদার কমপ্লেক্স, জেম্স অ্যান্ড জুয়েলারি ফেডারেশন এবং দ্যঁসু-র মধ্যে মউ। কলকাতায় তৈরি হবে ডিজাইন সেন্টার।
- ইন্ডিয়ান চেম্বার অব কমার্স এবং দ্যঁসু সংস্থার মধ্যে মউ।
- কলকাতায় স্টেট ডিজাইন সেন্টার তৈরির লক্ষ্যে পশ্চিমবঙ্গ শিল্পোন্নয়ন নিগম এবং 'ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব ডিজাইন'-এর মধ্যে মউ।
- হিডকো এবং কোরিয়ার এন এক্স টেকনোলজিস সংস্থার মধ্যে মউ—কীভাবে শক্তি সঞ্চয় করা যায় সেই বিষয়ে।
- যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে মউ—
  - এক্সেটর বিশ্ববিদ্যালয়
  - এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়
  - এতোভস লর্যান্ড বিশ্ববিদ্যালয়।
- প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয় এবং এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে মউ।
- পশ্চিমবঙ্গ শিল্পোন্নয়ন নিগমের পরিধান গারমেন্ট পার্কে নতুন হাব তৈরির জন্য ত্রিবার্গ, ইমপাল্স এবং এসকিউএনএস (SQNS) ইন্টারন্যাশনাল সংস্থার মধ্যে মউ।
- পরিবহণ এবং কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে পশ্চিমবঙ্গ পরিবহণ পরিকাঠামো উন্নয়ন নিগম লিমিটেড এবং ওলা ও উবের সংস্থার মধ্যে মউ।

অন্যান্য মউ এবং ঘোষণা

পরিবহণ— বিল্ড-ওন-অপারেট মডেলে রো-রো পরিষেবা চালুর লক্ষ্যে সুমন ফরওয়ার্ডিং এজেন্সি এবং তিরুপতি ভেসেল্স প্রাইভেট লিমিটেড সংস্থার সঙ্গে মউ।

ছবি: তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ

বিদ্যুৎ— পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ উন্নয়ন নিগম লিমিটেড (ডব্লিউবিএস-ইডিসিএল) এবং রুরাল ইলেকট্রিফিকেশন কর্পোরেশনের মধ্যে মউ, রাজ্যের গ্রামীণ বিদ্যুদয়ন পরিকাঠামোর মানোন্নয়নের লক্ষ্যে।

তথ্যপ্রযুক্তি— রাজ্যের তথ্যপ্রযুক্তি ও ইলেকট্রনিক্স সংস্থা এবং ডিকিউ এন্টারটেনমেন্ট সংস্থার মধ্যে মউ-ওয়েবেল অ্যানিমেশন আকাদেমি তৈরির বিষয়ে। এছাড়াও জুমকার নামে অপর সংস্থার সঙ্গেও মউ সাক্ষর হয়েছে কলকাতার নিউটাউনে, 'বাইসাইকেল শেয়ারিং স্কিম' প্রকল্প চালুর বিষয়ে।

পরিকাঠামো—

নগরোন্নয়ন—

- নিউটাউন কলকাতা ডেভেলপমেন্ট অথরিটি (এনকেডিএ) এবং স্ট্র্যাথ ক্লাইড বিশ্ববিদ্যালয়ের ইনস্টিটিউট ফর ফিউচার সিটিজ সংস্থার মধ্যে মউ, নগরোন্নয়ন ও তথ্য আদানপ্রদানের বিষয়ে।
- শিলিগুড়ি-জলপাইগুড়ি ডেভেলপমেন্ট অথরিটি (এসজেডিএ) এবং প্রিস্টাইন হিন্দুস্থান ইনফ্রাস্ট্রাকচার প্রাইভেট লিমিটেডের মধ্যে মউ, শিলিগুড়িতে বেসরকারি ফ্রেইট টার্মিনাল তৈরির বিষয়ে।

পরিবহণ—

- বেঙ্গল এয়ারোট্রোপলিস প্রজেক্ট লিমিটেড-এর সঙ্গে মউ সাক্ষর,
- হিরানন্দানি গ্রুপের, মাল্টি-মোডাল-লজিস্টিক পার্ক তৈরির বিষয়ে,
- এয়ারোট্রপলিস এলাকার মধ্যে, বিজনেস হোটেল তৈরির বিষয়ে, আইটিসি ফরচুন হোটেল সংস্থার সঙ্গে,
- প্যাটন গ্রুপ এবং সিঙ্গাপুরের এমব্যাসি সংস্থার মধ্যে মউ, লজিস্টিক পার্ক তৈরির বিষয়ে।

কৃষি, খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ এবং কৃষি বিপণন—

- রাজ্যের কৃষি বিপণন দপ্তর এবং দ্য কাওয়াসাকি রিকুসো ট্রান্সপোর্টেশন কর্পোরেশন লিমিটেড সংস্থার মধ্যে ৫টি মউ সাক্ষরের ফলে শিলিগুড়ি, ধূপগুড়ি, কৃষক বাজার এবং বেলাকোবা কৃষক বাজারের কাছে ফাঁসিদেওয়া কৃষক বাজারে তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রিত গুদামঘর তৈরি হবে।
- রাজ্য সরকারের খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ ও উদ্যানপালন বিভাগ ২৮টি মউ সাক্ষর,
- রাজ্যের মৎস্য দপ্তর ১৯টি মউ সাক্ষর,
- রাজ্যের প্রাণীসম্পদ বিকাশ দপ্তর ৩০টি মউ সাক্ষর,

যাদবপুর, প্রেসিডেন্সি এবং এডিনবরার মউ

কলকাতা এবং যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়কে পাঁচ একর করে জমি

বিনিয়োগের মঞ্চে সমান গুরুত্ব পেল শিক্ষাও। মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জী যথার্থই বলেছেন, সংস্কৃতির রাজধানী কলকাতা ধীরে ধীরে এবার শিক্ষাচর্চার প্রাণকেন্দ্র হয়ে উঠবে। প্রসঙ্গত, চতুর্থ বাণিজ্য সম্মেলনের দ্বিতীয় দিনে বিভিন্ন বিষয়ে মউ সাক্ষর হল যাদবপুর, প্রেসিডেন্সি এবং এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধিদের মধ্যে। অন্যদিকে এদিন মূল অনুষ্ঠান-মঞ্চ থেকে মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জী ঘোষণা করেন, রাজ্যের দুই স্বনামধন্য বিশ্ববিদ্যালয় কলকাতা এবং যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়কে পাঁচ একর করে জমি দেওয়া হবে। নিউটাউনের এই জমিতে গড়ে উঠবে 'সেন্টার অব এক্সেলেন্স'।

এদিন বিভিন্ন বিষয়ে যাদবপুর ও প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে এডিনবরার চুক্তি স্বাক্ষর হয়। এই মউয়ের ফলে এই দুই বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষক ও অধ্যাপকরা মানোন্নয়নের জন্য কাজ করতে পারবেন। প্রসঙ্গত, কিছুদিন আগে এই দুই বিশ্ববিদ্যালয়কে ১০০ কোটি টাকা করে দেওয়ার কথা ঘোষণা করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী।

বাণিজ্য সম্মেলনের শেষ পর্বে রাজ্যের অর্থমন্ত্রী ও শিল্পমন্ত্রী অমিত মিত্র বলেন, মুখ্যমন্ত্রী নিজে এডিনবরা গিয়েছিলেন। জীবনবিজ্ঞানে গবেষণার ক্ষেত্রে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশ্বব্যাপী সুখ্যাতি। প্রথম ভেড়ার ক্লোন 'ডলি' তৈরি হয়েছিল এখানকার গবেষণাতেই। সেই ঐতিহ্যশালী এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে সমাজবিজ্ঞান-সাহিত্য-মেরিন ইঞ্জিনিয়ারিং-এ পারস্পরিক সহযোগিতায় মউ স্বাক্ষর হয়েছে। প্রসঙ্গত, প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়ে জীবন বিজ্ঞানের বিষয়ে ২৮ জন অধ্যাপক রয়েছেন। এর পাশাপাশি হাঙ্গেরির লোরান্দ বিশ্ববিদ্যালয় এবং ব্রিটেনের অক্সিটার বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গেও মউ সাক্ষর হয়েছে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিজিটিং প্রফেসর হিসেবে আগেই যুক্ত রয়েছেন যাদবপুরের উপাচার্য ডঃ সুরঞ্জন দাস।

একাধিক মউ • লক্ষাধিক কর্মসংস্থান • পরিবহণে নতুন দিগন্ত

পরিবহণ পরিকাঠামোর মানোন্নয়নে সঠিক দিশা দেখাল বিশ্ব বঙ্গ শিল্প সম্মেলন ২০১৮। একদিকে বেশ কিছু নামকরা সংস্থার সঙ্গে মউ স্বাক্ষর এবং অন্যদিকে আধুনিক কর্মসংস্থান—দুদিনের বাণিজ্য সম্মেলন আক্ষরিক অর্থেই বঙ্গ বাণিজ্যের ইতিহাসে নতুন দিগন্ত খুলে দিচ্ছে।

কর্মসংস্থানমুখী একাধিক মউ

- পশ্চিমবঙ্গ পরিকাঠামো উন্নয়ন লিমিটেড এবং উবের-এর মধ্যে মউ স্বাক্ষর
- পশ্চিমবঙ্গ পরিকাঠামো উন্নয়ন লিমিটেড এবং ওলা-র মধ্যে মউ স্বাক্ষর

দুটি মিলিয়ে ১ লাখ ১০ হাজার কর্মসংস্থান

- আইটিসি ফরচুন হোটেল এবং বেঙ্গল এয়ারোট্রোপলিস প্রোজেক্ট-লিমিটেড এর মধ্যে মউ স্বাক্ষর। দুর্গাপুরে এয়ারোট্রোপলিস এলাকার মধ্যে বাণিজ্যিক হোটেল নির্মাণ করা হবে।
- বেঙ্গল এয়ারোট্রোপলিস প্রোজেক্ট লিমিটেড এবং হিরানন্দানি গ্রুপের মধ্যে মউ স্বাক্ষর। তৈরি হবে মাল্টি মোডাল লজিস্টিক পার্ক।

২০১৮-র ১৭ জানুয়ারি। বিশ্ব-বাংলা বাণিজ্য সম্মেলনে রাজ্য পরিবহণ দপ্তরের সঙ্গে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থার মউ স্বাক্ষরের সময় উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের পরিবহণ মন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী, পরিবহণ দপ্তরের অতিরিক্ত মুখ্য সচিব আলাপন বন্দ্যোপাধ্যায়, পশ্চিমবঙ্গ পরিবহণ নিগমের ম্যানেজিং ডিরেক্টর নারায়ণ স্বরূপ নিগম, চাঙ্গি আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরের ম্যানেজিং ডিরেক্টর জেমস থং, আইটিসি ফরচুন-এর চীফ অপারেটিং অফিসার সমীর এমসি, উবের-এর দক্ষিণ এশিয়ার চীফ অপারেটিং অফিসার প্রদীপ পরমেশ্বরন, ওলার সন্দীপ দিবাকরন, হিরানন্দানি রিয়ালিটি-র এন শ্রীধর প্রমুখ।

ওলা, উবেরের লক্ষাধিক কর্মসংস্থান

সম্পূর্ণ অ্যাপ-নির্ভর ট্যাক্সি সংস্থা ওলা এবং উবের-এর সঙ্গে মউ সাক্ষর হল। এর মধ্যে উবের আগামী ৫ বছরের মধ্যে এক লক্ষ ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পপতি গঠনের পথ প্রশস্ত করবে। অন্যদিকে ওলা রাজ্যের শ্রম দপ্তরের এমপ্লয়মেন্ট ব্যাংক-থেকে কর্মহীন যুবকদের বেছে নিয়ে সহযোগী চালক হিসেবে কর্মসংস্থানের সুযোগ ঘটাবে।

শিল্প সম্মেলনের দ্বিতীয় দিন ওয়েস্ট বেঙ্গল ট্রান্সপোর্ট ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন লিমিটেডের সঙ্গে যুক্ত হল উবের-এর মতো নামকরা সংস্থা। চুক্তি অনুসারে এরা একটি পোর্টাল তৈরি করবে। এই পোর্টাল থেকে পরিবহণ দপ্তর উবর অনুমোদিত গাড়িচালকদের সম্পূর্ণ তথ্য মিলবে। আর চালকদের সম্পর্কে তথ্য মিলবে আরটিও-র অফিস থেকে। এভাবে উবরের চেষ্টা থাকবে রাজ্য সরকার অনুমোদিত চালকদের নিয়োগ করে কর্মসংস্থানে গতি আনার। সংস্থার পক্ষে দক্ষিণ এশিয়ার অপারেশনের দায়েত্বে থাকা প্রদীপ পরমেশ্বরন জানান, পশ্চিমবঙ্গ আধুনিক প্রযুক্তির মাধ্যমে উন্নয়নের পক্ষে। রাজ্যের এই মানসিক পরিবর্তনে আমরা মুখ্যমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানাই।

ওলার সঙ্গে রাজ্য সরকারের যে চুক্তি হয়েছে, সেই অনুসারে এই সংস্থা ৫০০০ নতুন ট্যাক্সি নামাবে। এমপ্লয়মেন্ট ব্যাঙ্ক থেকে, এ বিষয়ে উপযুক্তদের বেছে নেওয়া হবে। সংস্থার সিএফও সন্দীপ দিবাকরন বলেন, গত কয়েক বছরে পশ্চিমবঙ্গে যেভাবে অর্থনৈতিক উন্নতি ঘটছে তার জন্য মুখ্যমন্ত্রীকে প্রণাম জানাই। প্রসঙ্গত ১৭ জানুয়ারি মুখ্যমন্ত্রী তাঁর বক্তব্যে জানান, এই দুই সংস্থার সঙ্গে মউ স্বাক্ষরের ফলে ১ লক্ষ ১০ হাজার কর্মসংস্থানের সম্ভাবনা।

অন্ডালে এয়ার ইন্ডিয়া, স্পাইসজেট

এয়ার ইন্ডিয়া অন্ডাল থেকে ফের বিমান পরিষেবা চালু করছে। শিল্প সম্মেলনের দ্বিতীয় দিনের ভাষণে মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি বলেন, বর্ধমানের এই শিল্পনগরী থেকে পুনরায় বিমান পরিষেবা চালু হবে নয়াদিল্লি পর্যন্ত। এদিন বেঙ্গল এয়ারোট্রোপলিস-এর কর্তা পার্থ ঘোষ বলেন, এই শিল্প সম্মেলন নয়া দিক উন্মোচন করে দিয়েছে। বিমান পরিষেবা চালু সহ বেশ কিছু সিদ্ধান্ত দেশে শিল্পস্থাপনের পরিকাঠামো উন্নয়ন নিয়ে শিল্পপতিদের ধারণা স্পষ্ট হয়েছে। অন্যদিকে শিল্পস্থাপনে বিমান পরিষেবা যে লগ্নিকারীদের কাছে অনুঘটকের কাজ করবে, তা প্রত্যেক শিল্পপতিই স্বীকার করে নিয়েছেন।

অন্যদিকে স্পাইসজেটের চেয়ারম্যান অজয় সিং জানান, দুর্গাপুর থেকে হায়দরাবাদ এবং বেঙ্গালুরুতে বিমান পরিষেবা চালু করতে আমরা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। রাজ্য সরকারের সহযোগিতায় অচিরেই চালু করব এই পরিষেবা। বর্তমানে কলকাতা বিমানবন্দর থেকে ৭৫টি উড়ান চালায় স্পাইসজেট সংস্থা। আগামী চার বছরে সংস্থার হাতে আরও ২১৫টি বিমান আসার কথা। এই বিমান এলেই দুর্গাপুর থেকে উড়ান পরিষেবা চালু হবে। পাশাপাশি চলতি বছরেই কলকাতা থেকে চীন এবং আমিয়ানভুক্ত দেশগুলির মধ্যে উড়ান পরিষেবা চালুর পরিকল্পনা নিচ্ছি।

সি-প্লেন

সমুদ্রের নীল-সাদা জল ছিটিয়ে উড়ে যাবে বিশাল এক পাখি। এই পাখি যান্ত্রিক। নাম সি প্লেন—যা আগামীদিনে বাংলার পর্যটন ও পরিবহণ পরিকাঠামোর মুকুটে নতুন পালক যুক্ত করবে। শিল্প সম্মেলনে এসে এমনই স্বপ্নের কথা জানিয়ে গেলেন স্পাইসজেটের চেয়ারম্যান। তিনি বলেন, বিষয়টি গভীর ভাবনার স্তরে রয়েছে। পর্যটনকে উৎসাহ দিতে পশ্চিমবঙ্গকে সি-প্লেন এর হাব হিসাবে গড়ে তুলতে চাই। প্রাথমিকভাবে গঙ্গাসাগর, সুন্দরবন এলাকায় চলবে এই 'সি প্লেন'।

গঙ্গায় রো-রো সার্ভিস

জলপাথে পণ্য পরিষেবার উন্নয়নের জন্য রো-রো সার্ভিস চালু হচ্ছে রাজ্যে। বেসরকারি সংস্থা তিরুপতি ভেসেল এর সঙ্গে এ বিষয়ে মউ স্বাক্ষর হল বাণিজ্য সম্মেলনে। সংস্থার ডিরেক্টর রাজীব আগরওয়াল জানান, সব মিলিয়ে প্রায় ২৫০ কোটি টাকা বিনিয়োগ করবে তারা। এর মধ্যে শুধু রো-রো সার্ভিসের জন্য ১৫০ কোটি টাকা এবং হাটবাজারের জন্য ১০০ কোটি টাকা বরাদ্দের কথা ভাবা হয়েছে। পণ্য পরিবহনে লাভ হলে পরবর্তীকালে যাত্রী পরিবহণেও রো-রো পরিষেবার কথা ভাবা হবে বলে জানা গেছে।

অটিজ্‌ম আক্রান্তদের নগরী

পরিসংখ্যান বলছে, বিশ্বে প্রতিদিন জন্ম নেওয়া ৬৮টি শিশুর মধ্যে একজন অটিজ্‌মে আক্রান্ত। এই মুহূর্তে দেশে অন্তত এক কোটি মানুষ অটিজ্‌মের শিকার। রোজকার জীবনে চলতে প্রতিদিন নানা সমস্যায় পড়তে হয় তাঁদের। এবার তাঁদের জন্য সম্পূর্ণ মানবিক এবং অন্যভাবে স্বপ্ন দেখতে শুরু করল পশ্চিমবঙ্গ। শুধু দেশ নয়, গোটা পৃথিবীকেই পথ দেখাল এই রাজ্য এবং সেটা বাণিজ্য সম্মেলন থেকে। অনুপ্রেরণা, রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জী।

১৭ জানুয়ারি, চতুর্থ বাণিজ্য সম্মেলনের দ্বিতীয় দিন, মুখ্যমন্ত্রী জানান, অটিজ্‌ম আক্রান্তদের জন্য নগরী হচ্ছে এ রাজ্যে। পুর ও নগরোন্নয়ন দপ্তরের মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম বলেন, এমন আশ্চর্য জিনিস সম্ভবত পৃথিবীতে কোথাও নেই। ৫০ একর জমিতে ৬০০ কোটি টাকা ব্যয়ে গড়ে উঠবে অটিজ্‌ম টাউনশিপ।

প্রকল্পে বিনিয়োগকারী রত্নাবলী গ্রুপের যুগ্ম অধিকর্তা সুরেশ সোমানি জানান, ডায়মন্ডহারবার রোডের ওপর শিরাকোলে এই জমি পাওয়া গেছে। পুরো প্রকল্প গড়ে উঠতে ২-৪ বছর লাগতে পারে। এখানে অটিজ্‌ম আক্রান্তদের স্থায়ী আবাসন, ডে-কেয়ার সেন্টার, লাইফস্টাইল স্কিল মানোন্নয়নের ব্যবস্থা সবকিছুই থাকবে। তাছাড়া ভবিষ্যতে এঁদের জন্য কলেজ তৈরির পরিকল্পনাও রয়েছে। থাকবে স্কুল, হাসপাতাল, অটিজ্‌ম সেন্টারও।

শিল্প সম্মেলনে এ এক অভিনব অভূতপূর্ব ভাবনা।

সাফল্যের খতিয়ান

বেঙ্গল সামিট, ২০১৫

- ২,৪৩,১০০ কোটি টাকা বিনিয়োগের ঘোষণা — বাণিজ্যিক নথি আদানপ্রদান নতুন বিনিয়োগের প্রস্তাব।
- কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী তথা তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী অরুণ জেটলি, কেন্দ্রীয় সড়ক পরিবহণ ও জাহাজ মন্ত্রী নীতিন গড়করি ছিলেন অন্যতম অতিথি।
- আমেরিকা, ব্রিটেন, চীন, জাপান, সিঙ্গাপুর, মালয়েশিয়া, তাইওয়ান, ইজরায়েল, স্পেন, বেলারুশ, চেক প্রজাতন্ত্র, কোরিয়া, লুক্সেমবার্গ-সহ প্রতিবেশী রাষ্ট্র বাংলাদেশ, নেপাল ও ভুটান—মোট ২০টি দেশের প্রতিনিধি।

বেঙ্গল সামিট, ২০১৬

- ২,৫০,২৫৩.৭৪ কোটি টাকা বিনিয়োগের ঘোষণা— বাণিজ্যিক নথি আদানপ্রদান নতুন বিনিয়োগের প্রস্তাব।
- ভুটানের অর্থমন্ত্রী শেরিং তোবগে, বাংলাদেশের বাণিজ্যমন্ত্রী তোফাইল আহমেদ এবং ব্রিটেনের কর্মসংস্থান দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী প্রীতি প্যাটেল ছিলেন অন্যতম প্রতিনিধি।
- সহযোগী দেশ জাপান।
- ২৬টি দেশের প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন।

বেঙ্গল সামিট, ২০১৭

- ২,২৫,২৯০.০৩ কোটি টাকা বিনিয়োগের ঘোষণা—বাণিজ্যিক নথি আদানপ্রদান—নতুন বিনিয়োগের প্রস্তাব
- উদ্‌বোধন করেন ভারতের তৎকালীন রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখোপাধ্যায় এবং প্লেনারি সেশনে বক্তব্য রাখেন ভারত ও বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে আসা শিল্পপতি ও বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব।
- ২৯টি দেশের সঙ্গে ভারতের বিভিন্ন রাজ্য থেকে ৪ হাজারের বেশি প্রতিনিধির অংশগ্রহণ।
- সহযোগী দেশ জাপান, পোল্যান্ড, ইতালি, জার্মানি।

বেঙ্গল সামিট, ২০১৮

- ২,১৯,৯২৫ কোটি টাকা বিনিয়োগের ঘোষণা—বাণিজ্যিক নথি আদানপ্রদান—নতুন বিনিয়োগের প্রস্তাব।
- মুকেশ আম্বানি, লক্ষ্মী মিত্তল, প্রণব আদানি, সজ্জন জিন্দাল প্রমুখ বিশিষ্ট শিল্পপতিরা ছিলেন অন্যতম প্রতিনিধি।
- সহযোগী দেশ চেক প্রজাতন্ত্র, ফ্রান্স, জার্মানি, ইতালি, জাপান, সংযুক্ত আরব আমিরশাহী, দঃ কোরিয়া, পোল্যান্ড, ইংল্যান্ড।
- ৩২টি দেশের ৪ হাজারের বেশি প্রতিনিধির অংশগ্রহণ।
- লগ্নির প্রস্তাবনা অনুসারে প্রায় ২০ লক্ষ কর্মসংস্থানের সুযোগ।
- ১১০টি মউ স্বাক্ষর।

মুখ্যমন্ত্রীর হাতে নিবেদিতার লন্ডনের বাড়িতে নীল ফলক

ঘড়ি ধরে ঠিক বিকেল ৪টে। লন্ডনের মাটিতে সেই ঐতিহাসিক মূহূর্ত।

এ যেন এক নব জাগৃতি। বিশ্বের বুকে বাংলার স্বীকৃতির ফের এক নব রূপায়ন।

এবং সেটি ঘটল বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জীর হাত ধরে।

২১ নম্বর হাই স্ট্রিটে বাংলার ভগিনী নিবেদিতা তথা সেদিনের মার্গারেট নোবল-এর বাড়িতে ব্লু প্লাক স্কিমের অংশ হিসেবে বসল নীল ফলক। গোটা বাংলার মানুষের নিবেদিতার প্রতি যে অটুট শ্রদ্ধা-ভক্তি-ভালবাসা রয়েছে, লন্ডনের বুকে সেটাই তুলে ধরলেন মুখ্যমন্ত্রী।

২০১৭ সালের ১২ নভেম্বরের বিকেল। সকাল থেকেই অবশ্য লন্ডনে প্রচণ্ড ঠাণ্ডা। তাপমাত্রা নেমে গিয়েছিল ৭ ডিগ্রিতে। বিকেলে সেই ঠাণ্ডার মধ্যেই ফলক উন্মোচনের পর ১০ মিনিট হেঁটে মুখ্যমন্ত্রী যান মার্টন আর্টস স্পেস এবং লাইব্রেরিতে। সেখানে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের পর পুস্তিকার উদ্‌বোধন করেন তিনি। বিবেকানন্দ ও নিবেদিতার মূর্তি তুলে দেন উইম্বলডনের মার্টসের মেয়র মার্সি স্কিটির হাতে।

বলা বাহুল্য, এদিনের সার্বিক অনুষ্ঠানের বিশেষ অতিথি তথা বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জী-ই ছিলেন মূল আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু। নিবেদিতার কর্মভূমির কর্মযজ্ঞ নিয়ে তাঁর বহুমূল্য বক্তৃতা এদিন প্রত্যেকেই অধীর আগ্রহে শুনেছেন।

‘হেরিটেজ’ তকমা পেল ভগিনী নিবেদিতার উইম্বলডনের পারিবারিক আবাসগৃহটি। ইংলিশ হেরিটেজ সংস্থার আহ্বানে পশ্চিমবঙ্গ থেকে মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জী উপস্থিত ছিলেন উইম্বলডনে ভগিনী নিবেদিতার বাসভবনে ‘হেরিটেজ ফলক’ উন্মোচন অনুষ্ঠানে। এদিন বিশেষ অতিথির ভাষণে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, সভাস্থলে উপস্থিত সকলের কাছে এই মুহূর্তটি ঐতিহাসিক ও স্মরণীয়। ভগিনী নিবেদিতা সম্পর্কে মূল ভাষণটি দেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, দরিদ্র মানুষের সেবায় ভগিনী নিবেদিতার অবদান চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। ভারতীয় মহিলাদের সার্বিক উন্নয়নে নিবেদিতপ্রাণ ছিলেন তিনি।

এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় পুরসভার মেয়র মার্সে স্কেটি, হেরিটেজ রক্ষার কাজে নিযুক্ত ‘ইংলিশ হেরিটেজ’এর অ্যানা এভিস, রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের ভাইস প্রেসিডেন্ট স্বামী সুহিতানন্দ, ব্রিটেনে ভারতের কার্যনির্বাহী রাষ্ট্রদূত দীনেশ পট্টনায়ক এবং পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যসচিব-সহ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। উইম্বলডন হিস্ট্রি মিউজিয়ামের জন্য মেয়রকে স্বামী বিবেকানন্দ ও ভগিনী নিবেদিতার দুটি মূর্তি উপহার দেন মুখ্যমন্ত্রী।

রাজ্যে শিল্পায়নের আহ্বান নিয়ে ব্রিটেন সফরে মুখ্যমন্ত্রী

১৩/১১/২০১৭

লন্ডনে ফিকি-ইউকে ইন্ডিয়া বিজনেস কাউন্সিলের গোল-টেবিল বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন কাউন্সিলের প্রতিনিধি লর্ড ডেভিস, ব্যাংক কর্তারা, বেশ কয়েকটি নামী ব্রিটিশ বাণিজ্য সংস্থা, ভারতের বিশিষ্ট শিল্প প্রতিনিধিরা, কলকাতার ব্রিটিশ ডেপুটি হাই কমিশনারসহ রাজ্য সরকারের পদস্থ আধিকারিকেরা। পশ্চিমবঙ্গে লগ্নি করার জন্য ব্রিটিশ শিল্পপতিদের আহ্বান জানান মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় সবরকম সহায়তা দেবে রাজ্য সরকার। আসন্ন বিশ্ব বাণিজ্য সম্মেলনে যোগ দেওয়ার জন্যে ব্রিটিশ শিল্পপতিদের আহ্বান জানান মুখ্যমন্ত্রী। বাংলায় উৎপাদন শিল্প, ইঞ্জিনিয়ারিং, ধাতু, খনন, কৃষিজাত খাদ্যসামগ্রী, শিক্ষা, বয়নসহ অন্যান্য শিল্পক্ষেত্রে ব্রিটিশ লগ্নির অনুকূল পরিস্থিতির কথা ব্যাখ্যা করে বাংলাকে বাণিজ্যের গন্তব্য করার অনুরোধ জানান মুখ্যমন্ত্রী।

১৬/১১/২০১৭

এডিনবার্গে বাণিজ্য সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এদিন স্কটিশ ডেভেলপমেন্ট ইন্টারন্যাশনালের উদ্যোগে এশিয়া স্কটল্যান্ড ইনস্টিটিউট ও এডিনবার্গ চেম্বার অব

কমার্সের সহায়তায় আয়োজিত বাণিজ্য সম্মেলনে স্কটল্যান্ডের নামী বাণিজ্য সংস্থাগুলি উপস্থিত ছিল। রাজ্যে বিনিয়োগ নিয়ে ইতিবাচক আলোচনাই হয়েছে বলে জানান মুখ্যমন্ত্রী। এদিনের আলোচনায় উঠে আসে স্বাস্থ্য, শিক্ষা, ভ্রমণ, কারিগরি, পরিষেবা, খাদ্য প্রক্রিয়াকরণসহ বিনিয়োগের বিভিন্ন ক্ষেত্রগুলি। কলকাতায় বিশ্ববঙ্গ বাণিজ্য সম্মেলনে স্কটিশ শিল্পপতিদের আমন্ত্রণ জানান মুখ্যমন্ত্রী।

১৯/১১/২০১৭

ইংল্যান্ড সফর সেরে কলকাতায় ফিরলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ১০ নভেম্বর ইংল্যান্ড যাত্রা করেন তিনি। সফরের শুরুতেই উইম্বলডনে ভগিনী নিবেদিতার বাসভবনে 'হেরিটেজ ফলক' উন্মোচন করেন তিনি। এরপর লন্ডনে ফিকি-ইউকে ইন্ডিয়া বিজনেস কাউন্সিলের বৈঠকে অংশগ্রহণ করেন তিনি। এক সৌজন্যমূলক বৈঠকে ভারতীয় শিল্পপতি লক্ষ্মী মিত্তলকে আসন্ন বিশ্ববঙ্গ বাণিজ্য সম্মেলনে আসার আহ্বান জানান মুখ্যমন্ত্রী। স্কটিশ ডেভেলপমেন্ট ইন্টারন্যাশনালের উদ্যোগে আয়োজিত বাণিজ্য সম্মেলনে স্কটিশ শিল্পপতিদের কাছে রাজ্যকে বিনিয়োগের আদর্শ স্থান হিসাবে তুলে ধরেন তিনি। এই সফরে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে ছিলেন পশ্চিমবঙ্গের অর্থমন্ত্রী ডঃ অমিত মিত্র, বিশিষ্ট সরকারি আধিকারিক এবং ভারতীয় বণিকমহলের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।

রাষ্ট্রপতিকে নাগরিক সংবর্ধনা

২৮ নভেম্বর, ২০১৭। রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোভিন্দকে নাগরিক সংবর্ধনা দেওয়া হল নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে। রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব গ্রহণের পর এই প্রথম তাঁর কলকাতা সফর। এদিনের অনুষ্ঠানে পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল কেশরীনাথ ত্রিপাঠী, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় উপস্থিত ছিলেন। রাজ্যের শিল্প মহল, ক্রীড়া ও সংস্কৃতি জগতের স্বনামধন্য ব্যক্তিবর্গ এবং সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রের বিশিষ্টজনেরা উপস্থিত ছিলেন এদিনের অনুষ্ঠানে। এছাড়া বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, এদিনের অনুষ্ঠানে দর্শকাসন আলোকিত করেছিল একঝাঁক কন্যাশ্রী ও স্কুল ছাত্রছাত্রী। মুখ্যমন্ত্রী বলেন যে রাষ্ট্রপতিকে সংবর্ধিত করতে পেরে রাজ্য সরকার গর্বিত। এদিন রাষ্ট্রপতি বলেন, 'মুখ্যমন্ত্রীর উপহার দেওয়া ছবিটি আমার হৃদয়ের খুব কাছে থাকবে। রাষ্ট্রপতি ভবনে শোভা পাবে এই ছবি।' মুখ্যমন্ত্রীর আঁকা ছবিটি দেখে রাষ্ট্রপতি যে আপ্লুত হয়েছেন, তাঁর এই বক্তব্যেই তা পরিষ্কার।

সাগরদ্বীপ পরিদর্শনরত মুখ্যমন্ত্রী ও মুখ্যসচিব

মুখ্যমন্ত্রীর গঙ্গাসাগর সফর

২৬ ডিসেম্বর ও ২৭ ডিসেম্বর ২০১৭ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর ২ দিনের দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা সফরকালে সাগরদ্বীপ পরিদর্শন করেন। আসন্ন গঙ্গাসাগর মেলার প্রস্তুতি সরেজমিনে পর্যবেক্ষণ করতেই মুখ্যমন্ত্রী সাগরদ্বীপে আসেন। প্রথম দিন সন্ধে নাগাদ কপিল মুনির মন্দির পরিদর্শন করেন মুখ্যমন্ত্রী।

দক্ষিণ ২৪ পরগনায় সাগরদ্বীপ পরিদর্শনকালে, ২৭ ডিসেম্বর কাকদ্বীপের রুদ্রপুরে কৃষি মেলার উদ্‌বোধন করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এই কৃষিমেলার মঞ্চ থেকে তিনি সাম্প্রতিক কালে বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের হাতে ক্ষতিপূরণের চেক তুলে দেন। এদিন মুখ্যমন্ত্রী ঘোষণা করেন মুড়িগঙ্গা নদীর উপর সেতু নির্মাণের কাজ খুব শীঘ্রই শুরু হবে। মূল ভূখণ্ডের সঙ্গে সাগরদ্বীপের যোগাযোগ এবং পর্যটনের উন্নতি হবে। মুখ্যমন্ত্রী অনুষ্ঠান মঞ্চ থেকেই মুখ্যসচিবকে নির্দেশ দেন সাগরদ্বীপের 'ভোরসাগর' ও 'রূপসাগর' –কে পর্যটকদের কাছে আকর্ষণীয় করে গড়ে তোলার জন্য যাবতীয় প্রশাসনিক পদক্ষেপ করার জন্য। এরপরে তিনি ভারত সেবাশ্রম সংঘে যান সৌজন্য সাক্ষাতে। তারপর গঙ্গাসাগর মেলা চত্বরে গিয়ে আসন্ন মেলার বিভিন্ন প্রস্তুতির কাজ সরাসরি পর্যবেক্ষণ করেন।

এদিন মুখ্যমন্ত্রী তাঁর ফেসবুকে লেখেন, গঙ্গাসাগর মেলার প্রস্তুতি খতিয়ে দেখতে এদিন আমি সাগর দ্বীপে এসেছিলাম। গঙ্গাসাগর মেলা ও উৎসব পৃথিবীর অন্যতম বড় উৎসব। এই উৎসবকে ঘিরে লাখ লাখ ধর্মপ্রাণ মানুষের সমাগম ঘটে। সারা পৃথিবী থেকে বহু মানুষ আসেন, শুধু এই মেলা কিভাবে হয়, সেটা দেখার জন্য। পশ্চিমবঙ্গ সরকার সমস্ত পুণ্যার্থীদের সার্বিক নিরাপত্তা ও ভালোভাবে মেলা দেখার ব্যবস্থা করেছে।

এদিন সাগর দ্বীপের গঙ্গাসাগর মেলার প্রস্তুতি খতিয়ে দেখার পাশাপাশি সাগরেই একটি সরকারি অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলাম। সেখানে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের আর্থিক সহায়তা প্রদান শিবিরে ফসলের জমি নষ্ট ও বন্যা কবলিত এলাকার কৃষক ভাইদের চাষবাসের যন্ত্রপাতি, পাট্টা, আর্থিক সহায়তা ইত্যাদি প্রদান করা হয়।

সাগরকে ঘিরে পর্যটনের একটি মহাপ্রকল্পের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। কাজ দ্রুতগতিতে চলছে। গোটা এলাকা ঘিরে পূণ্যার্থীদের জন্য সমস্ত ধরনের পরিকাঠামো তৈরির উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রী এদিন তাঁর ফেসবুক পেজে গঙ্গাসাগর মেলা উপলক্ষে পুণ্যার্থীদের শুভেচ্ছা জানান।

প্রসঙ্গত সাগর এলাকায় পরিকাঠামো উন্নয়নে বহু প্রকল্পের উদ্যোগ নিয়েছে রাজ্য সরকার। গঙ্গাসাগর এলাকার বাসিন্দা, পর্যটক এবং পুণ্যার্থীদের এখন ফেরিতে মুড়িগঙ্গা পেরোতে হয়। ৮ নং জেটি থেকে এই ফেরি ছাড়ে এবং জোয়ার ভাটার ওপর এই ফেরির যাওয়া আসা পুরোটাই নির্ভর করে। রাইটস নামে একটি

আন্তর্জাতিক সংস্থা ২৮০০ কোটি টাকার বিস্তারিত প্রকল্প রিপোর্ট তৈরি করেছে, যাতে এই নদীর ওপর সেতু তৈরি করা যায়। এই সেতুটি তৈরি হলে কাকদ্বীপের সঙ্গে সাগর দ্বীপ জুড়ে যাবে। ফলে সেতুতেই কাকদ্বীপ থেকে সরাসরি সাগর দ্বীপে পৌঁছনো সম্ভব হবে। সাগর দ্বীপের রুদ্রনগরে একটি জনসভায় মুখ্যমন্ত্রী বলেন, আগে সিদ্ধান্ত হয়েছিল তাজপুরে যে বন্দরটি তৈরি হবে সেটি বেসরকারি উদ্যোগে হবে। এখন রাজ্য সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে এই বন্দরটি তৈরি করতে যে খরচ হবে তার ৭৪ শতাংশ রাজ্য সরকার দিতে রাজি। কেন্দ্রীয় সরকারকে এই মর্মে সরকারের তরফে চিঠিও পাঠানো হয়েছে। এর পরিবর্তে কেন্দ্রীয় সরকার মুড়িগঙ্গার ওপর ৩.৫ কিলোমিটার দীর্ঘ ইস্পাতের সেতু তৈরি করে দিক। সেতুটি তৈরি হলে গঙ্গাসাগর যাত্রীদের যাতায়াতে খুব সুবিধা হবে। এছাড়াও হাতানিয়া-দোয়ানিয়া নদীর ওপর যে সেতুটি তৈরি হচ্ছে তাতে রাজ্য সরকার ২২৫ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছে। সেতুটি তৈরি হলে বকখালি ও সাগর দ্বীপ সরাসরি জুড়ে যাবে। মুখ্যমন্ত্রী এদিন গঙ্গাসাগর মেলাকে কুম্ভমেলার সঙ্গেও তুলনা করেন। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রূপসাগরের পরিকাঠামো উন্নয়নের জন্য ইতিমধ্যেই বেনু বন ছায়াতে নতুন জেটি তৈরি হচ্ছে। রুদ্রনগরের হাসপাতালের উন্নয়নে অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছে। সাগরে তৈরি হচ্ছে ঘূর্ণিঝড় আশ্রয় কেন্দ্র। সমুদ্রতট বরাবর নিরাপত্তা আরও জোরালো করতে রাজ্য পুলিশ ‘হেভি ডিউটি সি বাইক’ কিনেছে যার প্রতিটির মূল্য ২৭ লক্ষ টাকা।

খ্রিস্টোৎসব

কলকাতার পার্ক স্ট্রিটের ক্রিসমাস ফেস্টিভ্যাল এই নিয়ে ৭ বছরে পা রাখলো। মুখ্যমন্ত্রীর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়র ভাবনাপ্রসূত এই ক্রিসমাস ফেস্টিভ্যাল ২০১১ সাল থেকে শুরু হয়। প্রতিবছর বড়দিন ও বর্ষবরণ উপলক্ষে কলকাতার বাতাবরণকে উৎসবের আমেজে ভরিয়ে রাখে। এদিন অ্যালেন পার্কে এই উৎসবের সূচনা করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বিগত বছরের মতোই বাহারি আলোর সাজে সেজে রঙিন হয়ে উঠেছে অ্যালেন পার্কসহ গোটা পার্ক স্ট্রিট। এদিন মুখ্যমন্ত্রী বলেন, শান্তি, সম্প্রীতি ও সৌহার্দ্য বজায় রেখে উৎসব পালন করা প্রতিটি মানুষের দায়িত্ব। এরপর সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজে এক অনুষ্ঠানে যোগ দেন তিনি।

বড়দিনের প্রাক্কালে সেন্ট পলস ক্যাথিড্রালে 'মিডনাইট মাস' প্রার্থনা সভায় যোগদান করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

সুরের ঝরনা নামিয়ে...

আবার সৃষ্টি হল ইতিহাস। কলকাতার সংস্কৃতি-সমঝদার দর্শক-শ্রোতার স্থান বিশ্বে সবার উপরে। একথা প্রমাণিত হল আরও একবার।

দিন— ২৩ ডিসেম্বর, ২০১৭। স্থান— কলকাতার 'উত্তীর্ণ' মঞ্চ। অনুষ্ঠান— 'বাংলা সঙ্গীত মেলা-২০১৭' এবং 'বিশ্ববাংলা লোকসংস্কৃতি উৎসব'-এর উদ্‌বোধন। উদ্‌বোধক— মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

মঞ্চে উপস্থিত হলেন মুখ্যমন্ত্রী-সহ বিশিষ্ট শিল্পীরা। সুরের ঝরনা নামল কক্ষজুড়ে। শিল্পী— সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়। মধুক্ষরতি সুরের ধারায় এই অবগাহনের সুযোগ যেন আমন্ত্রিত শিল্পী-দর্শক সকলের কাছে অপার্থিব প্রাপ্তি। স্বর্গসুখ-অভিজ্ঞতার স্বাদ তাঁরা হারাতে নারাজ। মুখ্যমন্ত্রীর আবেগ ঝরে পড়ল—এরপর কি আর গান গাওয়া যায়! সুর-স্নাত শিল্পী দর্শকেরা উঠে দাঁড়ালেন। সমবেত কণ্ঠে যেন প্রতিধ্বনিত হল— আজ তবে এইটুকু থাক। সোচ্চার সিদ্ধান্তে দর্শক এবং উপস্থিত শিল্পীরা অনড়।

সুরের ঝরনা নামিয়ে শুরু হল সঙ্গীতমেলা ও বিশ্ববাংলা লোকসংস্কৃতি উৎসব। রাজ্য সরকারের উদ্যোগে এদিন সঙ্গীত জগতে অসামান্য অবদানের স্বীকৃতি হিসাবে 'সঙ্গীত সম্মান', 'সঙ্গীত মহাসম্মান' ও 'বিশেষ সঙ্গীত সম্মান' পুরস্কার প্রদান করা হয়। ৭ দিন ধরে কলকাতার বিভিন্ন মঞ্চে সঙ্গীত উপস্থাপনা করেন প্রায় ৫ হাজার শিল্পী। এর পাশাপাশি বাংলার সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য বহনকারী লোক সঙ্গীতও পরিবেশিত হয় রাজ্য জুড়ে।

সুর-স্নাত দর্শক-শ্রোতারা সিদ্ধান্তে অনড়

ছবি: তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ

সঙ্গীত মেলা ও বিশ্ববাংলা লোক-সংস্কৃতি উৎসবের নানা মুহূর্ত

১৬ ডিসেম্বর, ২০১৭ তারিখে শিশু কিশোর উৎসবের উদ্‌বোধন করছেন বিভাগীয় মন্ত্রী ইন্দ্রনীল সেন। উপস্থিত বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।

রাজ্য লোক সংস্কৃতি উৎসব উদ্‌বোধন অনুষ্ঠানে মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ, বিভাগীয় মন্ত্রী ইন্দ্রনীল সেন প্রমুখ।

ছবি: সোমা মুখোপাধ্যায়

‘বিশ্ববাংলা’ লোগো পেল কেন্দ্রের অনুমোদন

কেন্দ্রের অনুমোদন পেল পশ্চিমবঙ্গ সরকারের লোগো। লোগোটি এঁকেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সরকারি নানা কাজে অশোকস্তম্ভের পাশাপাশি এই লোগো ব্যবহার করা হবে। আর তার জন্য প্রয়োজন ছিল স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের শিলমোহরের। বুধবার, ৩ জানুয়ারি, ২০১৮ সেই অনুমোদন দিয়েছে কেন্দ্র। ৫ জানুয়ারি, নবান্নে এই লোগোর আনুষ্ঠানিক সূচনা পর্বে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্যবাসীকে এটি তাঁর ইংরেজি নববর্ষের উপহার। স্বাধীনতার ৭০ বছর পর রাজ্য তার নিজস্ব লোগো পেল। রাজ্যের মুকুটে এটি একটি বিশেষ পালক। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের মুখ্যসচিব মলয়কুমার দে এবং স্বরাষ্ট্রসচিব অত্রি ভট্টাচার্য।

সরকারি সব নথিপত্রেই এবার থেকে ‘বিশ্ববাংলা’-র এই লোগো ব্যবহার করা হবে। তার জন্য প্রয়োজনীয় বিজ্ঞপ্তিও প্রকাশ করা হয়েছে।

বীরভূম সফরে মুখ্যমন্ত্রী

নতুন বছরের শুরুতে চারদিনের সফরে বীরভূম জেলা ঘুরে গেলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মুখ্যমন্ত্রীর এই সফর ঘিরে ছিল চূড়ান্ত ব্যস্ততা। শ্রীনিকেতনের পল্লিশিক্ষা ভবনের মাঠে গড়ে তোলা হয় অস্থায়ী হেলিপ্যাড। ২ জানুয়ারি, মঙ্গলবার বিকেলে সেখানেই অবতরণ করেন মুখ্যমন্ত্রী। বিকেল ৩টের কিছু পরে সেখান থেকেই তিনি সোজা চলে যান সতীপীঠ কঙ্কালীতলায়। সেখানে শঙ্খধ্বনিতে মহিলারা তাঁকে স্বাগত জানান। পুজো দেওয়ার পরে মুখ্যমন্ত্রীর সম্মানে আদিবাসী নাচেরও ব্যবস্থা করা হয়েছিল। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান খুবই উপভোগ করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। স্থানীয় মানুষজন ও সেবাইতের সঙ্গে কথা বলে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মন্দির চত্বর ঢেলে সাজার নির্দেশ দেন। সেখানে দ্রুত একটি গেস্ট হাউজ ও ক্যাফেটেরিয়া গড়ে তোলার নির্দেশ দিয়েছেন তিনি। গত বছর মে মাসে জেলা সফরে এসে মুখ্যমন্ত্রী কঙ্কালীতলার উন্নয়নের জন্য এক কোটি টাকা বরাদ্দ করেছিলেন। সেই অর্থে কী কী কাজ করা হচ্ছে তা নিয়েও এদিন খোঁজখবর নিয়েছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

কঙ্কালীতলা থেকে ফেরার পথে মুখ্যমন্ত্রী হঠাৎই নেমে পড়েন সোনাঝুরির জঙ্গলে। প্রকৃতি পর্যটন কেন্দ্র গড়ে তোলার কাজ ঘুরে দেখেন

তিনি। কিছুটা সময় সেখানে কাটিয়ে মুখ্যমন্ত্রী এরপর চলে যান বল্লভপুর সংলগ্ন রাঙাবিতানে।

বুধবার, ৩ জানুয়ারি, বীরভূমের আহমদপুর জনসভা থেকে জেলার ১৫৯টি প্রকল্পের শিলান্যাস ও ৭৬টি প্রকল্পের উদ্‌বোধন করেন মুখ্যমন্ত্রী। ৭৩ জন উপভোক্তার হাতে তুলে দেন আর্থিক সহায়তা। বোলপুর-শ্রীনিকেতন ব্লকে খোয়াই হাটের প্রথম পর্যায়ের কাজ, মুরারই-১, নলহাটি-১, সাঁইথিয়া ও সিউড়ি-২ ব্লক এবং তারাপীঠে মোট ৬টি কর্মতীর্থ, জেলার বিভিন্ন ব্লকে ১৩৩টি জল সরবরাহ প্রকল্প, ১২৩টি নতুন রাস্তা-সহ ৭৬টি প্রকল্পের উদ্‌বোধন করা হয়। এই অনুষ্ঠান মঞ্চ থেকেই এদিন চতুর্থ 'জঙ্গলমহল উৎসব'-এর সূচনা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। ঝাড়গ্রামে উৎসব চলবে ৩ থেকে ১০ জানুয়ারি।

আহমদপুর থেকে সড়কপথে বোলপুর ফেরার পথে তালুরায়পুর গ্রামের রাস্তায় মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে গাড়ি থামে। স্থানীয় এক অসুস্থ শিশুর চিকিৎসার বিষয়ে খবরাখবর নেন মুখ্যমন্ত্রী। প্রয়োজনে তাকে কলকাতায় নিয়ে গিয়ে চিকিৎসা করানোর পরামর্শ দিয়েছেন তিনি। এই ব্যাপারে তিনি সবরকমভাবে সহায়তা করবেন বলেও আশ্বাস দিয়েছেন।

এরপর বৃহস্পতিবার, ৪ জানুয়ারি, ইলামবাজার থানার জয়দেব-কেঁদুলির কাছে টিকরবেতায় বাউল ও লোকউৎসবের সূচনা করেন মুখ্যমন্ত্রী। রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা সহস্রাধিক বাউলের সুর মূর্চ্ছনায় মুখর হয় ওঠে অনুষ্ঠান। বাংলার ঐতিহ্যমণ্ডিত বাউল ও লোকগানের সাক্ষ্য প্রকৃত অর্থেই বহন করে এই উৎসব। বাউল শিল্পীদের সাধনা ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধার কথা মাথায় রেখে বাউল বিতান নির্মাণের পরিকল্পনা করা হয়। এছাড়া পর্যটকদেরও আকৃষ্ট করবে এই বিতান। এদিন বাউল-বিতান-এর শিলান্যাস করেন মুখ্যমন্ত্রী। অন্যান্য প্রকল্পের পাশাপাশি মুখ্যমন্ত্রী শিলান্যাস করেন তিনটি নতুন সেতুর। এর জন্য প্রায় ৪০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। সেতুগুলির মধ্যে ২টি গড়ে উঠবে অজয় নদের উপর। তৃতীয়টি কুঁয়ে নদীর উপর।

মুখ্যমন্ত্রী এদিন আরও ঘোষণা করেন, প্রতি বছর মকর সংক্রান্তির দিন পালিত হবে 'লোকপ্রসার শিল্পী দিবস।'

উত্তরবঙ্গ সফর

‘পাহাড় যত ভালো থাকবে, তত বেশি পর্যটক আসবেন। পাহাড়ে যত শান্তি থাকবে, তত উন্নয়ন হবে।’—উত্তরবঙ্গ উৎসবের সূচনা করে শিলিগুড়ির কাঞ্চনজঙ্ঘা স্টেডিয়ামে সোমবার, ৮ জানুয়ারি এমনটাই বললেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

তিনদিনের সফরে এদিনই শিলিগুড়ি এসেছেন মুখ্যমন্ত্রী।

মঞ্চে হাজির ছিলেন জিটিএ প্রশাসক বোর্ডের চেয়ারম্যান বিনয় তামাং, ভাইস-চেয়ারম্যান অনীত থাপা, হিল এরিয়া ডেভেলপমেন্ট বোর্ডের সভাপতি মন ঘিসিং এবং পাহাড়ের বিভিন্ন উন্নয়ন বোর্ডের কর্মকর্তারা।

উৎসবের মাধ্যমে পাহাড় ও সমতলের মেলবন্ধনের বার্তা দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী।

৯ জানুয়ারি, মঙ্গলবার আলিপুরদুয়ারে একটি সরকারি অনুষ্ঠানে যোগ দেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। রাজ্যের দ্বিতীয় বৃহত্তম প্রশাসনিক ভবন ‘ডুয়ার্স কন্যা’-র

উদ্‌বোধন করা হয়। ৮তলা এই ভবনে ১১২টি ঘরে অন্তত ৪০টি দপ্তরের জন্য জায়গা থাকছে। এই অনুষ্ঠান থেকে একাধিক প্রকল্পের উদ্‌বোধন ও শিলান্যাস করেন মুখ্যমন্ত্রী। উল্লেখ্য, আলিপুরদুয়ার-২ এবং কুমারগ্রাম ব্লকে ২টি কর্মতীর্থেরও শিলান্যাস করেন তিনি।

এছাড়া, উপভোক্তাদের বিভিন্ন পরিষেবা মূল্যও প্রদান করা হয়।

০৫/০১/২০১৮

নামমাত্র খরচে সহজেই মিলবে 'আধার কার্ড'- কয়েকটি ভুয়ো এজেন্সির বিরুদ্ধে এমনই অভিযোগ এসেছে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে। অভিযোগটি সত্যি হলে, সাধারণ মানুষের সমূহ বিপদ। ব্যক্তিগত তথ্য আর ব্যক্তিগত থাকবে না, একথা প্রথম থেকেই বলে আসছেন মুখ্যমন্ত্রী। ব্যক্তিগত তথ্য সুরক্ষিত করতে এমন কোনও পদ্ধতিও চালু করা হোক যা সুনিশ্চিতভাবে তথ্য গোপন রেখে কাজ করবে, দাবি মুখ্যমন্ত্রীর। দেশের সকল মানুষকে তথ্যলুঠের বিষয়ে আরও সচেতন হতে আবেদন জানান তিনি।

মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এদিন জানিয়েছেন যে সরকারি প্রকল্প রূপায়ণে ই-টেন্ডার ব্যবহারের ক্ষেত্রে বাংলা সেরা হিসাবে পুরস্কৃত হয়েছে 'অ্যাওয়ার্ড ফর এক্সেলেন্স'-এ। ২০১৬-১৭ আর্থিক বর্ষের জন্য কেন্দ্রীয় অর্থ মন্ত্রক ও বৈদ্যুতিন ও তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রক যৌথভাবে বাংলাকে শ্রেষ্ঠ বলে ঘোষণা করেছে। দেশের মোট ২৪টি রাজ্যের মধ্যে বাংলায় মোট ৩৬ হাজার কোটি টাকার প্রকল্পের কাজ হয়েছে ২০১৬-১৭ আর্থিক বর্ষে মোট ৫৩ হাজার ই-টেন্ডারের মাধ্যমে। মুখ্যমন্ত্রী এদিন বলেন, রাজ্যপ্রশাসন স্বচ্ছতা, দক্ষতা ও দৃঢ়তার সঙ্গে জনকল্যাণে কাজ করছে এই পুরস্কার তারই প্রমাণ।

বিবেক চেতনা উৎসব

কলকাতার বাবুঘাটে উদ্‌বোধনী অনুষ্ঠান
১০ জানুয়ারি, ২০১৮

শালবনিতে উচ্ছ্বসিত জিন্দাল

বাংলার পরিবেশ শিল্পবান্ধব, মুখ্যমন্ত্রীকে ধন্যবাদ

‘কেউ কেউ বলছেন বাংলা কিছু করতে পারছে না। কিন্তু এখানে আসা শিল্পোদ্যোগীরা বলছেন, বাংলাতেই সব থেকে ভালো কাজ হচ্ছে।’

বিশ্ববঙ্গ বাণিজ্য সম্মেলন শুরুর ঠিক একদিন আগে সোমবার, ১৫ জানুয়ারি শালবনিতে জিন্দাল গোষ্ঠীর এক আধুনিক সিমেন্ট কারখানার উদ্‌বোধন করে এই কথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

মুখ্যমন্ত্রীর পরে জিন্দাল গোষ্ঠীর চেয়ারম্যান সজ্জন জিন্দাল বলেন, ‘কয়েক বছর আগেও শিল্পপতিদের মনে বাংলায় শিল্প গড়া নিয়ে একটা সংশয় ছিল। কিন্তু এখন তা কেটে গিয়ে রাজ্যে শিল্পবান্ধব পরিবেশ তৈরি হয়েছে। বাংলায় শিল্প গড়তে এসে বর্তমান সরকার, প্রশাসন এবং মুখ্যমন্ত্রীর যে সহযোগিতা আমরা পেয়েছি, তাতে আমরা আপ্লুত।’

১০ বছর আগে জমি হাতে পেলেও কারখানার শিলান্যাস হয় ২০১৬ সালে। এত কম সময়ের মধ্যে কারখানা গড়ে তুলতে পারার জন্য মুখ্যমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানান জিন্দাল।

জানা গিয়েছে, শালবনিতে ১৫০ একর জমিতে গড়ে ওঠা এই সিমেন্ট কারখানা গড়তে খরচ হয়েছে ৮০০ কোটি টাকা। বছরে ২৪ লক্ষ টন সিমেন্ট তৈরি হবে। এই ক্ষমতাকে বাড়িয়ে ৩৬ লক্ষ টনে নিয়ে যাওয়া হবে ক্রমে।

কারখানার নিজস্ব প্রয়োজন মেটাতে ১৮ মেগাওয়াট ক্ষমতার বিদ্যুৎকেন্দ্র-ও স্থাপিত হবে। এছাড়া আরও নানা পরিকল্পনা রয়েছে জিন্দাল গোষ্ঠীর।

এর আগে দুপুর দেড়টা নাগাদ মুখ্যমন্ত্রীর হেলিকপ্টার নামে শালবনিতে। প্রথমে এক সরকারি অনুষ্ঠানে ২৮৬ কোটি টাকা ব্যয়ে রূপায়িত ২৮৩টি প্রকল্পের উদ্‌বোধন করেন মুখ্যমন্ত্রী। ২৩২টি প্রকল্পের শিলান্যাস করেন, যার প্রস্তাবিত অর্থ ৩৯৮ কোটি টাকা। বিভিন্ন সরকারি প্রকল্পের অর্থ তুলে দেন উপভোক্তাদের হাতে।

টেলিশিল্পীদের স্বাস্থ্যবিমা বেড়ে হল আড়াই লাখ

সন্ধে হতেই বাঙালির ড্রইং রুমে যে সমস্ত ধারাবাহিকের কলাকুশলীরা টিভির পর্দায় জীবন্ত হয়ে ওঠেন—তাঁদের সম্মান জানাল পশ্চিমবঙ্গ টেলি অ্যাকাডেমি। ১৮ জানুয়ারি, বৃহস্পতিবার এক আলোকোজ্জ্বল সন্ধ্যায় নজরুল মঞ্চে টেলিভিশন শিল্পের সঙ্গে যুক্ত বিভিন্ন বিভাগের কলাকুশলীদের হাতে পুরস্কার তুলে দিলেন এ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সঙ্গে দিলেন সুখবর। মুখ্যমন্ত্রীর কথায়, 'শিল্পী কলাকুশলীদের জন্য মেডিক্লেম ছিল দেড় লাখ টাকার। তা বাড়িয়ে আড়াই লাখ করা হল। এছাড়াও আছে ১ লাখ টাকার অ্যাক্সিডেন্টাল পলিসি।' ইতিমধ্যেই ৬০০০ মানুষ এই সুযোগ নিয়েছেন বলে জানালো হল পশ্চিমবঙ্গ টেলি অ্যাকাডেমি থেকে।

এই ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গেই করতালিতে উত্তাল হয়ে ওঠে নজরুল মঞ্চ। তারকাখচিত সন্ধ্যায় তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের প্রধান সচিব বিবেক কুমারকে মুখ্যমন্ত্রী নির্দেশ দেন, স্বাস্থ্যসাথী প্রকল্পে কলাকুশলীদের নিয়ে আসা যায় কি না, তা খতিয়ে দেখতে। সেক্ষেত্রে সকলেই ৫ লক্ষ টাকার স্বাস্থ্যবিমার সুযোগ পাবেন।

বিভিন্ন শিল্পী ও কলাকুশলীদের হাতে পুরস্কার তুলে দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী এদিন নিজেই জানিয়েছেন যে, সিরিয়াল তাঁর পছন্দের বিষয়। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এদিন আরও ঘোষণা করেন, বারুইপুরে তৈরি করা হচ্ছে, টেলি অ্যাকাডেমির নিজস্ব জায়গা। আগামী এক বছরের মধ্যে সেখানে কাজ শেষ হয়ে যাবে।

গোটা রাজ্যে পালিত নেতাজি জন্মজয়ন্তী

যথাযোগ্য রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় পশ্চিমবঙ্গে পালিত হল নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর জন্মদিবস। কলকাতা ময়দানের মূল অনুষ্ঠানে নেতাজি মূর্তিতে মাল্যদান করেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। অনুষ্ঠানটি আয়োজন করেছিল রাজ্যের যুবকল্যাণ ও ক্রীড়াদপ্তর।

এছাড়াও রাজ্যের সর্বত্র দুদিনের অনুষ্ঠান কর্মসূচি পালন করে ওই দপ্তর। ২২ জানুয়ারি থেকেই রাজ্যের ৩৪১টি ব্লক, ১১৮টি মিউনিসিপ্যালিটি, ৬টি মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন এবং কলকাতা পুরসভার ১৪৪টি ওয়ার্ড-এ নেতাজি জন্মজয়ন্তী পালিত হয়। জিটিএ শাসিত এলাকা এবং সবকটি জেলাসদর-এও নেতাজির জন্মদিবস পালনের অনুষ্ঠান হয়েছে। এই উপলক্ষে পদযাত্রা, বিতর্কসভা, বসে আঁকো প্রতিযোগিতা, নেতাজির কাজ ও জীবনের উপর প্রদর্শনী, প্রবন্ধ রচনা-সহ নানা কিছু আয়োজিত হয়েছিল।

মূল অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী জানান, নেতাজির জন্মদিবসকে রাষ্ট্রীয় ছুটির দিন হিসাবে ঘোষণা করার আর্জি আগেই কেন্দ্রের কাছে জানানো হয়েছে। কিন্তু, কেন্দ্র এ নিয়ে এখনও কোনও সিদ্ধান্ত না নেওয়ায় ক্ষোভ প্রকাশ করেন তিনি। নেতাজির জীবনের শেষ দিনগুলিতেও ঠিক কী হয়েছিল তা জানতে কেন্দ্র সরকারের উচিত, নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে একটি তদন্ত কার্য সম্পন্ন করা—এদিনের অনুষ্ঠানে এই অভিমতও প্রকাশ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী।

অবসরপ্রাপ্ত খেলোয়াড়রাও স্বাস্থ্যসাথীর আওতায়

অবসরপ্রাপ্ত ক্রীড়াবিদদেরও এবার থেকে স্বাস্থ্যসাথী প্রকল্পের আওতায় আনা হবে। ২৪ জানুয়ারি, বুধবার নেতাজি ইনডোর স্টেডিয়ামে খেলাশ্রী অনুষ্ঠানের মঞ্চ থেকে এই ঘোষণা করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

প্রসঙ্গত, ২০১১-১২ আর্থিক বছর থেকে চালু হওয়া এক কর্মসূচির মাধ্যমে রাজ্যের বিভিন্ন ক্লাবকে ক্রীড়া প্রতিযোগিতা আয়োজন, খেলাধূলার প্রশিক্ষণ এবং সরঞ্জাম ক্রয় বা কক্ষ নির্মাণ-সহ নানা কাজের জন্য প্রথম বছর ২ লক্ষ টাকা এবং পরের ৩ বছর ১ লক্ষ টাকা হারে আর্থিক অনুদান প্রদান করছে রাজ্য সরকার। এদিনও, তেমনই বহু ক্লাবের হাতে অনুদানের অর্থ তুলে দেওয়া হয়।

ক্লাবগুলিকে দেওয়া অনুদান প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী এদিন বলেন, পরিকাঠামো তৈরি করে খেলাধুলোয় এগিয়ে যাক ওরা। এতে আমাদের খরচ হয় প্রায় ৬০০ কোটি। এছাড়া দার্জিলিং, তরাই-ডুয়ার্স, সুন্দরবন, ঝাড়গ্রামে প্রাক্তন খেলোয়াড়রা দল বেঁধে যান। নানা টুর্নামেন্ট হয়। খেলোয়াড়দের জার্সি দিই। দেড় হাজার টাকা করে পকেট মানি দেওয়া হয়। আবার ক্লাবগুলিকেও দেওয়া হয় ২৫ হাজার টাকা করে। চ্যাম্পিয়ন দল বাইক, স্কুটি পায়।

এদিনের অনুষ্ঠানে হাজির ছিলেন বহু বিশিষ্ট ক্রীড়াবিদ— পিকে বন্দ্যোপাধ্যায়, চুনি গোস্বামী, সুভাষ ভৌমিক থেকে দিব্যেন্দু বড়ুয়া এবং আরও অনেকে। জীবনকৃতি সম্মান পেয়েছেন রীতা সেন ও অরুণ ঘোষ।

অরুণ বলেন, ‘এই সরকার প্রাক্তন খেলোয়াড়দের যেভাবে সম্মান দিচ্ছে, এর আগে অন্য কোনও

সরকার তা দেয়নি। মুখ্যমন্ত্রীকে বলব, বাংলার খেলাধুলোকে আরও এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য।' রীতা সেন-এর কথায়, 'শুধু প্রাক্তন নয়, এখনকার ক্রীড়াবিদরাও এরকম সম্মানে সম্মানিত হয়ে ভালো খেলার জন্য মোটিভেশন পাচ্ছেন।'

খেল-সম্মান, বাংলার গৌরব, ক্রীড়াগুরু এবং বিশেষ সম্মান ও এদিন খেলোয়াড়দের হাতে তুলে দেন মুখ্যমন্ত্রী। সব শেষে, ৭১ তম সন্তোষ ট্রফি জয়ী বাংলা দলের কোচ ও ফুটবলারদের সংবর্ধনা দেওয়া হয়। বিশাল ট্রফি প্রদান ছাড়াও ১০ লক্ষ টাকা দেওয়া হয়েছে ওই টিমকে।

২০১৭-১৮ সালের পুরস্কার প্রাপকেরা

খেল সম্মান— মনিকা সরেন, স্বপ্না বর্মণ, ভাস্কর মুখার্জী, অরিন্তপ দাশগুপ্ত, ইন্দ্রজিৎ পাল, প্রিয়াঙ্কা রায়, সঙ্গীতা বাস্ফোর, দেবাশিস সেন, অঙ্কুর দাস, শুভঙ্কর প্রামাণিক, রিমো সাহা।

বাংলার গৌরব– আশিস মণ্ডল, অপর্ণা ঘোষ, পলাশ নন্দী, মিঠু মুখার্জী, মিনতি রায়, তনুময় বসু, তরুণ দে, অভিজিৎ দেবনাথ, রূপালী পাণ্ডে (হালদার), ইনাম উর রহমান, গৌরী ঘোষ, দিলীপ কুমার সেন, ফ্রান্সিস গোমেজ।

ক্রীড়া গুরু— সুবাস সরকার।

জীবনকৃতী সম্মান— রীতা সেন, অরুণ ঘোষ।

বিশেষ সম্মান— ঝুলন গোস্বামী, সৌরভ কোঠারি, সৌম্যজিৎ ঘোষ, সায়নী দাস, তৃষা দেব, অতনু দাস, অর্পিতা মুখার্জী, মেহুলি ঘোষ, প্রাঞ্জল ব্যানার্জী, রহিম আলি, অভিজিৎ সরকার, জিতেন্দ্র সিং এবং ৭১তম সন্তোষ ট্রফি জয়ী বাংলা ফুটবল দল।

চলে গেলেন সুপ্রিয়া দেবী

হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে ২৬ জানুয়ারি ভোরবেলা দক্ষিণ কলকাতার বাসভবনে, শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করলেন বাংলা চলচ্চিত্র জগতের অন্যতম জনপ্রিয় তারকা সুপ্রিয়া দেবী।

মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৫ বছর। ভারতীয় চলচ্চিত্রে অসাধারণ সৃষ্টিশীলতার জন্য তিনি ২০১১ সালে বঙ্গবিভূষণ ও ২০১৪ সালে পদ্মশ্রী সম্মানে ভূষিত হয়েছিলেন।

রেড রোডে প্যারেড শেষ হতেই মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এদিন দ্রুত চলে আসেন সুপ্রিয়াদেবীর বাড়িতে। এবং গোটা দিনের কর্মসূচি ঠিক করে ফেলেন। দুই মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস ও ইন্দ্রনীল সেন-কে সুপ্রিয়াদেবীর অন্তিম যাত্রা সংক্রান্ত সমস্ত নির্দেশও দিয়ে দেন।

সুপ্রিয়া দেবীর অনুরাগীদের জন্য তাঁর মৃতদেহ প্রায় তিন ঘণ্টা শায়িত রাখা হয়েছিল রবীন্দ্র সদনে। রবীন্দ্রসদন থেকে কেওড়াতলা মহাশ্মশান পর্যন্ত গোটা রাস্তা বিশিষ্ট জন ও সুপ্রিয়াদেবীর অনুরাগীদের সঙ্গে হেঁটে যান মুখ্যমন্ত্রী। পরে সন্ধ্যায় সেখানে 'গান-স্যালুট'-এর মধ্যে তাঁর শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়।

উন্নয়নের অভিমুখে

১০/১০/২০১৭

নতুন জেলা ঝাড়গ্রামে উন্নয়নের কাজের খতিয়ান নিতে প্রশাসনিক বৈঠক করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এরপর সদ্যসমাপ্ত দুর্গাপুজো ও মহরম উপলক্ষে ঝাড়গ্রাম স্টেডিয়ামে একটি মিলনোৎসবে অংশ নেন তিনি। এক প্রাণবন্ত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে পালিত হয় দিনটি। স্থানীয় মহিলাদের হাতে তৈরি ফুটবল 'জয়ী' এদিন স্কুল, কলেজ, ক্লাব এবং অন্যান্য ফুটবল অনুরাগীদের হাতে তুলে দেন মুখ্যমন্ত্রী।

১১/১০/২০১৭

নবগঠিত ঝাড়গ্রাম জেলা সফরে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জী এদিন এক সরকারি অনুষ্ঠানে বলেন, আগামীদিনে ঝাড়গ্রামে একটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের সিদ্ধান্ত সরকারিভাবে নেওয়া হয়েছে। ঝাড়গ্রাম রাজ কলেজ মাঠে আয়োজিত এই সভা মঞ্চ থেকে তিনি গোপীবল্লভপুর, পাঁশকুড়া (পশ্চিম মেদিনীপুর) এবং চাঁচল (মালদা) সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালের ব্লাড ব্যাঙ্ক-সহ বিভিন্ন সরকারি ভবন, প্রশিক্ষণ কেন্দ্র-সহ মার্কেটিং হাব, সৌর বিদ্যুৎ চালিত পাম্পসেট, প্রাথমিক বিদ্যালয়, কমিউনিটি হল, জেলা জুড়ে নব নির্মিত ও সংস্কার করা রাস্তার উদ্‌বোধন করেন। মুখ্যমন্ত্রী দেবনদীর উপর সেতু, মিনি ডেয়ারি, মার্কেট কমপ্লেক্স, বিভিন্ন প্রশাসনিক ভবন-সহ বহু জনকল্যাণকর প্রকল্পের শিলান্যাস করেন। ওই সভামঞ্চ থেকে তিনি সবুজসাথী প্রকল্পের সাইকেল, কন্যাশ্রী, যুবশ্রী, বাংলার আবাস যোজনা, কৃষি কাজের যন্ত্রাদি, লোকপ্রসার প্রকল্প-সহ বহু জনহিতকর পরিষেবা প্রদান করেন।

১৩/১০/২০১৭

দেশের সবচেয়ে বড় বাণিজ্য কনভেনশন সেন্টারের উদ্‌বোধন করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। নিউটাউনে অবস্থিত 'বিশ্ব বাংলা কনভেনশন সেন্টার'টি নিঃসন্দেহে কলকাতার মুকুটে নতুন পালক। এই কনভেনশন সেন্টার রাজ্যব্যাপী পরিকাঠামো উন্নয়নের প্রতীক। শুধুমাত্র কলকাতা বা রাজ্য নয়, সারা দেশসহ বিশ্বের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে এই 'বিশ্ব বাংলা কনভেনশন সেন্টার'। এই কেন্দ্রটির উদ্‌বোধনের দিনে 'বিজয়া সম্মিলনী' উপলক্ষে শিল্পমহল ও বিশিষ্টজনের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাতে মিলিত হন মুখ্যমন্ত্রী।

২৩/১০/২০১৭

উত্তর কলকাতার বাগবাজারে ভগিনী নিবেদিতার বাড়িটি দীর্ঘদিন ধরে সংস্কার করার পর নতুন রূপ পেল। ভগিনী নিবেদিতার স্মৃতি বিজড়িত ঐতিহ্যময় এই বাড়িটির উদ্‌বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ভগিনী নিবেদিতার ব্যবহৃত এই বাড়িটি সংস্কারের দায়িত্ব নিয়েছিল রাজ্য সরকার। সংস্কারের পর বাড়িটি রামকৃষ্ণ সারদা মিশনের হাতে তুলে দেওয়া হয়। মুখ্যমন্ত্রী এদিন বলেন, ভগিনী নিবেদিতার মানবসেবার আদর্শ, তাঁর সমাজ সেবা, শিক্ষাপ্রসারে তাঁর প্রয়াস, সামাজিক মূল্যবোধ প্রতিনিয়ত আমাদের অনুপ্রেরণা জোগায়।

২৬/১০/২০১৭

কলকাতা পুরসভার উষ্ণীষে নতুন পালক। এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক (এডিবি)-র লগ্নি, কলকাতা পুরসভার উদ্যোগ।২০১৬ সালে জাতীয় স্তরে শ্রেষ্ঠ হিসাবে চিহ্নিত হল। জাতীয় স্তরে দেশজুড়ে এডিবির অর্থে ৮৪টি পুর প্রকল্প চলছে। তার মধ্যে কলকাতা পুরসভা জল সরবরাহ, নিকাশি পরিষেবা প্রকল্প রূপায়নে ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠত্বের শিরোপা পেয়েছে বলে এদিন জানান মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জী।

৩০/১০/২০১৭

এক বিখ্যাত শিল্প সংস্থার আমন্ত্রণে মুম্বই পৌঁছলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সফরসূচির মূল উদ্দেশ্য, মুম্বাইয়ের নামী শিল্পপতিদের সাক্ষাত, শিল্পপতিদের সঙ্গে বৈঠকে পশ্চিমবঙ্গে বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিনিয়োগ বিষয়ক আলোচনা, জানুয়ারি মাসের ১৬ ও ১৭ তারিখ, কলকাতায় 'বেঙ্গল গ্লোবাল বিজনেস সামিট'-এ অংশ গ্রহণ করার জন্য তাঁদের আমন্ত্রণ।

০১/১১/২০১৭

মুম্বইয়ে এদিন বিশিষ্ট শিল্পকর্তা এবং ব্যাঙ্ক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলির শীর্ষকর্তাদের সঙ্গে বৈঠক করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। রিলায়েন্স ও স্টেট ব্যাঙ্কের চেয়ারম্যানের সঙ্গে দেখা করার পাশাপাশি কোটাক ব্যাঙ্ক, জিন্দাল গ্রুপ, গোদরেজ গ্রুপ এবং আরও বেশ কয়েকটি শিল্প সংস্থার শীর্ষকর্তাদের সঙ্গেও বৈঠকে মিলিত হন তিনি। মুম্বই সফরে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে ছিলেন মাননীয় অর্থমন্ত্রী ডঃ অমিত মিত্র এবং বিশিষ্ট আধিকারিকরা।

১০/১১/২০১৭

২৩ তম কলকাতা চলচ্চিত্র উৎসবের সুচনা হল নেতাজি ইনডোর স্টেডিয়ামে। বর্ণময় ও তারকাখচিত সমাবেশে উজ্জ্বল হয়েছিল অনুষ্ঠান মঞ্চ। স্বনামধন্য বর্ষীয়ান অভিনেতা অমিতাভ বচ্চনের বর্ণময় উপস্থিতি ছিল অন্যান্য বছরের মতোই। এছাড়া প্রবীণ চলচ্চিত্র পরিচালক মহেশ ভাট, প্রখ্যাত অভিনেতা কামাল হাসান, অভিনেত্রী কাজল, জনপ্রিয় অভিনেতা তথা বাংলার ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসাডর শাহরুখ খান, বিশিষ্ট সঙ্গীত শিল্পী কুমার শানু ও আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন চিত্রপরিচালক মাইকেল উইন্টারবটমের উজ্জ্বল উপস্থিতি ১৫ হাজারের বেশী চলচ্চিত্রপ্রেমী দর্শককে এক বিরল অভিজ্ঞতার স্বাক্ষী করে তোলে। এদিন রাজ্য ও দেশের বিভিন্ন ক্ষেত্রের বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বরা এই সোনাঝরা উদ্‌বোধনী অনুষ্ঠান উপভোগ করেন। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় উদ্বোধনী ভাষণে এদিন বলেন, "কলকাতা চলচ্চিত্র উৎসব আক্ষরিক অর্থেই হলিউড-বলিউড- টলিউড-টেলিউডের তারকাদের মিলন মেলা"। ইউনাইটেড কিংডম ছিল এই বছর উৎসবের বিশেষ আকর্ষণ। ১০-১৭ নভেম্বর পর্যন্ত কলকাতা-সহ রাজ্যজুড়ে ১২টি অনুষ্ঠান স্থলে মোট ১৪৩টি পূর্ণ দৈর্ঘ্য ছবি, ৮৭টি স্বল্প দৈর্ঘ্যের ছবি এবং ৫১টি তথ্যচিত্র দেখানো হয়েছে। এছাড়া, এই প্রথম কলকাতা চলচ্চিত্র উৎসবে গারো, খাসি, চাকমা, মৈথিলী প্রভৃতি আঞ্চলিক ভাষায় নির্মিত ছবি দেখানো হয়। দেশের সাম্প্রতিক সামাজিক পরিস্থিতিতে স্থানীয় ভাষার ছবি, কলকাতা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে স্থান পাওয়া বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

২০/১১/২০১৭

মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জী তিনদিনের উত্তরবঙ্গ সফরে গেলেন।

২১/১১/২০১৭

পিন্টেল ভিলেজে সর্বদলীয় বৈঠকে সভাপতিত্ব করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জী। পাহাড়ের সার্বিক উন্নয়নের বিষয়ে এদিন আলোচনা হয়। আগামী কিছু দিনের মধ্যে আবার সর্বদলীয় বৈঠক হবে বলে জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। পাহাড়ে শান্তি ফিরিয়ে নিয়ে আসার জন্য সকলকে অভিনন্দন জানান। মুখ্যমন্ত্রী এদিন জানান জিটিএ-র উদ্যোগে আগামী ডিসেম্বর-জানুয়ারী মাসে পাহাড়ে পর্যটন উৎসব হবে। দার্জিলিং গোল্ড কাপ ফুটবল প্রতিযোগিতা আবার শুরু হবে। যুব কল্যাণ ও ক্রীড়া দপ্তর পাহাড়ে বিবেক উৎসবের আয়োজন করবে স্বামী বিবেকানন্দের জন্মদিবসে। সুভাষ উৎসব (সুভাষচন্দ্র বসু-র জন্মদিনে) আয়োজন করা হবে পাহাড়ে।

২২/১১/২০১৭

তিনদিনের উত্তরবঙ্গ সফরে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এদিন শিলিগুড়িতে সচিবালয় উত্তরকন্যায় উত্তরবঙ্গের তিন জেলা আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার এবং জলপাইগুড়ি জেলার জন্য প্রশাসনিক বৈঠক করলেন। এদিনের বৈঠকে উত্তরবঙ্গের উন্নয়নের কর্মসূচীর রূপায়ন পর্যালোচনা করা হয়।

২৭/১১/২০১৭

ভারতে এই প্রথম হোরাসিস এশিয়া বৈঠক অনুষ্ঠিত হল কলকাতায়। হোরাসিস এশিয়া বৈঠকের প্লেনারি সেশনে উপস্থিত ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সারা বিশ্বের তিনশোরও বেশী শিল্পপতি উপস্থিত ছিলেন এদিনের বৈঠকে। পশ্চিমবঙ্গে বিনিয়োগের বিষয়ে আলোচনা এদিন অত্যন্ত ইতিবাচক হয়। মুখ্যমন্ত্রী আসন্ন 'বেঙ্গল গ্লোবাল বিজনেস সামিট'-এ অংশ প্রহণ করার জন্য সকল শিল্পপতিদের আহ্বান জানান।

৩০/১১/২০১৭

দক্ষিণ ২৪ পরগনার গোসাবায় একটি সরকারি অনুষ্ঠানে একগুচ্ছ প্রকল্পের উদ্‌বোধন করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। পরিকাঠামো, স্বাস্থ্য, কৃষি, শিক্ষা, পর্যটন ও স্বনিযুক্তিসহ আরও নানান প্রকল্পের সূচনা করা হয় এদিন। এছাড়া বিভিন্ন সরকারি পরিষেবাও প্রদান করা হয় জেলার সাধারণ মানুষের মধ্যে। মুখ্যমন্ত্রী জানান, শীঘ্রই পৃথক জেলা হিসাবে স্বীকৃতি পেতে চলেছে সুন্দরবন।

০১/১২/২০১৭

রাজ্যে আর একটি নতুন জেলার সূচনা হতে চলেছে। উত্তর ২৪ পরগনার হাড়োয়ায় এক সরকারি অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জী বলেন, বসিরহাটকে পৃথক জেলার মর্যাদা দেওয়া হবে। এর ফলে উন্নয়নে আরও গতি আসবে, প্রশাসনিক কাজেও গতি আসবে। এদিন মঞ্চ থেকে একগুচ্ছ প্রকল্পের উদ্‌বোধনী ও শিলান্যাস করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এছাড়া,বেশ কিছু সরকারি পরিষেবা প্রদান করা হয়।

০৫/১২/২০১৭

কলকাতার নেতাজি ইনডোর স্টেডিয়ামে সংখ্যালঘু উন্নয়ন পর্ষদের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এই অনুষ্ঠান মঞ্চ থেকে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের প্রায় ৫ লক্ষ ছাত্রছাত্রীর হাতে স্কলারশিপ তুলে দেন তিনি।

০৭/১২/২০১৭

ইনফোকম-২০১৭-র উদ্‌বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বিশ্ব বঙ্গ বাণিজ্য সম্মেলনে বাংলার নতুন তথ্য প্রযুক্তি নীতি ঘোষণা করা হবে বলে এদিন জানান তিনি।

০৭/১২/২০১৭

সীমান্ত বিষয়ক এক উচ্চ পর্যায়ের বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র দপ্তর আহুত এই সভায় উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী রাজনাথ সিং ও উত্তর-পূর্বাঞ্চলের আরো ৪ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী। সভাটি অনুষ্ঠিত হয় সদ্য নির্মিত নবান্ন সভাঘরে।

০৮/১২/২০১৭

মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়র উপস্থিতিতে ৬৯তম আন্তর্জাতিক মানবাধিকার দিবসের মূল কর্মসূচী পালিত হল, কলকাতা হাইকোর্টের সার্ধ-শতবার্ষিক ভবনে। রাজ্য মানবাধিকার কমিশনের পক্ষ থেকে মুখ্যমন্ত্রীকে স্মারক উপহার দেওয়া হয়।

০৮/১২/২০১৭

আসন্ন গঙ্গাসাগর মেলার প্রস্তুতি ও নিরাপত্তা বিষয়ে উচ্চপর্যায়ের বৈঠক হল নবান্নে। ১০ জানুয়ারি থেকে ১৬ জানুয়ারি, ২০১৮ পর্যন্ত গঙ্গাসাগর মেলা। তীর্থযাত্রীদের নিরাপত্তার পাশাপাশি বিমার আওতায় নিয়ে আসার কথাও আলোচনা হয় এদিন বৈঠকে।

১১/১২/২০১৭

নব গঠিত পশ্চিম বর্ধমান জেলায় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রথম সফরে এলেন। এদিন কাঁকসায় এক সরকারি অনুষ্ঠানে বেশ কয়েকটি নতুন প্রকল্পের উদ্‌বোধন করার পাশাপাশি পরিকাঠামো উন্নয়ন, পানীয় জল সরবরাহ, স্বাস্থ্য, স্বনির্ভর প্রকল্পসহ বেশ কয়েকটি জনকল্যাণকর প্রকল্পের সূচনা করেন মুখ্যমন্ত্রী। এদিন তিনি ঘোষণা করেন এই অঞ্চলের মানুষের দীর্ঘ দিনের দাবি ও স্বপ্ন - অজয় নদের উপর সেতু, সেই স্বপ্ন সত্যি করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। কিছু দিনের মধ্যেই সেতু নির্মাণের কাজ শুরু হবে। এদিন মুখ্যমন্ত্রী স্থানীয় মানুষের হাতে বিভিন্ন পরিষেবা তুলে দেন।

১২/১২/২০১৭

জেলা সফরে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী। আজ পুরুলিয়ার কোটশিলায় এক প্রশাসনিক-পর্যালোচনা বৈঠকে জেলার উন্নয়নের গতি নিয়ে সরেজমিনে আলোচনা করেন। এর পর তিনি স্থানীয় মানুষের হাতে নানা সরকারি পরিষেবা তুলে দেন। এদিন একটি কারখানার উদ্‌বোধন করে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় পুরুলিয়ায় আরও শিল্প আসছে বলে জানান। এছাড়া বহুসংখ্যক সরকারি প্রকল্পের সূচনা ও শিলান্যাস করেন তিনি। পরিকাঠামো উন্নয়ন, স্বাস্থ্য, শিক্ষাসহ প্রচুর কর্মসংস্থানের সুযোগ রয়েছে এমন নানা প্রকল্প এবং জেলার সার্বিক উন্নয়নের চিত্র তুলে ধরার পাশাপাশি মুখ্যমন্ত্রী জানান যে এই এলাকার জনজাতি মানুষের সার্বিক উন্নতিই সরকারের লক্ষ্য। ইতিমধ্যে কুর্মী উন্নয়ন ও সাংস্কৃতিক পর্ষদ গঠন করা হয়েছে। এই পর্ষদের প্রধান কার্যালয় হবে পুরুলিয়ায় এবং বিশেষ কার্যালয় হবে ঝাড়গ্রামে।

১৩/১২/২০১৭

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উদ্যোগে আজ থেকে ৫ বছর আগে শুরু হয় প্রতিযোগিতামূলক বার্ষিক ক্রীড়ানুষ্ঠান, 'জঙ্গলমহল কাপ'। প্রতি বছরের মতো এ বছরও 'জঙ্গলমহল কাপে'র পুরষ্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে বাঁকুড়ার ইন্দপুরে উপস্থিত ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। জঙ্গলমহলের তরুণদের খেলাধূলায় উৎসাহিত করার লক্ষ্যেই এই উদ্যোগ। ফুটবল, কাবাডি, তীরন্দাজি, ছৌ এবং আরও বিভিন্ন ক্ষেত্রে পারদর্শিতার স্বীকৃতি দেয় এই জঙ্গলমহল কাপ। পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, খেলাধূলার পাশাপাশি শিক্ষা, সংস্কৃতিতেও সমান দক্ষতার পরিচয় দিচ্ছে জঙ্গলমহলের মানুষ। রাজ্যব্যাপী বন্যপ্রাণ দিবস পালনের সূচনা করেন তিনি। এদিনের অনুষ্ঠান মঞ্চ থেকে একগুচ্ছ প্রকল্পের সূচনা করেন মুখ্যমন্ত্রী এবং সাধারণ মানুষের হাতে বেশ কিছু পরিষেবাও তুলে দেন তিনি।

১৪/১২/২০১৭

জেলা সফরে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আজ বাঁকুড়ার খাতরায় এক সরকারি পরিষেবা প্রদান অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। দিনের অনুষ্ঠানে মুকুটমণিপুরের পর্যটনকে আরো আকর্ষণীয় করে তুলতে ঢেলে সাজানোর উদ্যোগের সূচনা করা হয়। নানান ধরণের সৌন্দর্য বৃদ্ধির প্রকল্পের মধ্যে মুকুটমণিপুর পর্যটক আবাসকে অত্যাধুনিক করে তোলা ও ঘরের সংখ্যাবৃদ্ধি, আলো-শব্দের মাধ্যমে পরিবেশকে আরও মনোরম করে তোলা, নতুন বেশ কয়েকটি পর্যটক আবাস, পথ আলোর সৌন্দর্য বৃদ্ধি ও উচ্চ বাতিস্তম্ভ স্থাপন, ল্যান্ডস্কেপের সৌন্দর্য বৃদ্ধি, মুকুটমণিপুর জলাধারের নৌকাবিহার সংক্রান্ত সুরক্ষা ব্যবস্থার সূচনা ইত্যাদি। এদিন মুখ্যমন্ত্রী বলেন যে বাঁকুড়া জেলায় সরকার অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে পানীয় জল সরবরাহ কেন্দ্র, স্বাস্থ্য, বিদ্যুৎ পরিষেবার ক্ষেত্র বৃদ্ধি, পর্যটন, স্থানীয় মানুষের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে নানান প্রকল্প, কর্মসংস্থান এবং সামগ্রিক উন্নয়নের কাজ করে

চলেছে। আগামীদিনে এই কাজে আরও গতি আনার উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে, ফলে দেশের মধ্যে একদা অন্যতম পিছিয়ে পড়া জেলা বাঁকুড়া ক্রমশ উন্নতির পথে হাঁটছে, আরো উন্নতি হবে। এরাজ্যের জঙ্গলমহল একদিন উন্নয়নের মডেল হয়ে উঠবে বলে আশা প্রকাশ করেন তিনি।

১৬/১২/২০১৭

সাধারণ মানুষের স্বার্থে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এদিন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী অরুণ জেটলিকে চিঠি লিখে প্রস্তাবিত ' ফিনান্সিয়াল রেজিলিউশন ডিপোজিট ইনস্যুরেন্স বিল, ২০১৭' কে সরাসরি জনবিরোধী ও দানবীয় আখ্যা দিয়ে বলেছেন যে এই সাধারণ মানুষের কষ্টার্জিত টাকার ভবিষ্যৎ নিয়ে ছিনিমিনি খেলার চেষ্টা বন্ধ হোক। কেন্দ্রীয় সরকার যেন এই 'এফআরডিআই-২০১৭' বিল পাশ করানোর আদৌ উদ্যোগ না নেয়। এই বিল পাশ হলে সাধারণ মানুষ চরম বিপদগ্রস্ত হবেন এবং দেশের আর্থিক ব্যবস্থা ভেঙে পড়বে। অবিলম্বে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী যে যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করে এই বিল পাশ করানোর থেকে বিরত হন এবং বিলটিকে ফিরিয়ে নেবার যথাযথ ব্যবস্থা করেন।

১৯/১২/২০১৭

সাধারণ মানুষের সুবিধার্থে অগ্নি সুরক্ষায় ও রাজ্য পরিবহণে আরও গতির সঞ্চার। এদিন নবান্ন থেকে রাজ্যজুড়ে ৭৭টি রুটে মোট ১৫০টি বাসের শুভ যাত্রার সূচনা করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এই বাসগুলির মধ্যে কিছু বাস শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত। কলকাতার পার্শ্ববর্তী জেলার প্রত্যন্ত অঞ্চলের সঙ্গে নবান্ন পর্যন্ত এবং উত্তর ও দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন নতুন/ পুরনো রুটে বাস চালু ও সংখ্যাবৃদ্ধির ফলে নিশ্চিত ভাবেই সাধারণ মানুষ আরও উপকৃত হবেন। এছাড়া এদিন ১১৭টি অগ্নি নির্বাপক যন্ত্রাদি-সহ দমকলের গাড়ীর শুভ সূচনা করেন মুখ্যমন্ত্রী।

২১/১২/২০১৭

মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়র নেতৃত্বে নবগঠিত তপশিলি জাতি উপদেষ্টা কাউন্সিলের প্রথম বৈঠক অনুষ্ঠিত হল নবান্নে। মুখ্যমন্ত্রী জানান যে বড় সংখ্যায় জনপ্রতিনিধি ও বিশেষজ্ঞদের নিয়ে এই ধরণের কাউন্সিল এদেশে প্রথম গঠিত। প্রতি ৬ মাস অন্তর বৈঠক করে তপশিলি জাতিভুক্ত মানুষের সার্বিক উন্নয়নের তদারকি করবে এই কাউন্সিল। তপশিলি জনজাতির জন্য উপদেষ্টামণ্ডলী আগেই গঠিত হয়েছিল। আগামীদিনে ওবিসি কাউন্সিল গঠন করতে চলেছে রাজ্য সরকার। তপশিলি জাতি, জনজাতি ও অন্যান্য অনগ্রসর মানুষের জন্য ইতিমধ্যেই বিভিন্ন জনহিতকর প্রকল্প চালু রয়েছে। রাজ্যের বিপুল সংখ্যক তপশিলি জাতিভুক্ত মানুষের অভাব অভিযোগের দ্রুত ও কার্যকরী সমাধানের জোরদার চেষ্টা চালাচ্ছে রাজ্য সরকার।

নোটবন্দি আসলে ডেমো ডিজাস্টার: মুখ্যমন্ত্রী

পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জী, নোটবন্দিকে অভিহিত করলেন 'ডেমো ডিজাস্টার' বলে। ৮ নভেম্বর তারিখে নোটবন্দী-র প্রথম বর্ষপূর্তিতে তিনি বিষয়টিকে একটি 'বড়ো কারচুপি' বলে উল্লেখ করেন এবং দিনটিকে ভারতের ইতিহাসে একটি 'কালা দিবস' বলেন। ট্যুইটার হ্যান্ডেলে ওই দিন তাঁর ছবিটিকে কালো করে দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী লেখেন "এই 'ডেমো ডিজাস্টার'-এর কারণে আজ আমি আমার ট্যুইটার ডিসপ্লে পিকচারটিকে বন্ধ করে রাখলাম।"

তাঁর ফেসবুক পোস্টেও মুখ্যমন্ত্রী বিষয়টিকে 'বড়ো কারচুপি' বলে বলেন, এটি ঘোষণার কারণ ছিল কালো টাকাকে সাদা করার অসাধু উদ্দেশ্যকে মদত দেওয়া। তিনি বলেন "নোটবন্দি একটি বড়ো কারচুপি, আমি আবার বলছি নোটবন্দি একটি বড়ো কারচুপি। পূর্ণাঙ্গ তদন্ত হলেই এই কারচুপি প্রমাণ হত।" তিনি স্মরণ করিয়ে দেন ব্যাংকে রাখা নিজের টাকাতেও মানুষের কোনও অধিকার ছিল না এমনকি বিপদ-আপদেও না। তিনি বলেন "সাধারণ মানুষের ওপর অকারণে যে যন্ত্রণা চাপিয়ে দেওয়া হয়েছিল তা আজও আমাদের স্মৃতিতে টাটকা। তিনি অভিযোগ জানান "নোটবন্দির কারণ কালো টাকার বিরুদ্ধে লড়াই নয়, বরং ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলের কালো টাকাকে সাদা করার অসাধু উদ্দেশ্যেই এটা করা হয়েছিল।"

২৭/১২/২০১৭

দক্ষিণ ২৪ পরগণায় সাগরদ্বীপ পরিদর্শনকালে, কাকদ্বীপের রুদ্রপুরে কৃষি মেলার উদ্‌বোধন করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এই কৃষিমেলার মঞ্চ থেকে তিনি সাম্প্রতিক কালে বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের হাতে ক্ষতিপূরণের চেক তুলে দেন। এদিন মুখ্যমন্ত্রী ঘোষণা করেন মুড়িগঙ্গা নদীর উপর সেতু নির্মাণের কাজ খুব শিগ্রিই শুরু হবে। মূল ভূখণ্ডের সঙ্গে সাগরদ্বীপের যোগাযোগ এবং পর্যটনের উন্নতি হবে। মুখ্যমন্ত্রী অনুষ্ঠান মঞ্চ থেকেই মুখ্যসচিবকে নির্দেশ দেন সাগরদ্বীপের 'ভোরসাগর' ও 'রূপসাগর'-কে পর্যটকদের কাছে আকর্ষণীয় করে গড়ে তোলার জন্য যাবতীয় প্রশাসনিক পদক্ষেপ করার জন্য। এরপরে তিনি ভারত সেবাশ্রম সংঘে যান সৌজন্য সাক্ষাতে। তারপর গঙ্গাসাগর মেলা চত্বরে যান আসন্ন মেলার বিভিন্ন প্রস্তুতির কাজ সরাসরি পর্যবেক্ষণ করেন।

২৯/১২/২০১৭

দীর্ঘ ৪৩ বছর বাদে কলকাতায় ভারতীয় ইতিহাস কংগ্রেস-এর অধিবেশন। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের তত্ত্বাবধানে নজরুল মঞ্চে আয়োজিত ইতিহাস কংগ্রেসের ৭৮ তম অধিবেশনে উপস্থিত ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এদিন মুখ্যমন্ত্রী যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে ১০০ কোটি টাকা বরাদ্দ ঘোষণা করেন উচ্চ শিক্ষার উৎকর্ষ কেন্দ্র হিসাবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে। এছাড়া তিনি যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন ক্ষেত্রে উন্নতি সাধনের জন্য ৫ কোটি টাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের হাতে তুলে দেন। মুখ্যমন্ত্রী এদিন ঘোষণা করেন রাজ্য সরকার 'হিস্ট্রি রেকর্ড কমিশন' তৈরি করার উদ্যোগ নিচ্ছে, এর আগে কোনও রাজ্য এই উদ্যোগ নেয়নি। এই প্রসঙ্গে তিনি বলেন সাম্প্রতিক কালে কিছু মানুষ দেশের ইতিহাসকে বিকৃত করে অস্থিরতা তৈরি করছে। এর বিপরীতে সঠিক তথ্য নির্ভর ইতিহাসের সংরক্ষণ তাই আজ খুবই জরুরি কর্তব্য।

০২/০১/২০১৮

মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় পূর্ব বর্ধমান জেলার 'মাটি তীর্থ-কৃষি কথা' প্রাঙ্গণে 'মাটি উৎসব – ২০১৮' –র শুভ সূচনা করলেন। মাটির সাথে মানুষের অস্তিত্ব মিলে মিশে আছে, জীবনধারণ থেকে জীবন যাপনে মিশে আছে মাটি! মাটি ছাড়া সভ্যতা অচল। এই ভাবনাকে মাথায় রেখে ২০১৩ সালে শুরু মাটি উৎসব। কৃষি ও কৃষি বিষয়ক বিভিন্ন ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদানের জন্য 'কৃষক সম্মান' প্রদান করেন। এছাড়া কন্যাশ্রীর সেই সকল মেয়েদের পুরস্কৃত করেন, যারা বাল্যবিবাহ রোধে বিশেষ ভূমিকা নিয়েছে। এদিন পূর্ব ও পশ্চিম বর্ধমানকে নির্মল জেলা হিসাবে ঘোষণা করেন। এইদিনের অনুষ্ঠান মঞ্চ থেকে মুখ্যমন্ত্রী বেশ কিছু জনকল্যাণমুখী প্রকল্পের সূচনাও করেন।

ফটোফিচার

Foundation stone laying of
Ramakrishna Mission Ashrama
SATYABAN PALLY, JHARGRAM, WEST BENGAL 721507
ON 11TH OCTOBER 2017, WEDNESDAY

ঝাড়গ্রামে মুখ্যমন্ত্রী

ঝাড়গ্রাম

বাঁকুড়া সফরে মুখ্যমন্ত্রী

২৩তম

কলকাতা

আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব

ভারতের সাংস্কৃতিক রাজধানীতে চলচ্চিত্র উৎসবের উদ্‌বোধন অনুষ্ঠান প্রতি বছরই আরও বেশি করে নক্ষত্রচ্ছটায় উজ্জ্বল হয়ে উঠছে। ক্যামেরাবন্দি হচ্ছে দুর্লভ সব মুহূর্ত। তারই কয়েকটি তুলে ধরা হল 'পশ্চিমবঙ্গ'-র পাতায়।

Kolkata International Film Festival
November, 2017

৬৯তম সাধারণতন্ত্র দিবস উদ্‌যাপন

রেড রোড-এর অনুষ্ঠানে
রাজ্যপাল ও মুখ্যমন্ত্রী

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বার্ষিক সমাবর্তন অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রীকে সাম্মানিক ডি-লিট প্রদান। ১১ জানুয়ারি, ২০১৮

বঙ্গদর্শন

জন্মসার্ধশতবর্ষে ভগিনী নিবেদিতা

ভগিনী নিবেদিতার
জন্ম সার্ধশতবর্ষ উপলক্ষে এই সংখ্যায়
প্রকাশিত হল কয়েকটি নিবন্ধ।

বাগবাজারের এই বাড়িতেই ভগিনী নিবেদিতা প্রথম তাঁর বিদ্যালয় শুরু করেছিলেন। থাকতেন এই বাড়িতেই, সংস্কারের পর সম্প্রতি যা নবরূপে সজ্জিত।

অধিগ্রহণের পর নবরূপে নিবেদিতার কলকাতার বাড়ির দ্বারোদঘাটন অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ২৩ অক্টোবর, ২০১৭।

ভগিনী নিবেদিতার
১৫০ তম জন্মজয়ন্তী

ভগিনী

সাংবাদিক ভগিনী নিবেদিতার সংগ্রাম

স্বপন মুখোপাধ্যায়

শিকাগো ধর্মমহাসভায় স্বামী বিবেকানন্দের ঐতিহাসিক বক্তব্য কেবল ধর্মমহাসভায় উপস্থিত শ্রোতৃমণ্ডলীর উপরে গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিল এমনটি নয়। সমস্ত আমেরিকায়, ইউরোপে এবং ভারতেও সেই বিপুল তরঙ্গের আঘাত এসে আছড়ে পড়ে। কিন্তু কীভাবে? নিঃসন্দেহে আমেরিকার সংবাদমাধ্যমের কার্যকর ভূমিকায় এ কাজ সম্ভব হয়েছিল। The New York Heard-এর প্রতিবেদনে আমেরিকার ধর্মপ্রাণ সমাজের উপর এমন প্রভাব পড়ল যে সবার মনে এই প্রশ্ন জেগে উঠল যে ভারতবর্ষে ধর্ম রপ্তানির প্রয়োজন, না ভারত থেকে ধর্ম আমদানি করা প্রয়োজন। তবে মিশনারিদের দ্বারা প্রচারিত পত্র-পত্রিকায় স্বামীজির বিরুদ্ধে কুৎসাও কম প্রচারিত হয়নি। মূল কথা স্বামীজি উপলব্ধি করেছিলেন সংবাদপত্রের প্রভাব কত গুরুত্বপূর্ণ। সেকথা তিনি তাঁর শিষ্য আলাসিঙ্গা পেরুমলকে জানিয়েছেন, বারবার লিখেছেন তাঁর গুরুভাইদের। স্বামীজির কাছে এই উপলব্ধি নতুন হলেও, তাঁর মানসকন্যা নিবেদিতা কিন্তু এ কথা বাল্যকাল থেকেই বুঝেছেন এবং যখনই সুযোগ পেয়েছেন সংবাদপত্রকে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করেছেন। এই কারণেই ভারতবর্ষের সাংবাদিকতার পিতামহ রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় নিবেদিতাকে 'জন্ম-সাংবাদিক' বলেছেন। নিবেদিতা আর রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের মধ্যে গভীর আস্থা ও শ্রদ্ধার সম্পর্ক ছিল। রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় ব্রাহ্ম আর ব্রাহ্মরাই ভারতে তাঁর গুরুর তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বী। অথচ নিবেদিতা রামানন্দের সততা, জ্ঞান ও আদর্শবোধের প্রতি এতটাই শ্রদ্ধাশীলা ছিলেন যে তাঁর অসংখ্য

রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়

লেখা, সমালোচনা, প্রতিবেদন প্রবাসী ও মডার্ন রিভ্যুউতে ছাপাবার পূর্বে তা যথেচ্ছ সম্পাদনা করবার একমাত্র অধিকার রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়কে দিয়েছিলেন।

নিবেদিতার সময় 'স্টেটস্‌ম্যান' পত্রিকা ছিল সম্পূর্ণ ইংরেজদের মুখপত্র। অন্যদিকে এই পত্রিকার সম্পাদক Samuel Kerkham Radcliffe ছিলেন নিবেদিতার একান্ত গুণগ্রাহী ও বন্ধু। স্বাধীনতাকামী ভারতীয়দের অন্যতম শক্তিকেন্দ্র নিবেদিতার বহু বই-এর ভূমিকাও লিখেছেন তিনি। নিবেদিতার অসাধারণ সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ সমৃদ্ধ Web of Indian life বইটি সম্পর্কে S. K. Radcliffe বলেছিলেন এমন একখানি বই প্রাচ্য সম্পর্কে ইংল্যান্ডে বা আমেরিকায় প্রকাশিত হয়নি। ১৯০৫ সালে বেনারস কংগ্রেসে স্টেটস্‌ম্যানের করেস্‌পন্ডেন্ট হয়ে কাজ করলেও পর্দার আড়াল থেকে কংগ্রেসের নরমপন্থী ও চরমপন্থীদের মধ্যে মিলন ঘটাতে নিবেদিতাই সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেন। অথচ বাইরে ছিল সাংবাদিকের ছদ্মবেশ। শুধু তাই নয়, মিঃ র‍্যাডক্লিফের কাছ থেকে বহু গোপন সংবাদ আগে থেকে পেয়ে তিনি বিপ্লবীদের অনুগামী সভ্যদের সতর্ক করে দিতেন। এইভাবেই অরবিন্দ ঘোষ, ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত নিবেদিতার সতর্কীকরণের জন্যই পুলিশের হাত থেকে গ্রেপ্তার হতে হতে বেঁচে যান।

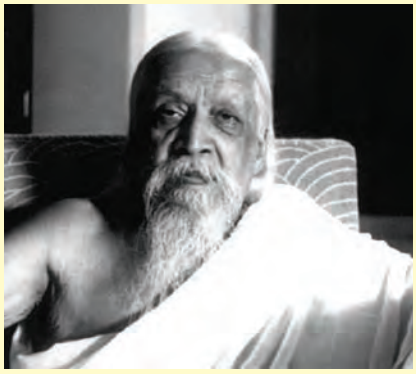
ঋষি অরবিন্দ

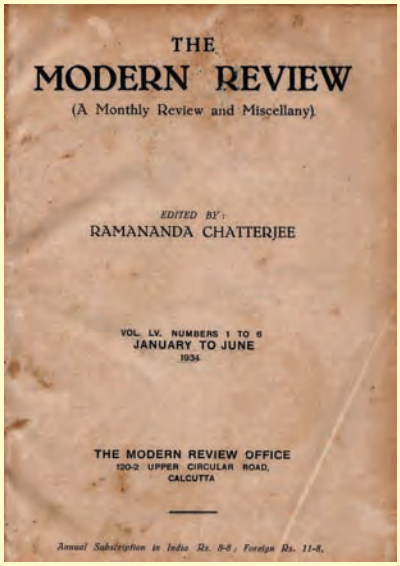

ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত

নিবেদিতাই আমেরিকা ও ইংল্যান্ডে পত্র-পত্রিকার মাধ্যমে নামে এবং বেনামে নানা রচনা প্রকাশ করে বিবেকানন্দের বিরুদ্ধে মিথ্যা আর কুৎসামূলক প্রচারের যোগ্য জবাব দেন। ভারতবর্ষে এসেই তিনি একদিকে যেমন বক্তৃতা দিয়ে তাঁর যোদ্ধৃরূপের পরিচয় দেন তেমনি পত্র-পত্রিকায় অবিরাম রচনা প্রকাশ করে ভারতীয় সনাতনধর্মী, স্বামী বিবেকানন্দ ও শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণের ভাব ও আদর্শ ছড়িয়ে দিতে থাকেন।

১৮ই ফেব্রুয়ারি, ১৮৯৯ স্টেটস্‌ম্যান পত্রিকার সম্পাদকীয় পাতায় একটি রচয়িতার নামহীন লেখা প্রকাশিত হয়। পরে নিবেদিতার চিঠির সূত্রে প্রমাণিত হয় যে লেখাটি তাঁর। দুই কলমে

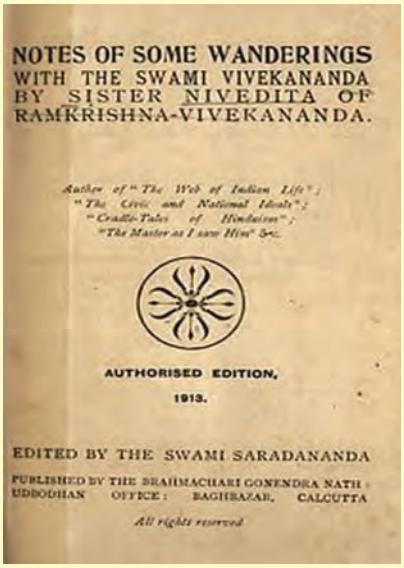
NOTES OF SOME WANDERINGS
WITH THE SWAMI VIVEKANANDA
BY SISTER NIVEDITA OF
RAMKRISHNA-VIVEKANANDA.

Author of "The Web of Indian Life";
"The Civic and National Ideals";
"Cradle-Tales of Hinduism";
"The Master as I saw Him" &c.

AUTHORISED EDITION,
1913.

EDITED BY THE SWAMI SARADANANDA

PUBLISHED BY THE BRAHMACHARI GONENDRA NATH:
UDBODHAN OFFICE: BAGHBAZAR, CALCUTTA

All rights reserved

প্রকাশিত রচনাটি ম্যাক্সমুলারের গ্রন্থ 'Ramakrishna : His life and sayings'—এর সমালোচনা। প্রশ্ন হল রচনাটিতে নিবেদিতার নাম ছিল না কেন? ছিল না তার কারণ নিবেদিতার নাম থাকলে সম্ভবত লেখাটি ছাপাই হত না। অথবা, যদি ছাপা হত তবে ধরে নেওয়া হত বিবেকানন্দ শিষ্যা নিবেদিতা তো এমনধারা একপেশে মত প্রকাশ করতেই পারেন। নিবেদিতা ম্যাক্সমুলারের সমালোচনা লেখার সময় খুব 'ব্যালেন্সড্ ওপিনিয়ন' দিয়েছিলেন যাতে সাধারণভাবে মনে হবে কোনো ইংরেজ নিরপেক্ষভাবে তাঁর মত প্রকাশ করেছেন। নিবেদিতা অকাট্য যুক্তি দিয়ে দেখালেন যে ম্যাক্সমুলার 'দি রিয়েল মহাত্মন্' প্রবন্ধে যে মত প্রকাশ করেছেন আলোচ্য বই-এ তার থেকে এতটাই সরে এসেছেন যে তিনি স্ববিরোধিতায় ভুগছেন। এই ব্যাখ্যার মধ্য দিয়ে নিবেদিতা ঠাকুর রামকৃষ্ণকে যথাযথভাবে তুলে ধরার পূর্ণ সুযোগ নিলেন।

'এমপ্রেস'-এ প্রকাশিত সেই বিখ্যাত ছবি

ভারতবর্ষে এসেই নিবেদিতা মার্চ ১৮৯৮-এ An English Woman এই ছদ্মনামে ''এমপ্রেস্''—এ Life in the Native Quarter নামে একটি প্রবন্ধ লেখেন। ''এমপ্রেস্'' তখন কলকাতার একটি বিখ্যাত অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান সাময়িকপত্র। এই প্রবন্ধটিতে কয়েকটি ছবি ছিল এবং সেই ছবি থেকে নিবেদিতার কলকাতার একেবারে প্রথমদিকের বাসস্থানের ছবিও পাওয়া যায়। এর ছবির মধ্যে একটি ছবি আছে যেখানে নিবেদিতা দাঁড়িয়ে এবং চারজন ছাত্রী বসে, একজন দাঁড়িয়ে। একজন ছাত্রীর পাশে একটি শিশু রয়েছে যাকে ছাত্রীটি জড়িয়ে ধরে আছে।

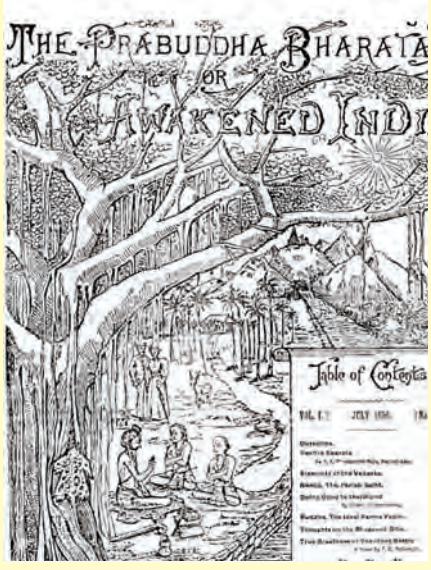
THE PRABUDDHA BHARATA
OR
AWAKENED INDI
Table of Contents

নিবেদিতার একটি গুরুত্বপূর্ণ বই Notes of some wanderings with the Swami Vivekananda. বইটি যদিও স্বামী সারদানন্দের সম্পাদনায় নিবেদিতার মৃত্যুর পর প্রকাশিত হয়, এই রচনাটি ধারাবাহিকভাবে নিবেদিতা মাদ্রাজের 'ব্রহ্মবাদিন্' পত্রিকাতে প্রথম প্রকাশ করেন। এই অসামান্য রচনাটির মধ্যে যেমন বিবেকানন্দের ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কে অপূর্ব তথ্যপূর্ণ এবং নিবেদিতার বাস্তব অভিজ্ঞতাসঞ্জাত বর্ণনা রয়েছে তেমনি এই রচনায় আবিষ্কৃত হয়েছে ঐতিহ্যমণ্ডিত ভারতবর্ষের অতীত ও বর্তমান। নিবেদিতার চোখ দিয়ে আমরা আমাদের দেশকে নতুন করে চিনলাম। এই রচনাটি যখন প্রকাশিত হচ্ছে

মায়াবতী আশ্রম

তখনই যেন নতুন ভারতবর্ষ এবং তার ঘনীভূতরূপ বিবেকানন্দ আবিষ্কৃত হলেন। স্বামী বিবেকানন্দের অনুগামীরা স্বামীজির নির্দেশে মাদ্রাজ থেকে ১৮৯৬ সালে *প্রবুদ্ধ ভারত* বা Awakened India নামে (বিবেকানন্দের দেওয়া নাম) ইংরেজিতে একটি পত্রিকা প্রকাশ করতে শুরু করেন। পরে ১৮৯৮-এর জুন মাস থেকে পত্রিকাটি আলমোড়ার মায়াবতী আশ্রম থেকে স্বামী স্বরূপানন্দের সম্পাদনায় প্রকাশের আয়োজন হয়। নিবেদিতা স্বামী স্বরূপানন্দের বিশেষ সহায়ক ছিলেন। আগস্ট মাসে প্রথম কলকাতায় পত্রিকা ছাপানো হয় এবং স্বামী বিবেকানন্দ প্রথম সংখ্যার জন্য to the Awakened India নামে কবিতাটি লেখেন। নিবেদিতা মনপ্রাণ ঢেলে এই পত্রিকাটিকে একটি আদর্শ পত্রিকা হিসেবে প্রকাশ করবার জন্য নানাভাবে পরিকল্পনা করতে থাকেন। ১৯০৬ সালে স্বামী স্বরূপানন্দ মাত্র ৩৫ বছর বয়সে দেহ রাখলেন। তখন নিবেদিতা এই পত্রিকার সম্পাদনার অনেক কাজের দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নেন। নিবেদিতা পত্রিকার গুরুত্ব এবং প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে প্রথম যৌবন থেকেই সচেতন ছিলেন। প্রবুদ্ধ ভারতের মতো প্রিয় পত্রিকাটিকে সুন্দর করে সাজিয়ে প্রকাশ করবার জন্য তাঁর চেষ্টার ত্রুটি ছিল না। নিজে প্রবুদ্ধ ভারতে "Occasional Notes" শিরোনামে বহু রচনা প্রকাশ করেন। পরবর্তীকালে তা বই হয়ে প্রকাশ পায়। নিবেদিতার যে বইটি চিরায়ত আধ্যাত্মিক-সাহিত্য-সম্পদ হিসেবে সর্বজন স্বীকৃত সেই The Master As I Saw Him বইটিও প্রথমে ধারাবাহিকভাবে প্রবুদ্ধ ভারতে প্রকাশিত হতে থাকে।

নিবেদিতাকে নিয়ে পত্র-পত্রিকায় প্রবল আলোচনার সূত্রপাত, নিবেদিতা ভারতবর্ষে আসার এক বছরের মধ্যেই। নিবেদিতাও এই আলোচনাতে

ইন্ধন জোগাতে চেয়েছেন। তাঁর প্রতি সমালোচনার তির ছুড়লে তিনিও তির ছুড়তে প্রস্তুত হয়েছেন। কখনও নামে, কখনও বেনামে, কখনও বিনা নামে। কিন্তু সংবাদপত্র ও সাময়িকপত্রকে তিনি সর্বদাই কাজে লাগাতে চেয়েছেন। ভারতে এবং ভারতের বাইরে কালীমূর্তি এবং কালীপূজা নিয়ে হিন্দুদের বিরুদ্ধে প্রবল সমালোচনা। এমনকি হিন্দুদের মধ্যেও যাঁরা নিজেদের প্রগতিশীল মনে করেন তাঁরাও কালীর মূর্তি, কালীপূজা সংক্রান্ত আচার-আচরণ, বিধি-প্রকরণ, বলিদান প্রভৃতির বিরুদ্ধে সোচ্চার ছিলেন। স্বয়ং বিবেকানন্দ ঠাকুর রামকৃষ্ণের সংস্পর্শে আসবার আগে কালীমূর্তিকে ঘৃণাই করতেন। বিবেকানন্দ নিবেদিতার কাছে অকপটে সেকথা স্বীকার করেছেন। আবার এই বিবেকানন্দের কাছ থেকেই অদ্বৈত বেদান্ত শিক্ষার পাশপাশি কালীমূর্তির মাহাত্ম্য সম্পর্কে নিবেদিতা পূর্ণ জ্ঞান লাভ করেন। নিবেদিতার সাফল্য সম্পর্কে স্বামীজির একটু দ্বিধা থাকলেও তিনিই নিবেদিতাকে সাহস জোগান এবং তাঁর উপর ভরসা করে নিবেদিতা বক্তৃতায় ও লেখায় জোরের সঙ্গে প্রমাণ করার চেষ্টা করেন, কালীপূজা কোনও কুসংস্কারের বশবর্তী অর্বাচীনের মূর্তিপূজা মাত্র নয়। নিবেদিতা জানতেন, তিনি এ সম্পর্কে মুখ খুললে বা কলম ধরলে সমালোচনার বন্যা বয়ে যাবে। তাই নিবেদিতা চাইছিলেন যাতে তাঁর বক্তব্য প্রচারের তীব্র আলোর বৃত্তের মধ্যে এসে সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এই কারণে ১৩ই ফেব্রুয়ারি ১৮৯৯ অ্যালবার্ট হলে কালীবিষয়ক আলোচনা করেও তিনি আবার কালীঘাট মন্দিরে ২৮শে মে ১৮৯৯ বক্তৃতা করেন। এ বিষয়ে নিবেদিতা যতখানি পেরেছেন সংবাদপত্র এবং সাময়িকপত্রকে ব্যবহার করেছেন। তারপর তাঁর বক্তব্য পুস্তিকাকারে প্রকাশ করেছেন।

কালীপূজা যে হিন্দুদের নিম্নতর প্রবৃত্তির একটা উন্মাদনা নয়, তা নিবেদিতাই যুক্তি দিয়ে, নিজের প্রখর জ্ঞান ও অনুসন্ধিৎসালব্ধ গবেষণার মাধ্যমে ভারতে সুপ্রতিষ্ঠিত করলেন। নিবেদিতার মধ্যে সাংবাদিকতার গুণ না থাকলে তিনি বিষয়টিকে এমন প্রচারের আলোয় নিয়ে আসতে পারতেন না। সেদিন তাঁর সপক্ষে খুব বেশি মানুষ সোচ্চার হয়ে এগিয়ে আসেননি। বিরোধী দলই ছিল ভারী। কিন্তু নিবেদিতার যোদ্ধৃ মনোবৃত্তি, সাহস ও কলমের জোর তাঁকে জয় এনে দিয়েছিল। সে-সময়ের এমন কোনও পত্র-পত্রিকা ছিল না, যেখানে বিষয়টি নিয়ে পক্ষে-বিপক্ষে আলোচনা হয়নি।

মহেন্দ্রলাল সরকার

পণ্ডিত চিকিৎসক মহেন্দ্রলাল সরকার মনে করতেন, কারও কালীঘাটে যাওয়া বা কালীদর্শন করা উচিত নয়। তিনি ক্ষুব্ধ হয়ে নিবেদিতাকে বলেছিলেন, 'আমরা এইসব কুসংস্কার দেশ থেকে তাড়াবার চেষ্টা করছি, আর তোমরা বিদেশিরা আবার সেই সব প্রচার করতে উঠে-পড়ে লেগেছ।' (নিবেদিতা লোকমাতা/ শঙ্করীপ্রসাদ বসু, ১ম খণ্ড পৃ: ৩০৩। অমৃতবাজার পত্রিকায় যে রিপোর্ট এবং চিঠিপত্র প্রকাশিত হয় তাতে নিবেদিতার নিন্দাই ছিল বেশি। কিন্তু বিস্ময়করভাবে 'ইন্ডিয়ান মিরর' পত্রিকা নিবেদিতার প্রশংসা করে। ভাবা হয়েছিল 'ইন্ডিয়ান মিরর' নিশ্চয় নিবেদিতাকে আক্রমণ করবে, কিন্তু বাস্তবে তারা ১৮ ফেব্রুয়ারি লিখল :

'The lecture on Kali-worship which Sister Nivedita (Miss M Noble), the English lady disciple of Swami Vivekananda, delivered on last Monday at the Albert Hall, was a great success from an orthodox point of view. As it was a novel thing to hear an English lady speaking in support of Kali-worship, people mustered in large numbers, and her explanation which was a most rational and philosophical one, was all that could be expected from a foreigner on a subject which was so serious and sacred for explanation in a public meeting. We are glad to note that the lecture was free from orthodoxy, and bigotry and it was the pure and rationalistic side of the Kali-worship that the lecturess advocated. To her Kali-worship signified Motherhood of God...'

ইন্ডিয়ান মিরারের মতো সুখ্যাত পত্রিকা নিবেদিতার বক্তৃতার প্রশংসা করায় নিঃসন্দেহে নিবেদিতা ভারতের প্রাচীন ধর্ম ও সনাতন সংস্কৃতি সম্পর্কে প্রচার করার যে ব্রত নিয়েছিলেন, সে কাজে তাঁর পক্ষে অগ্রসর হওয়া সহজ হল। একথাও ঠিক বহু পত্রিকা নিবেদিতাকে আক্রমণাত্মক নিন্দা করেছিল—তা অপ্রত্যাশিতও ছিল না। কিন্তু সাংবাদিকতার জগতের সঙ্গে নিবিড় সম্পর্ক রেখে চলার ফলে নিবেদিতা নির্ভীকভাবে নিজের ব্রতে অবিচল থাকতে পেরেছেন। প্রতিটি সমালোচনার একটা পাল্টা জবাবও পাওয়া গেছে।

নিবেদিতা ১৯০২ সালে স্বামী বিবেকানন্দের তিরোধানের পর থেকেই বাংলার রাজনৈতিক আন্দোলন, গুপ্ত সমিতি, বিপ্লবী সংগঠন এদের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে চলতেন। সবাইকেই তিনি প্রচারের মাধ্যমে জনজাগরণের জন্য উদ্বুদ্ধ করতে থাকেন। এই প্রচারের কাজে উৎসাহ দিতে তিনি অনেককেই পত্রিকা প্রকাশ ও প্রচারের উপর গুরুত্ব দিতে বলেন। যাঁরা পত্রিকা প্রকাশ করতেন তাঁদের প্রত্যক্ষভাবে সাহায্য করবার জন্য নিবেদিতা এগিয়ে আসেন। সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের 'ডন সোসাইটি'র পত্রিকা 'ডন' স্বদেশি আন্দোলনে যাতে কার্যকর ভূমিকা নিতে পারে তার জন্য এই পত্রিকায় তিনি নিজে ভারতীয় জাতীয়তাবাদ, অর্থনীতি, সমাজতত্ত্ব, শিক্ষা ও ইতিহাস সম্পর্কে নানা প্রবন্ধ লেখেন।

জগদীশচন্দ্র বসু

রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় যখন সিদ্ধান্ত নিলেন যে ইংরেজি পত্রিকা Modern Review প্রকাশ করবেন তখন তাঁর মনে সন্দেহ ছিল যে তিনি ভাল লেখা সংগ্রহ করতে পারবেন কিনা। তিনি আচার্য জগদীশচন্দ্রের শরণাপন্ন হন এবং তাঁর পরামর্শ চান। জগদীশচন্দ্র তাঁকে নিবেদিতার কথা বলেন এবং সেই সঙ্গে এটাও স্মরণ করিয়ে দেন যে, নিবেদিতা খুব স্বাধীনচেতা মহিলা, ভারতগত প্রাণ কিন্তু বড়ই একরোখা। জগদীশচন্দ্রের অনুরোধে নিবেদিতা রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের Modern Review-তে লিখতে সম্মত হন। ক্রমে নিবেদিতার বহু গুরুত্বপূর্ণ রচনা প্রথমে Modern Review-তে প্রকাশিত হয়। নিবেদিতা এবং রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে নিবিড় সখ্য গড়ে ওঠে। রামানন্দের সততার উপরে যেমন নিবেদিতার বিশ্বাস ছিল, তেমনি রামানন্দের জ্ঞানের প্রতি তাঁর গভীর শ্রদ্ধা ছিল। একমাত্র রামানন্দকেই তিনি তাঁর ইংরেজি লেখা অবাধে বাংলায় অনুবাদ করে প্রবাসীতে ছাপবার অবাধ স্বাধীনতা দিয়েছিলেন। Modern Review-তে নিবেদিতা ইতিহাসের সমাজতাত্ত্বিক দিকগুলি নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করেন। ইতিহাস যে কেবল রাজা-বাদশাদের দেশ জয় আর যুদ্ধের কাহিনির কতকগুলি তথ্যের সংকলন নয়, তা বুঝিয়ে বললেন নিবেদিতা। তাঁর মতে ইতিহাস হল দূর অতীত থেকে এক জনগোষ্ঠী কীভাবে তার ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিকে বর্তমানের সঙ্গে যুক্ত করেছে তার অনুপুঙ্খ বিবরণ। এই আলোচনায় তিনি Patrick Geddes-এর সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণের উপর আস্থা স্থাপন করে বিশ্লেষণাত্মক আলোচনার মাধ্যমে ভারত-ইতিহাসের ঐক্যবন্ধনটি তুলে ধরেন। ভগিনী নিবেদিতা ভারতের শিল্প, ভাস্কর্য, গুহাচিত্র সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করে Modern Review-তে ১৯০৭ সালে জানুয়ারি ও ফেব্রুয়ারিতে দুটি পর্যায়ে ব্যাখ্যা করেন, জাতীয়তাবাদ গড়ে তুলতে শিল্পের ভূমিকা কী—'Function of Art in shaping Nationality'। নিবেদিতা পাশ্চাত্যের অন্ধ-অনুকরণের হাত থেকে ভারতীয় শিল্পীদের রক্ষা করেন এবং নিজের শিল্পভাবনা সম্পর্কে গভীর জ্ঞানের ভিত্তিতে প্রমাণ করেন ভারতীয় শিল্প স্থাপত্য পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ শিল্প-নৈপুণ্যের নিদর্শন। ভারতের অবহেলিত স্থাপত্যের নিদর্শনগুলি উদ্ধার করে সাধারণ মানুষের চোখের সামনে তুলে ধরতে হবে। অজন্তা-ইলোরার শিল্পীদের অসাধারণ ঐতিহ্যবাহী শিল্প-নৈপুণ্য পৃথিবীর সম্পদ—তা পুনরুদ্ধার করতে হবে। নিবেদিতার মতে ভারতীয় শিল্পীদেরই দেশের মানুষের মনে জাতীয়তাবোধের চেতনা জাগরিত করতে হবে। আর্টে পরিবর্তন চাই। কিন্তু পরিবর্তন কোন দিকে, কেন, কোন লক্ষ্যে? নিবেদিতার বক্তব্য:

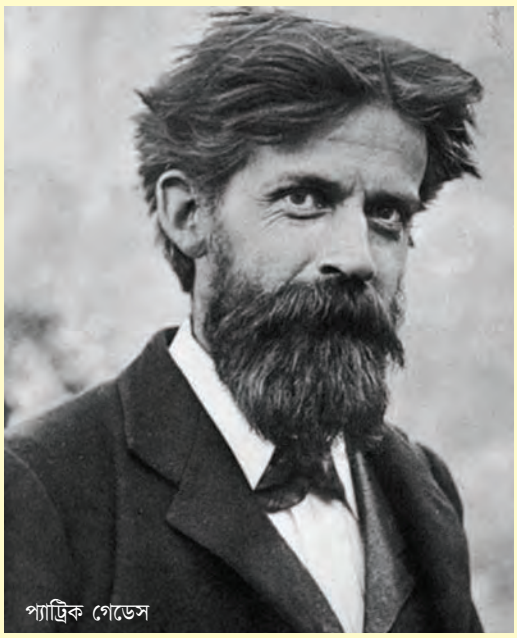

প্যাট্রিক গেডেস

Change there must be. But new learning shall add to the old gravity

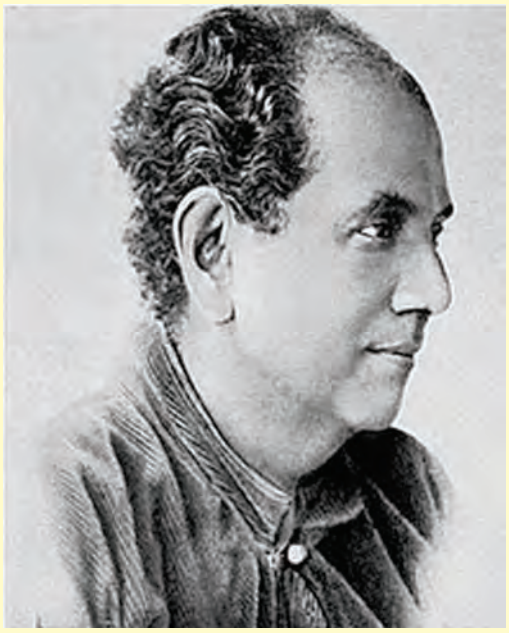

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

and wisdom without taking from the ancient holiness. Wider responsibility shall make the pure more pure. Deeper Knowledge shall be the source of a new and grander tenderness.

This generation may well cherish the hope that they shall yet see the hand of the great mother shaping a womanhood of the future so fair and noble that the candlelight of the ancient dreams shall grow dim in the down of that modern realism.

১৯০৬-এর আগস্টে প্রবাসী শিল্পাচার্য অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অঙ্কিত 'ভারত-মাতা'-র উপর আলোচনা প্রকাশিত হল। নিবেদিতা এই অসাধারণ চিত্রশিল্পের মধ্যে একই সঙ্গে আধুনিক শিল্প, জাতীয়তাবোধ ও ভারতের ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের অপূর্ব মিলন কী সুন্দরভাবে চিত্রায়িত হয়েছে তা ব্যাখ্যা করলেন। শিক্ষা-দীক্ষা-অন্ন-বস্ত্র—এই চারটি উপহার নিয়ে ভারতমাতা আবির্ভূতা। এই চিত্রখানি সমগ্র ভারতবর্ষে দেশব্রতী, দেশপ্রেমিক প্রতিটি ভারতীয়র কাছে এক সপ্রাণ প্রতিমার মতো পূজিত হল। আর এইভাবে শিল্পকে গভীর জাতীয় চেতনায় সঞ্চারিত করতে নিবেদিতার কলম সক্রিয় হয়ে উঠল।

অবনীন্দ্রনাথের তুলিতে 'ভারতমাতা'

সেপ্টেম্বরে প্রবাসীতে অবনীন্দ্রনাথের সীতা ও রামচন্দ্রের রাজ্যাভিষেক চিত্রটির উপর আলোচনা করলেন ভগিনী নিবেদিতা। ১৯০৭-এর অক্টোবরে Modern Review-তে 'মৃত্যু শয্যায় দশরথ' চিত্রটির উপর নিবেদিতার আলোচনা প্রকাশিত হল। অবনীন্দ্রনাথের 'সীতা'ও নিবেদিতার বিশ্লেষণাত্মক চিত্র-সমালোচনায় উঠে এল Modern Review-তে।

আর্ট সম্পর্কে স্পষ্ট করে লিখলেন নিবেদিতা : Art then, is charged with a spiritual message,—in India today, the message of the Nationality.

এতদিন ভারতের শিল্পীদের বিদেশি সমালোচকদের একটি দল, বিশেষ করে ইংরেজ তাত্ত্বিকরা পটুয়ার বেশি কোনো কৃতিত্ব দিতে রাজি ছিলেন না। শিল্প ভারতীয়রা জানেই না, আর তা যদি তাঁদের শিখতে হয় তবে পশ্চিমকে, আর ইংরেজ শিল্পীদের অনুসরণ করতে হবে—এই ছিল ভারতীয় শিল্প-স্থাপত্যের মূল্যায়ন। ভগিনী নিবেদিতার কলমে যখন পত্র-পত্রিকায় ভারতীয় প্রাচীন ও আধুনিক শিল্পের বিশ্লেষণ প্রকাশিত হতে লাগল, তখন ভারতীয় শিল্পীরা আত্মসচেতন হলেন। একটি ভারতীয় শিল্পীগোষ্ঠী নিজেদের কাজ নিয়ে আত্মপ্রকাশ করলেন। প্রচারের দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নিলেন ভগিনী নিবেদিতা। তিনি বললেন :

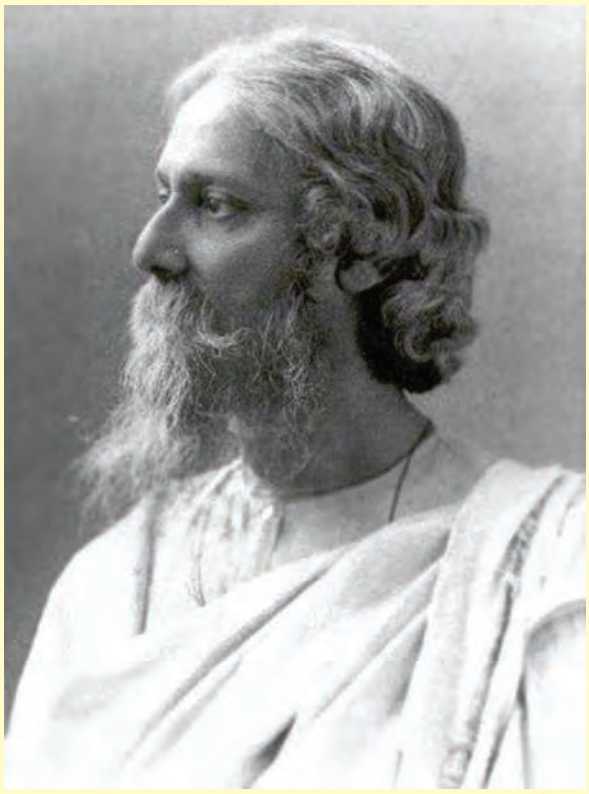

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

'But if this message is actually to be uttered, the profession of the painter must come to be regarded not simply as a means of earning livelihood, but as one of the supreme ends of the highest kind of education. Thus, an Art-school now-a-days would need to be a university.' (—3rd Volume, Complete Works page 12.)

রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের Modern Review কাগজটি ১৯০৭-এর জানুয়ারিতে মাসিকপত্র হিসেবে প্রকাশ পায়। ১৯০৮-এ তাঁকে নির্দেশ দেওয়া হয় পত্রিকা বন্ধ করে এলাহাবাদ ত্যাগ করে চলে আসতে হবে। এর কারণ রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় ইংরেজ শাসনের ত্রুটির দিকগুলি তুলে ধরে ভারতবাসীর মধ্যে স্বাজাত্যবোধ গড়ে তুলতে দ্বিধাবোধ করেননি। আর এই কারণেই ভগিনী নিবেদিতার কাছে এই মাসিক পত্রিকাটি তাঁর প্রচারের হাতিয়ার হয়ে উঠল। ভগিনী নিবেদিতা Modern Review সম্পর্কে বলেন:

'গৃহলক্ষ্মী যখন ঘরের প্রদীপটি জ্বালেন তখন ঘরের সেবার মতোই তাহাতে আলোকশক্তি দেন। এই যে প্রদীপটি জ্বলিল, দেখিলাম অপরিসীম তাহার শক্তি। বুঝিলাম এই প্রদীপখানি একদিন ঘরের বাহিরে আকাশ প্রদীপ হইবে। আলোকস্তম্ভের মহাদীপের মতো সেই শক্তি, তাহার কাজ কি ঘরের কোণের সামান্য সেবাতেই নিঃশেষিত হয়।'

ইংরেজরা তাদের সাম্রাজ্যবাদী শাসনের সপক্ষে যুক্তি দিল যে ভারত স্বায়ত্তশাসনের উপযুক্ত হয়ে ওঠেনি। রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের অবিচল লক্ষ্য ছিল এটাই প্রমাণ করা যে ভারতবর্ষ ও ভারতবাসী কোনওদিনই নিজের দেশকে সুশাসন দেওয়ার অনুপযুক্ত ছিল না। এটা প্রমাণ করতে যাঁরা Modern Review-তে কলম ধরেছেন তাঁদের মধ্যে নিবেদিতাই ছিলেন সর্বাগ্রগণ্য। রবীন্দ্রনাথ ছিলেন রামানন্দবাবুর একান্ত সুহৃদ। রবীন্দ্রনাথের বহু রচনাও Modern Review-তে প্রকাশিত হয়েছে।

বেলুড় মঠ

নিবেদিতা বালিকা বয়স থেকেই পত্র-পত্রিকায় লেখা প্রকাশ করার চেষ্টা করেন। আমরা তাঁর বোন মিসেস উইলসনের স্মৃতিকথা (নিবেদিতা লোকমাতা-১ম খণ্ড—৪১৫পৃ:) থেকে জানতে পারি নিবেদিতা 'ডেইলি নিউজ'–এ এবং 'রিভিউ অব্ রিভিউজ'–এ লেখা পাঠাত। 'উইম্বলডন নিউজে'-এও নিবেদিতা তার লেখা প্রকাশ করত। কৈশোর ও যৌবনের এই শিক্ষানবিশি পরবর্তীকালে তাকে শক্তিশালী সাংবাদিক করে তোলে। নিবেদিতার ভাই রিচমন্ড নোবেলের বর্ণনা থেকে আমরা জানতে পারি নিবেদিতা যৌবনের সূচনাতেই সাহিত্য ও সাংবাদিকতা নিয়ে আগ্রহী হন। বহু পত্র-পত্রিকায় স্ব-নামে বা ছদ্মনামে তিনি অনেক প্রবন্ধ প্রকাশ করতেন। স্থানীয় পত্র-পত্রিকায় চিঠি পাঠিয়ে নিজের মত প্রকাশ করতেন। এরকমের কিছু চিঠি এতই গুরুত্বপূর্ণ ও সুলিখিত যে সেগুলি সংগৃহীত হয়ে আলাদাভাবেও প্রকাশিত হয়েছে। একটি প্রবন্ধ যার নাম, A Visit to a Coal Mine, ২৩ জুন, ১৮৮৮ সালে প্রকাশিত By a Lady বলে এটির লেখিকার পরিচয় দেওয়া হয়েছে।

মাত্র একুশ বছর বয়সে রেক্সহ্যামের কয়লাখনি অঞ্চলের শ্রমজীবী মানুষদের বাস্তব জীবনকাহিনি এই প্রবন্ধে যেভাবে চিত্রায়িত হয়েছে তাতেই স্পষ্ট নিবেদিতার মধ্যে যৌবনের সূচনাপর্ব থেকেই এক গভীর সমাজমনস্ক, মানবতাবাদী হৃদয় মানুষের দুঃখে-কষ্টে পীড়িত হত। রচনাটির অনুপুঙ্খ বিবরণ আমাদের বিস্মিত করে যে তাঁর দৃষ্টিশক্তি ছিল কতখানি অন্তর্ভেদী। কয়লার খনির গহ্বরের মধ্যে ঢুকে নিবেদিতার যে অভিজ্ঞতা হয়েছিল তার পাশাপাশি তিনি তুলে ধরেছেন খনি-শ্রমিকদের অন্ধকার অমানুষিক প্রাত্যহিক জীবনযাপনের ফোটোগ্রাফিক বর্ণনা এবং সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ। এই সময় নিবেদিতা অবিরাম নানা বিষয়ে লিখেছেন। লিখেছেন নারী অধিকার নিয়ে। তখন ইংল্যান্ড-আমেরিকায় নারীবাদী আন্দোলন দানা বেঁধেছে কিন্তু নিবেদিতার দৃষ্টিভঙ্গি প্রচলিত ধারার থেকে ভিন্নতর।

তিনি নারী স্বাধীনতা, নারীমুক্তি, নারীশিক্ষা, নারীশক্তি—সবগুলির বিষয়েই উন্নতি চেয়েছেন এবং তার জন্য আন্দোলনে শামিল হয়েছেন কিন্তু নারী-পুরুষে কোনো ভেদ থাকবে না, নারী সর্বদাই পুরুষকে প্রতিযোগিতায় আহ্বান করে নিজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করবে—এই অতি-সক্রিয়তা নিবেদিতা সমর্থন করেননি। আমরা পরে দেখব নিবেদিতা ভারতবর্ষে এসে নারীশিক্ষা ও নারী-মর্যাদা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে কত কাজ করেছেন কিন্তু নারীর শ্রীময়ী, কল্যাণময়ী ও মমতাময়ী মূর্তির স্বাতন্ত্র্য ক্ষুণ্ণ হোক তা তিনি কখনও চাননি। নারীর নিজস্ব মর্যাদা বজায় রেখেই নারী দৃঢ়তার সঙ্গে অধিকার-সচেতন হবে—এটাই ছিল নিবেদিতার আদর্শ। এ আদর্শের প্রতি তিনি সারাজীবন অবিচল ছিলেন।

নারীর প্রতিযোগিতাহীন প্রতিষ্ঠাই ছিল তাঁর কাম্য। ১৮৯৮-এর জানুয়ারিতে নিবেদিতা কলকাতায় আসেন, কিন্তু তার আগে থেকেই মাদ্রাজ থেকে প্রকাশিত 'ব্রহ্মবাদিন' পত্রিকার মাধ্যমে নিবেদিতা ইংল্যান্ডে রামকৃষ্ণ মিশনের সেবাকাজকে সাধারণ মানুষের মধ্যে প্রচার করতে থাকেন। 'ব্রহ্মবাদিন' ইংরেজিতে প্রকাশিত হত আর সেখানে লিখতেন নিবেদিতা। এই পত্রিকার মাধ্যমে ইংল্যান্ডের মানুষের কাছে ভারতবর্ষের দুর্ভিক্ষগ্রস্ত অবস্থার বর্ণনা দিয়ে রামকৃষ্ণ মিশন যাতে যথাযথভাবে সেবাকাজ করতে পারে তারজন্য সাহায্য প্রার্থনা করেছেন। এর ফল পাওয়া গিয়েছে হাতেনাতে। এই আবেদনের কথা উল্লেখ করে ইংল্যান্ডের অন্যান্য পত্র-পত্রিকাতে পত্র প্রকাশিত হয়েছে,—যেমন, ডেইলি ক্রনিকল পত্রিকায় Ethel Jonson পত্র লিখে ব্রহ্মবাদিনের প্রতিবেদনের কথা জানিয়েছেন :

'Full accounts and many touching details are published in the Brahmavadin (an English paper printed in Madras and on sale in London) on June 19, July 3 and 17 last.'

(—নিবেদিতা লোকমাতা ১ম খণ্ড, পৃ: ৫৩২, শঙ্করীপ্রসাদ বসু)

গোপালের মা এবং ভগিনী নিবেদিতা প্লেগ আক্রান্ত রোগীর সেবা করছেন

কাশ্মীরে স্বামী বিবেকানন্দের সঙ্গে জোসেফাইন ম্যাকলাউড, ওলি বুল ও মার্গারেট নোবেল

এইসব পত্র-পত্রিকায় যেসব চিঠি প্রকাশিত হত তার পেছনেও নিবেদিতার প্রয়াস ছিল। এইভাবে নিবেদিতা প্রত্যক্ষভাবে এবং পরোক্ষভাবে পত্র-পত্রিকায় নানা প্রবন্ধ, প্রতিবেদন, চিঠি-পত্র প্রকাশ করে একদিকে যেমন বিবেকানন্দ ও তাঁর আদর্শকে প্রচারের আলোতে নিয়ে আসেন, তেমনি রামকৃষ্ণ মিশনের প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য, তার কর্মধারা এবং মঠের সন্ন্যাসীদের সেবাকার্যের কথা বিপুলভাবে প্রচার করতে থাকেন। নিবেদিতা কেবল সংঘের নিজেদের মুখপত্রগুলির উপর নির্ভর না করে ভারতে এবং ভারতের বাইরে ইংল্যান্ডে ও আমেরিকায় যেসব বহুল প্রচারিত সংবাদপত্র ও সাময়িকপত্র আছে তাতেও নিয়মিত লেখা প্রকাশের মাধ্যমে প্রচারের কাজটি সুষ্ঠুভাবে করে যেতেন।

নিবেদিতার কলমের জোরকে মিথ্যা কুৎসাকারীরা ভয় পেত। অনেকেই ঈর্ষান্বিত হয়ে বিবেকানন্দকে এবং নিবেদিতাকে আক্রমণের চেষ্টা করেছেন কিন্তু নিবেদিতার 'যুদ্ধং দেহি' মূর্তিকে ভয় পেয়ে রণে ভঙ্গ দিয়েছেন। দেশে এবং বিদেশে নিবেদিতার সাংবাদিকতার গুণটি খুবই কাজে লেগেছিল।

আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু তাঁর কাজের জন্য, প্রতিষ্ঠার জন্য এবং বিজ্ঞান সাধনার জন্য নিবেদিতার কাছে যে কতখানি ঋণী ছিলেন তা এই মিতবাক বিজ্ঞানী বসু বিজ্ঞানমন্দিরের প্রবেশদ্বারে নিবেদিতার Lady of the Lamp রিলিফ্ চিত্রটির মাধ্যমে প্রকাশ করে গিয়েছেন। আমাদের সবারই জানা আচার্য জগদীশচন্দ্রের প্রতি ইংল্যান্ডে কী ধরনের অবিচার করা হয়েছিল। ইংরেজ সরকার সচেতনভাবে তাঁকে হেনস্থা করার চেষ্টা করেন। কিন্তু ভগিনী নিবেদিতা তাঁর খোকার (Bairn-স্কটিশ শব্দ, যার মানে খোকা) সমস্ত বিপদে

বসু বিজ্ঞান মন্দির

সর্বদা পাশে থেকেছেন। এক্ষেত্রেও নিবেদিতা তাঁর সাংবাদিক-পারদর্শিতার পূর্ণ সুযোগ নিয়েছেন। ইংল্যান্ডের বিখ্যাত পত্রিকা 'রিভিউ অব্ রিভিউজ'-এ ১৯০২-এর অক্টোবরে আচার্য জগদীশচন্দ্রের উপর নিবেদিতার যে বড় প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয় তা বিজ্ঞানীর অসাধারণ যুগান্তকারী কাজ এবং তাঁর জীবন সম্বন্ধে একটি প্রামাণ্য দলিল। এই প্রবন্ধটিও গবেষক শংকরীপ্রসাদ বসু উদ্ধার করে প্রকাশ করেছেন। এই লেখাটি এবং লেখার সঙ্গে যে বৈজ্ঞানিক স্কেচ দেওয়া হয় তাতে বিশ্বের বিজ্ঞান জগতের উৎসাহী পাঠকদের কাছে জগদীশচন্দ্র বিপুল প্রচার পান।

সংবাদপত্রের সঙ্গে নিবেদিতার পরিচয় এবং নিয়মিত যোগাযোগ আরেকভাবেও প্রচারে সাহায্য করত। নিবেদিতা সর্বজনপ্রিয় বাগ্মী ছিলেন। তিনি মঞ্চে দাঁড়িয়ে দৃঢ়তার সঙ্গে যখন কোনো বিষয়ের উপর বক্তৃতা দিতেন, তখন শ্রোতৃমণ্ডলী অবিচল মনোযোগের সঙ্গে এই নারীর যোদ্ধৃপ্রকৃতিকে প্রশংসা না করে পারত না। আর সভায় এই গুরুত্ব লাভের ফলে পত্র-পত্রিকায় যখন সভার বিষয়ে সংবাদ পরিবেশিত হত, তখন অনিবার্যভাবে নিবেদিতার ভাষণের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় গুরুত্ব দিয়ে প্রকাশ করা হত। এইভাবেই আচার্য জগদীশচন্দ্র বসুর বৈজ্ঞানিক গবেষণার গুরুত্বের কথা এবং তাঁকে সাম্রাজ্যবাদী শক্তির নিষ্পেষণের বিবরণ নিবেদিতা তাঁর বক্তৃতাগুলিতে তুলে ধরতেন। যেহেতু নিবেদিতার বিজ্ঞান বিষয়ে নিবিড় পড়াশুনা ছিল এবং জগদীশচন্দ্রের বৈজ্ঞানিক গবেষণাপত্রের ভূমিকাতেও তিনি লিখতে সাহায্য করেছেন তাই এসব সারগর্ভ বক্তৃতা আচার্য জগদীশচন্দ্র সম্পর্কে সাধারণমানুষকে আগ্রহী করে তোলে। আর এই বক্তৃতার বিষয় বিখ্যাত পত্র-পত্রিকাতেও ছাপা হত।

এইভাবে পরোক্ষে আচার্যের বিজ্ঞানজগতে অবদানের কথা সাধারণ মানুষের দৃষ্টিগোচর হয়। আচার্য জগদীশচন্দ্রের উপর এইরকম অন্তত তিনটি বক্তৃতা পাওয়া যায় যার কথা নানা পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। একটি উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে ২১শে মার্চ ১৯০২ ক্লাসিক থিয়েটারে 'The Hindu mind in modern science' শিরোনামে নিবেদিতা যে বক্তৃতা দেন সেখানে আচার্য জগদীশচন্দ্রের আবিষ্কারের কথা সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করা হয়। এই বক্তৃতার বিজ্ঞপ্তি অমৃতবাজার পত্রিকায় ৫ই মার্চ প্রকাশিত হবার সময় নিবেদিতার অবদানের কথা সুন্দরভাবে লেখা হয় :

Our readers will be glad to learn that the same Sister Nivedita, Miss Margaret E.Noble, who once draw much of public sympathy towards her for her indefatigable work during the plague, is again amongst us here in Calcutta during this dreadful season. Nor can any

of us forget her enthusiasm for Hindu religion. She will deliver an address on "Hindu mind in modern science" at the Classic Theatre Hall, on Friday, the 21st instant, at 6 p.m. the Hon'ble Justice Sarada Charan Mitter will preside. The lecture is a public one.

(সূত্র : নিবেদিতা লোকমাতা ১ম খণ্ড)

এইভাবে নিবেদিতা বোম্বাই, মাদ্রাজ সর্বত্র বক্তৃতা করেছেন এবং সে সমস্ত বক্তৃতার কথা পত্রিকাগুলিতে বিস্তারিতভাবে প্রচারিত হওয়ায় আমাদের দেশের মানুষ জানতে পেরেছে যে বিজ্ঞানেও ভারতবর্ষ আন্তর্জাতিক মানের কাজ করবার যোগ্যতা রাখে, এমনকি ব্রিটিশ সরকারের প্রতিকূলতা সত্ত্বেও ভারতবাসী বিজ্ঞানে মৌলিক কাজ করতে পারে। মনে রাখতে হবে জগদীশচন্দ্রকে জগৎসভায় তুলে ধরার প্রয়াস নিবেদিতার একটি কারণেই—তা হল ভারতবর্ষের গৌরব সমগ্র বিশ্বে প্রতিষ্ঠা করা। জগদীশচন্দ্র অতীত ভারতের বিজ্ঞানসাধকদের অনন্য প্রতিভারই সাক্ষ্য বহন করছেন যা সনাতন হিন্দু-দর্শন থেকে বিযুক্ত নয়।

নিবেদিতা অনেক সময় পত্রিকা সম্পাদনা করেছেন কিন্তু পত্রিকায় সম্পাদক হিসেবে তাঁর নাম ছিল না। অরবিন্দ ঘোষ যখন চন্দননগর ছেড়ে গোপনে পণ্ডীচেরি চলে যান, তখন 'কর্মযোগিন্' এবং 'ধর্ম'—এই পত্রিকা দুটি সম্পাদনা করতে থাকেন নিবেদিতা, কিন্তু নাম থাকত অরবিন্দের। এর কারণ পুলিশের চোখে ধুলো দেওয়া যে অরবিন্দ কোথাও যাননি, তিনি এখানেই আছেন এবং যথারীতি তার পত্রিকা প্রকাশ করে চলেছেন। অনেক পরে যখন অরবিন্দ পণ্ডীচেরিতে নিরাপদে রয়েছেন, তখন জানা গেছে পত্রিকা পরিচালনার পেছনে কার হাত।

নিজের সামান্যতম প্রচারকেও নিবেদিতা চূড়ান্ত ঘৃণা করতেন। ভারত ও ভারতবাসীর প্রয়োজনেই তিনি সংবাদপত্রকে ব্যবহার করেছেন। তবে নিবেদিতার সমস্ত প্রয়াসের পেছনে ছিল তাঁর গুরুকে সাধারণ মানুষের সামনে তুলে ধরা যাতে তাঁর স্বরূপ তাঁরা চিনতে পারে তাঁর 'man-Making' ব্রত জীবনে সফল হয়। তিনি বিশ্বাস করতেন বিবেকানন্দকে যথাযথভাবে চিনতে পারলে শুধু ভারতবাসী নয়, সমস্ত বিশ্ব-সংসারের মানুষ উপকৃত হবে। স্বামী বিবেকানন্দের তিরোধানের পর ২৭ জুলাই ১৯০২ নিবেদিতা মাদ্রাজের 'হিন্দু' পত্রিকায় একটি অসাধারণ প্রবন্ধ লেখেন—'The National Significance of the Swami Vivekananda' শিরোনামে।

এই সুন্দর প্রবন্ধটির মধ্য দিয়ে একজন আদর্শ সাংবাদিকের মতো নিবেদিতা সংক্ষেপে স্বামী বিবেকানন্দের দিব্য জীবন, তাঁর আদর্শ, ভারতের সনাতন ধর্মের পুনর্জাগরণে তাঁর ভূমিকা, প্রতীচীতে তাঁর অবদান এবং সর্বোপরি ভারতের দরিদ্র নিঃস্ব জনগণের প্রতি তাঁর গভীর সহমর্মিতার কথা বিশ্লেষণাত্মক ভঙ্গিতে প্রকাশ করেন। মনে রাখতে হবে তখনও রামকৃষ্ণ মিশন সেভাবে দানা বেঁধে ওঠেনি, দেশের সমস্ত মানুষের কাছে স্বামী বিবেকানন্দ সেভাবে পরিচিত নন। দক্ষিণ ভারতের শিষ্য এবং অনুগামীদের কাছে যদিও তিনি গভীর শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন, কিন্তু তাঁকে নিয়ে বিতর্কও কম হয়নি। সেই সময় হিন্দুতে এই প্রবন্ধটি বৃহত্তর জনচিত্তে বিপুলভাবে সাড়া জাগিয়েছিল। নেতাজি বলেছেন, তিনি বিবেকানন্দকে জেনেছেন নিবেদিতা পড়ে—তাঁর এ কথার যথার্থতা বোঝা যায় সাংবাদিক নিবেদিতার ভূমিকার কথা অনুধাবন করলে। পরবর্তীকালে বিবেকানন্দ মূল্যায়ন নানাভাবে হয়েছে এবং সেগুলি নিশ্চয় গুরুত্বপূর্ণ, কিন্তু ভগিনী নিবেদিতা সাংবাদিকের কলম হাতে নিয়ে সংবাদপত্র-সাময়িকপত্রের সহযোগিতায় যে বিবেকানন্দকে বিশ্বে প্রতিষ্ঠা করে গেলেন সেই ভিতের উপরেই সবাই ইমারত গড়েছেন। আলোচ্য প্রবন্ধে নিবেদিতার গুরু-অনুধ্যান কত যথাযথ!

'He made no attempt to popularize with strangers any single form or creed, whether of God or Guru Rather, through him the mighty torrent of Hinduism poured forth its cooling waters upon the intellectual and spiritual worlds, fresh from its secret sources in Himalayan snows. A witness to the vast religious culture of Indian Homes and holy men he could never cease to be. Yet he quoted nothing but the Upanishads. He taught nothing but the Vedanta. And men trembled, for they heard the voice for the first time of the religious teacher who feared not Truth.'

[Complete Works of Nivedita Volume 1]

বিবেকানন্দই যে সনাতন ভারতবর্ষ—এমন সুন্দর ব্যাখ্যা নিবেদিতা ছাড়া আর কেউ দিতে পারেননি। বইতে লেখা আর জনপ্রিয় পত্র-পত্রিকার মাধ্যমে সাধারণ মানুষের কাছে এই বার্তা পৌঁছে দেওয়া এককথা নয়। পরবর্তীকালে সব লেখাই সংগৃহীত হয়ে বই হয়ে প্রকাশিত হয়েছে, কিন্তু যেদিন নিবেদিতা পত্রিকার পৃষ্ঠাকেই নিজ বক্তব্য তুলে ধরার জন্য ব্যবহার করলেন সেদিন প্রচারের বিষয়টিকে অগ্রাধিকার দিয়ে তিনি ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে প্রণম্য হয়ে রইলেন।

ভারতের শিল্পকলার ঐতিহ্য আর নিবেদিতা

ড. কমলকুমার কুণ্ডু

উত্তর আয়ারল্যান্ডের ডানগানন শহরে ১৮৬৭-র ২৮শে অক্টোবর স্যামুয়েল রিচমন্ড নোবল আর মেরী ইসাবেল হ্যামিলটন-এর পৃথিবীর প্রথম আলো দেখা কন্যা মার্গারেট এলিজাবেথ নোবল ১৮৯৮-র ২৮শে জানুয়ারি যখন কলকাতা বন্দরে জাহাজ থেকে নামলেন, তখনও তিনি জানতেন না ভারতের জন্য তাঁকে ঠিক কী কী কাজ করতে হবে। মাত্র কয়েকদিন পর ১৮৯৮-এরই ২৫শে মার্চ গুরু বিবেকানন্দের কাছে রামকৃষ্ণ মঠের ভাবাদর্শে দীক্ষিত হয়ে নিবেদিতা নাম নিয়ে নিজেকে সম্পূর্ণভাবে নিবেদন করেছিলেন পরাধীন ভারতের কল্যাণকর কাজে। বিবেকানন্দ শিষ্যাকে বলেছিলেন—

'ভারতের ভবিষ্যৎ সন্তানের তরে
সেবিকা, বান্ধবী, গুরু—তুমি একাধারে।'

এই নবজন্ম লাভের পর রবীন্দ্রনাথের 'লোকমাতা', ঋষি অরবিন্দের 'শিখাময়ী', অবনীন্দ্রনাথ আর নন্দলাল বসুর 'মহাশ্বেতা' এবং জগদীশচন্দ্র বসু ও অবলা বসুর 'ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেল' নিবেদিতা ১৯১১-র ১৩ই অক্টোবরের প্রভাতে মহাপ্রয়াণ পর্যন্ত মাত্র ১৩ বছরের সময়সীমায় ভারতবর্ষের কল্যাণে নিজেকে উজাড় করে দিয়ে যে অবদান তিনি রেখে গিয়েছেন তা বিস্ময়কর। ভারতের মেয়েদের জন্য শিক্ষা বিস্তার, নারীকল্যাণ, সমাজসেবা, ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে একজন বিপ্লবীর ভূমিকায় অগ্রগণ্যা যেমন থেকেছেন, তেমনই ভারতীয় শিল্পকলার ঐতিহাসিক মূল্যায়নের ক্ষেত্রে ও বৈপ্লবিক পরিবর্তনের জন্য নিবেদিতার স্বল্পালোচিত গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকাও চিরস্মরণীয়।

মমতাময়ী নিবেদিতা যে মমত্ববোধে উদ্বুদ্ধ হয়ে ভারতীয় শিল্পকলার অনুশীলনে যেভাবে আগ্রহী হয়ে উঠে নিজেকে ব্যাপৃত রেখেছিলেন তা যে কোনো ভারতবাসীর কাছে গর্বের বিষয়। ভারতশিল্পের বিস্তৃত আঙিনায় পদক্ষেপের অনুশীলনে তিনি দীক্ষা ও শিক্ষা নিয়েছিলেন গুরু স্বামী বিবেকানন্দ-র কাছ থেকে। অধ্যাত্মচেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে গুরুর কাছে দীক্ষা নেওয়ার পর তাঁর সঙ্গে সমগ্র ভারতের তীর্থক্ষেত্রগুলিতে ভ্রমণসঙ্গী হয়ে সেগুলিতে পরিভ্রমণের সময় সেখানকার মন্দির স্থাপত্য, ভাস্কর্য ও চিত্রশৈলীগুলো পর্যবেক্ষণ করে

এবং বিবেকানন্দের মুখে শিল্পকলার ইতিহাস শুনে শুনে ভারতীয় শিল্পকলার নানা দিগন্ত হৃদয়ঙ্গম করেছিলেন নিবেদিতা। নিবেদিতা মনে করতেন যে, পুঁথিগত বিদ্যার সাহায্যে ভারতের মতো দেশের বহু পুরোনো সভ্যতার সাংস্কৃতিক ভূমিকার কথা জানা যাবে না, প্রয়োজন প্রত্যক্ষ দর্শনের অভিজ্ঞতাসমৃদ্ধ জ্ঞানলাভ। সেই প্রত্যক্ষ জ্ঞানস্পৃহার টানেই নিবেদিতা ঘুরে বেড়িয়েছেন ভারতবর্ষের নানান শিল্পকলার বিভিন্ন প্রান্তরে। ঠিক এইভাবেই আরও এক বিদেশি ভারত পথিক লন্ডন প্রবাসী সিংহলী আনন্দ কেন্টিশ কুমারস্বামী নিবেদিতার একটু পরেই বিবেকানন্দর কাছে দীক্ষা নিয়ে নিজের ভূতত্ত্ববিদ্যা ছেড়ে গুরুর নির্দেশেই সিংহল এবং ভারতের শিল্প ও সংস্কৃতি সম্পর্কে আসক্ত হয়ে যেমন লিখেছিলেন 'মিডিয়াভ্যাল সিংহলীজ আর্ট', তেমনিই ভারতীয় শিল্প-সংস্কৃতি নিয়ে বই লিখেছেন ৬০-এর কাছাকাছি। নিবেদিতা তাঁর থেকে ১০ বছরের ছোট কুমারস্বামী সম্বন্ধে 'দি মডার্ন রিভিয়্যু' পত্রিকার ১৯০৭-এর মে মাসের সংখ্যায় ভবিষ্যদ্বাণী করে লিখেছিলেন, 'ইনি সেই মানুষ যাঁর নাম ভবিষ্যতে এক শ্রেষ্ঠ ভারতীয় শিল্প সমালোচকরূপে নানাভাবে শোনা যাবে' (শঙ্করীপ্রসাদ বসু : নিবেদিতা লোকমাতা : ১৪১৭ বঙ্গাব্দ : ১১৯ পৃষ্ঠায়ে অনূদিত)।

রাজেন্দ্রলাল মিত্র

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে নিবেদিতা এবং কুমারস্বামী উভয়ের দীক্ষাগুরু বিবেকানন্দও ভারতশিল্প সম্পর্কে বিশেষভাবে উৎসাহিত হয়েছিলেন তাঁর পূর্বসূরী বাঙালি পণ্ডিত রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহাশয়ের ভারতীয় শিল্পকলায়, বিশেষ করে ভারতীয় ভাস্কর্যে ইউরোপীয় কিছু পণ্ডিতদের মতে গ্রিকতত্ত্বকে প্রতিষ্ঠিত করার যুক্তিজালকে খণ্ডন করার অদম্য প্রয়াসে মুগ্ধ হয়ে। এই লড়াই বিস্তৃতভাবে খুঁজে পাওয়া যায় বন্ধুদের উদ্দেশে লেখা নিবেদিতার চিঠিপত্র থেকে আর প্রখ্যাত গবেষক শঙ্করীপ্রসাদ বসুর 'নিবেদিতা লোকমাতা', ৪র্থ খণ্ড, (আনন্দ পাবলিশার্স : ১৪১৭) নামের বইতে। আসলে ম্যানিং, কানিংহাম এবং বিশেষ করে ফার্গুসনের মতো কিছু ইউরোপীয় পণ্ডিতরা ভারতীয় শিল্পীদের কৃতিত্বকে ছোট করে দেখার প্রয়োজনে বলেছিলেন ভারতীয়রা পাথর দিয়ে বাড়ি করার কৌশল শিখেছিলেন ব্যাকট্রিয়ার গ্রিকদের কাছ থেকে। প্রতিবাদে রাজেন্দ্রলাল মিত্র ১৮৭০-এ একটি প্রবন্ধ লিখলে ফার্গুসন বিরুদ্ধে লিখলেন ১৮৭১-এ ইন্ডিয়ান অ্যান্টিকোয়ারির পৃষ্ঠায়। পুনরায় রাজেন্দ্রলাল 'অ্যান্টিকুইটিস অব ওড়িষা' (১৮৭৫) গ্রন্থে নিজের অভিমতকে মান্যতা দিলে এর বিরুদ্ধে ফার্গুসন আবার লিখলেন তাঁর 'হিস্টরি অব ইন্ডিয়ান অ্যান্ড ইস্টার্ন আর্কিটেকচার' বইতে (১৮৭৬)। অবশেষে রাজেন্দ্রলাল যখন নির্মম যুক্তিজালে ছিন্নভিন্ন করলেন ফার্গুসনের অভিমত, তখন তিনি রাজেন্দ্রলালের যুক্তিকেই মেনে নিতে বাধ্য হয়েছিলেন। তবুও কানিংহাম জিদ ধরে ফার্গুসনের আগের ভাবনার সঙ্গে সহমত হয়ে বললেন, 'ভারতীয়রা খুব সম্ভব গ্রিকদের কাছ থেকে ভাস্কর্যশিল্প শিখেছিলেন।' কোনও ভারতীয় সেদিন রাজেন্দ্রলাল মিত্রর পাশে দাঁড়াননি, এমনকি বাগ্মী, ইতিহাসের লেখক রমেশচন্দ্রও না, উল্টে তিনি বিদেশিদের চিন্তা-ভাবনাকেই গুরুত্ব দিয়েছিলেন। তবে শঙ্করীপ্রসাদ বসু তাঁর বইতে বললেন, 'রাজেন্দ্রলাল যেখানে ভূমি ছেড়ে দিলেন—স্বামীজি দাঁড়ালেন সেখানে এসে।' এই বিষয়ে লন্ডনে ১৯৮৬-র ২৮শে মে ভারততত্ত্ববিদ অধ্যাপক ম্যাক্সমুলার-এর সঙ্গে আলোচনায় বিবেকানন্দ বলেছিলেন 'গ্রিকরা বস্তুতপক্ষে ভারতে এসেছিল ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য, শিল্প শেখাতে নয়।'

স্বামীজি

আসলে গুরুর মৃত্যুর পর গুরুর অসমাপ্ত চিন্তাধারাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে চেয়েছেন নিবেদিতা। ভারতশিল্পের উৎস যে বহিরাগত নয়, বিবেকানন্দর এই চিন্তাধারাকে মর্যাদা দিতে নিবেদিতা কলম ধরেছেন বারবার। ১৯১০-র 'মডার্ন রিভিয়্যু' পত্রিকার জানুয়ারি, জুলাই ও আগস্ট সংখ্যায় শিল্প ও প্রত্নতত্ত্ব নিয়ে আলোচনার সময় বিদেশি শিল্প আলোচকদের ভারত-শিল্পের উপর গ্রিক প্রভাবের অবাস্তব দাবি খণ্ডনের চেষ্টা করেছেন। সঙ্গে পেয়েছেন কলকাতা আর্ট স্কুলের অধ্যক্ষ ইবি হ্যাভেলকে। আসলে ইতিমধ্যেই ১৮৯৬-তে এই আর্ট স্কুলের প্রধান হয়েই বিদেশি শিল্পশিক্ষার পাঠক্রম বদলে দিয়ে প্রাচ্য শিল্পশিক্ষা পদ্ধতি চালু করেছিলেন তিনি। নিবেদিতা পরে এই হ্যাভেল সাহেবকে ভারতীয় শিল্পের অন্তঃস্থল বুঝতে সাহায্য করেছিলেন। ভারতশিল্পের নন্দনতত্ত্ব এবং দর্শন হ্যাভেলকে বুঝিয়েছিলেন নিবেদিতা। তাই দেখি ১৯০৮-এ হ্যাভেলের 'ইন্ডিয়ান স্কাল্পচার অ্যান্ড পেন্টিং' বইটি প্রকাশ হওয়ার পর ১৯০৯-এর 'দি মডার্ন রিভিয়্যু' পত্রিকার অক্টোবর, নভেম্বর ও ডিসেম্বর সংখ্যায়' নিবেদিতা লেখার মাধ্যমে হ্যাভেলকে প্রশস্তিতে ভরিয়ে দিয়ে ভারতীয় জনগণকে বইটি সম্পর্কে জানালেন। হ্যাভেলের সঙ্গে আগেই নিবেদিতা আলাপের সময় ওঁর ছাত্ররাও নিবেদিতার মধ্যে মানবতাবোধ, দেশজ শিল্পের প্রতি তাঁর ভালোবাসা এবং তার পুনরুদ্ধারের সঙ্গে উন্নতির জন্য অদম্য ইচ্ছায় উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠল—নতুন করে তাদের মধ্যে জাগ্রত হল দেশপ্রেম। নিবেদিতা জানতেন যে জাতীয়তাবোধ জাগানোর জন্য ভারতীয় শিল্পকলার সঠিক মূল্যায়ন কতটা জরুরি। তাই হ্যাভেলের ওই বইয়ের আলোচনায় নিবেদিতা বললেন, 'ভারতীয় শিল্প সম্বন্ধে পাশ্চাত্য লেখকের কলম থেকে এই প্রথম একটি বই পেলাম যার পৃষ্ঠাগুলির সর্বত্র ভারতবর্ষ ও ভারতীয় জনগণ সম্বন্ধে শ্রদ্ধা ও প্রীতির মনোভাব প্রকাশিত আছে।' হ্যাভেলও ভারতীয় শিল্পে গ্রিক প্রভাব নিয়ে নিবেদিতার সমর্থনে বলেছিলেন, 'গ্রিকরা যেমন ভারতীয় ধর্ম ও দর্শন তৈরি করেনি, তেমনি তারা ভারতীয় ভাস্কর্য ও চিত্রকলাও সৃষ্টি করেনি। গ্রীকদের শিল্পাদর্শ ভারতীয় শিল্পাদর্শ থেকে মূলগতভাবে পৃথক। ...ভারতীয় শিল্প তার মৌল স্বভাবে ভারতীয় চিন্তা এবং ভারতীয় শিল্প প্রতিভারই সৃষ্টি।'

নিবেদিতা চেয়েছিলেন ভারতীয় প্রাচীন শিল্পকলার সংরক্ষণ এবং নতুনভাবে এর প্রচার। কলকাতা আর্ট স্কুলের প্রধান হ্যাভেলের সূত্র ধরেই নিবেদিতার আলাপ হয়েছিল স্কুলের উপাধ্যক্ষ অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের আর তাঁর ছাত্র নন্দলাল বসুর। এই সময়েই ভারতের প্রাচীন শিল্পকলার যে আলাদা ঐতিহ্যমণ্ডিত ইতিহাস রয়েছে তার প্রতি অনুরাগী করে তুলেছিলেন নিবেদিতা অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে। মডার্ন রিভিয়্যু পত্রিকার ১৯১২-র এপ্রিল সংখ্যার এক প্রতিবেদনের থেকে জানা যাচ্ছে যে অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর বাংলায় একটি প্রবন্ধ পাঠের মাধ্যমে বলেছিলেন, তিনি (নিবেদিতা) কেমন করে সুন্দর ভারত, তার শিল্প ও প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে ভারতীয়দের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। অবনীন্দ্রনাথ তাঁর বিখ্যাত 'ভারতমাতা' ছবিটি এঁকেছিলেন নিবেদিতার অনুপ্রেরণায়, যে ছবি সম্পর্কে

অজন্তা গুহা

নিবেদিতা বলেছিলেন যে এই ভারতীয় শিল্পকর্মটি অনেকদিন অপেক্ষা করার পর অনেক নতুন চিন্তাভাবনার মিলনে আধুনিক ভারতের সূচনা করেছে। আর্ট স্কুল পরিদর্শনে গিয়ে নিবেদিতা অবনীন্দ্রনাথের ছাত্র নন্দলাল বসুর আঁকা ছবি দেখে এতই বিমুগ্ধ হয়েছিলেন যে তিনি মনে করেছিলেন নন্দলালের কাছে পেয়েছেন শিল্পীর জীবনব্যাপী ভারত শিল্প সাধনার সম্পদ। তাই নিবেদিতা হ্যাভেলের লন্ডনের বন্ধু সি.জি. হেরিংহোমের স্ত্রী প্রখ্যাত চিত্রশিল্পী ক্রিশ্চিয়ানা অজন্তা গুহার চিত্র আঁকার কাজে আসছেন শুনে পূর্বপরিচিতার কাজে সহায়তা দেওয়ার জন্য নিবেদিতা নন্দলাল বসু এবং স্কুলের আর এক ছাত্র অসিতকুমার হালদারকে পাঠালেন অজন্তা গুহায়। মিসেস হেরিংহোমের আরও দুই সহযোগী ছিলেন এই চিত্রশিল্পীর দলে।

আসলে নিবেদিতা যখন ভারতের অন্যান্য জায়গার স্থাপত্য-ভাস্কর্য নিয়ে চিন্তাভাবনা করছেন সেই সময়ে অজন্তা গুহা জনমানসে খুব বেশি সাড়া ফেলেনি। ১৮১৯-এ মাদ্রাজ সেনাবাহিনীর একজন কর্মী মহারাষ্ট্রের সহ্যাদ্রি পর্বতমালার অজন্তা গুহায় প্রথম চিত্রাঙ্কন পর্যবেক্ষণ করেন। তারপর এই নিয়ে ১৮৩০-এর গ্রেট ব্রিটেন আর আয়ারল্যান্ডের রয়াল এশিয়াটিক সোসাইটির কার্যবিবরণীতে পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ দিয়েছিলেন জেমস আলেকজান্ডার। এরপর ১৮৪৫-এ শিল্প বিশ্লেষক জেমস ফার্গুসন টি.সি. ডিবিনের স্কেচ করা ৯টি চিত্র নিয়ে (লিথোগ্রাফ)। তবে অজন্তার দেওয়াল চিত্রর থেকেও ফার্গুসনকে অজন্তার স্থাপত্যই আকৃষ্ট করেছিল বেশি। এর পরের উদ্যোগ বোম্বের জে.জে. স্কুল অব আর্টের অধ্যক্ষ জন গ্রিফিথের। তিনি তাঁর ছাত্রদের সহায়তায় অজন্তা গুহার ছবি আঁকিয়ে নিয়ে প্রকাশ করিয়েছিলেন খুবই উদ্দীপনার সঙ্গে। এর পরেই জন গ্রিফিথ-এর উদ্যোগেই লেডি মিসেস হেরিংহোম তাঁর ৪ আঁকিয়ে সহযোগীদের নিয়ে গিয়েছিলেন অজন্তা গুহায় ১৯০৯-এর ডিসেম্বরের শেষে। এঁদেরই পিছু পিছু ১৯০৯-এর বড়দিনের সময় নিবেদিতা জগদীশচন্দ্র বসু ও লেডি অবলা বসু আর গণেন ব্রহ্মচারীকে সঙ্গে নিয়ে অজন্তা গুহায় পৌঁছলেন একেবারে

নন্দলাল বসু

তীর্থযাত্রীর মতো। অজন্তা গুহার বিভিন্ন দেওয়ালে চিত্রশিল্পের ঐশ্বর্য দেখে নন্দলাল যেমন নির্বাক হয়ে মোহিত হয়েছিলেন, তেমনই অজন্তার বুদ্ধিদীপ্ত গঠনে ধর্মীয় এবং নান্দনিক সৃষ্টির মায়াজালে স্নাত হয়ে স্নিগ্ধ হয়েছিলেন নিবেদিতা। এই দর্শনের অভিজ্ঞতায় দি মডার্ন রিভিয়্যু পত্রিকায় ১৯১০-এ ধারাবাহিকভাবে এর স্থাপত্য, চিত্র, ভাস্কর্য নিয়ে প্রতিবেদন রাখলেন তিনি। এই প্রতিবেদনে তিনি বিদেশি শিল্পবেত্তাদের ভারতীয় ভাস্কর্যে গ্রিক ও গান্ধার প্রভাব খণ্ডন করে ভারতীয় উৎসতত্ত্বর কথা তুলে ধরলেন আবারও। এই লেখাগুলো নিয়েই ১৯১৫-তে প্রকাশিত হয়েছিল নিবেদিতার অসামান্য সচিত্র গ্রন্থ 'ফুটফলস অব ইন্ডিয়ান হিস্ট্রি।' অজন্তা গুহা নিয়ে লেডি হেরিংহোম-এর 'অজন্তা ফ্রেসকো' (১৯১৫) সহ পরবর্তীকালে অজন্তা নিয়ে বহু গ্রন্থ প্রকাশিত হলেও নিবেদিতার অজন্তার ওপর বই আজও পথপ্রদর্শকের ভূমিকায়। এলাকার যেমন নিখুঁত বর্ণনা, তেমনই মোট ২৬টি গুহার বিন্যাসের ব্যাপারটির বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেছেন। মোট ৪টি পর্বে ভাগ করেছেন গুহাগুলিকে—(১) ৮ থেকে ১৩ পর্যন্ত গুহাকে রেখেছেন পর্ব-১ এ, (২) ১৪ থেকে ১৯ গুহাগুলি পর্ব-২, (৩) ১ থেকে ৭ পর্যন্ত গুহাগুলি পর্ব-৩ এবং (৪) ২০ থেকে ২৬ নং গুহাগুলি পর্ব-৪-এর আওতায়।

অজন্তার অভ্যন্তরে

ভারতীয় শিল্পকলার ঐতিহ্যের প্রতি নিজেকে নিবিড়ভাবে সংযুক্ত করেছিলেন নিবেদিতা। এটাই ছিল তাঁর প্রেম। ভারতীয় শিল্পকলার গরিমাময় ঐতিহ্যকে তিনি যথাযোগ্য মর্যাদার আসনে বসিয়েছিলেন। এই মহিলাকে তাই বলতে দেখি, 'ভারতীয় রীতি বলতে আমি বুঝি—ঐতিহ্যবাদী প্রাচ্যরীতি, পুরাতন পাণ্ডুলিপি এবং ভাস্কর্যরীতির দ্বারা প্রভাবিত রীতি। এইসব রীতিকেই অগ্রাধিকার দিতে হবে।' তিনি আরও বলেছিলেন, 'তাঁর জমানো এক হাজার পাউণ্ড, যার সুদ থেকে একটি বাৎসরিক পুরস্কার স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে ভারতীয় শিল্পীকে

বোধিসত্ত্ব

দেওয়া হবে—ভারতীয় রীতিতে ভারতীয় ইতিহাসের বিষয়ে আঁকা সেরা রেখাচিত্রের জন্য। ...উপযুক্ত মানের সৃষ্টি না পেলে বছরের পর বছর পুরস্কার আটকে রাখা যাবে। উপযুক্ত মানের শিল্প সৃষ্টি করতে পারলে একই শিল্পী একাধিক বৎসর পুরস্কার পেতে পারেন।' জাতীয় শিল্পের পুনর্জাগরণ তাঁর সর্বপ্রিয় স্বপ্ন। ভারত যখন তার পুরাতন শিল্পকে ফিরে পাবে, তখন সে শক্তিশালী জাতিরূপে আত্মপ্রকাশ করবে, এই ছিল তাঁর আত্মপ্রত্যয়। শিল্প আর ধর্মকে তিনি এক করে দেখতেন। তাই তিনি বলেছিলেন, 'জনসাধারণ যদি আমার স্মৃতিরক্ষার জন্য কোনো অর্থদান করে, তা যেন মিউজিয়াম এবং ঐতিহাসিক স্থানসমূহে রক্ষিত বৌদ্ধ ভাস্কর্যের প্রতিরূপ করার কাজের পুরস্কাররূপে ব্যয়িত হয়' (শঙ্করীপ্রসাদ বসু : ১৪১৭; ১০৩)। তাই তিনি বৌদ্ধ স্থানগুলির বর্ণনায় লিখেছিলেন বই, 'স্টাডিজ ইন বুদ্ধিজ্‌ম'; উপহার দিয়েছিলেন ভারতের মানুষজনকে।

অজন্তার স্থাপত্য

নিবেদিতার দৃষ্টিতে শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীমা সারদাদেবী

অলক মণ্ডল

নিবেদিতা কখনো লোকশিক্ষয়িত্রী, কখনো স্নেহবিগলিত জননী, কখনো কর্তব্যে একনিষ্ঠ ও মায়া-মমতা বিবর্জিত দৃঢ়প্রতিজ্ঞ কর্মী, কখনো বিনীতা ছাত্রী অথবা সেবিকা, কখনো দেশপ্রেমিক ভক্ত, হাতে-কলমে কাজে বিপ্লবী, আবার সত্যান্বেষী তপস্বিনী। স্বামীজি তাঁকে আশীর্বাণী পাঠিয়েছিলেন — 'ভবিষ্যৎ ভারতের সন্তানের তরে/ সেবিকা, বান্ধবী, মাতা তুমি একাধারে'।

শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীমা সারদাদেবী ও স্বামীজির প্রতি নিবেদিতার উপচে-পড়া ভক্তি ও ভালবাসা দেখে লোভও হয়, আবার ঈর্ষাও হয়। নিবেদিতা ছিলেন একাধারে শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের নিবেদিতা এবং শ্রীমায়ের 'আদরের খুকি'।

গুরু বিবেকানন্দ ও শ্রীরামকৃষ্ণের অপরাপর শিষ্য ও ভক্তবৃন্দের কাছে শ্রীরামকৃষ্ণের সম্পর্কে নানা লৌকিক ও অলৌকিক কথাবার্তা শুনে তাঁর সম্বন্ধে একটা ধারণা গড়ে তুলেছিলেন নিবেদিতা। শ্রীরামকৃষ্ণ হলেন মিথ। আর সেই মিথেই তিনি একাত্মতা লাভ করতে চেয়েছেন। শঙ্করীপ্রসাদ বসুর কথায়— 'যে সকল অগ্নিশিখা দেখেছেন চতুর্দিকে, সেসবই সেই রামকৃষ্ণ নামক কেন্দ্রীয় অগ্নি থেকে নির্গত। তাই নিজ গুরুর প্রতি অখণ্ড নিষ্ঠাপূর্ণ ভক্তি থাকা সত্ত্বেও তিনি নিজেকে কেবল বিবেকানন্দের নিবেদিতা বলতে পারেননি, বলেছিলেন, 'রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের নিবেদিতা'। নিবেদিতা তাঁর 'Kali the Mother' গ্রন্থের সূচনায় লিখেছেন, 'মানবসন্তানের জন্য বিশ্বমাতার ভালবাসার অবতার রূপে শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের আবির্ভাব।' তাঁর চরণে প্রণত হয়ে তাঁর কথা—'রামকৃষ্ণের জীবন অসীম প্রার্থনা ও অশ্রুতপূর্ব কৃচ্ছ্রতার ফলে এমন এক গভীর উপলব্ধিতে এসে পরিণতি লাভ করেছিল যে, 'অহং'-এর সামান্যতমও অবশিষ্ট ছিল না। শিষ্যদের সম্মুখে যে মানুষটি ছিলেন এবং চলাফেরা করতেন সেটি একটি খোল বৈ আর কিছু নয়, তাঁর হৃদয়সীমা জগজ্জননীর ইচ্ছা ভিন্ন তাঁর পক্ষে কোনো কিছু করা সম্ভব ছিল না।'

নিবেদিতা শ্রীরামকৃষ্ণকে চাক্ষুষ দেখেননি, তাঁকে তিনি দেখেছেন অন্যের দেখার আলোকে। নিবেদিতার দৃষ্টিতে শ্রীরামকৃষ্ণ জগদ্‌গুরু। প্রত্যক্ষদর্শী সরলাবালা সরকার তাঁর 'নিবেদিতা' গ্রন্থে লিখেছেন 'মেয়েদের পড়িবার ঘরে ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের একখানি চিত্র ছিল। তাহার অপর দিকের দেওয়ালে একখানি পৃথিবীর মানচিত্র টাঙ্গানো থাকিত। নিবেদিতা একদিন ওই মানচিত্রখানি আনিয়া পরমহংসদেবের ছবির নিচে টাঙ্গাইয়া দিয়া মেয়েদের দিকে চাহিয়া হাসিয়া বলিয়াছিলেন, 'রামকৃষ্ণদেব জগদ্‌গুরু ছিলেন, জগতের মানচিত্র তাঁহার পদতলে থাকাই উচিত।' 'Kali the Mother' গ্রন্থে নিবেদিতা রামকৃষ্ণের চরিত্রের ও শিক্ষার অসামান্য দিকগুলিও তুলে ধরেছেন। রামকৃষ্ণের অবতারত্ব সম্পর্কে বলেছেন—'তাঁর মধ্য দিয়ে ঈশ্বর এত বেশি প্রকাশ হয়েছিলেন, যাঁরা তাঁকে জানতেন ও ভালবাসতেন তাঁদের অনেকে তাঁর কথা বলতে গিয়ে রুদ্ধনিশ্বাসে বলেন 'প্রভু আমাদের'। নিবেদিতা যা বলেছেন তা কল্পনাবিলাস নয়, তা প্রমাণসিদ্ধ করে উপস্থাপিত করেছেন। শ্রীরামকৃষ্ণের এমন কয়েকটি বৈশিষ্ট্য—দেহ ও মনের—তিনি অল্প কথায় সাজিয়ে পরিবেশন করেছেন যাতে তাঁর অসাধারণত্ব সহজেই ফুটে-ওঠে। যেমন বলেছেন : 'তাঁর মধ্যে অহং-এর লেশমাত্র ছিল না। আবার বলেছেন প্রথম জীবনে তাঁর স্বাস্থ্য নিশ্চয়ই অসাধারণ ভাল ছিল, কারণ যে আধ্যাত্মিক ব্যাকুলতার ঝড় তাঁর মধ্যে, প্রবলবেগে বয়ে গেছে, পঞ্চাশ বছর ধরে, তার ধাক্কা তাঁকে সামলাতে হয়েছে।'

সিস্টার নিবেদিতা

শ্রীরামকৃষ্ণের অসাধারণত্ব উদ্‌ঘাটন করে নিবেদিতা মন্তব্য করেছেন : 'কিন্তু এর চেয়েও দৈহিক শক্তির চেয়েও বেশি আশ্চর্যের বিষয় হল, তাঁর চরিত্রের জটিলতা, বহুমুখিতা ও ক্রমবিকাশের স্তরগুলি, যার ফলে তিনি প্রতি মানুষের মনের সমস্যার কথা বুঝতে পারতেন, যেন সেগুলি তাঁর নিজের সমস্যা। আধুনিককালে সম্ভবত তিনিই যথার্থ বিশ্বমানব, সর্বাত্মক সর্বজনীন মনের অধিকারী।' এই বিশ্বমানবের পরম চেতনায় সব কিছু এক মহান ঐক্যে পরিণত হয়েছিল—নিবেদিতা তাও লক্ষ্য করেছেন।

নিবেদিতা বলেছেন : 'বিশ্বমানব রামকৃষ্ণ বাস করেছেন যে কক্ষে সেখানে উপকরণ বাহুল্য আদৌ ছিল না, নিঃস্বতার সাক্ষী তার সর্বত্র, কিন্তু আকিঞ্চনের এত সৌন্দর্যও আর কখনও দেখিনি।'

যে মহান ঐক্য শ্রীরামকৃষ্ণের চেতনায় পরিস্ফুট হয়েছিল... 'তার প্রশস্তি আজও সেই ছোট্ট ঘরটিকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। যে ঘরটিতে একদা তিনি বাস করতেন এবং সেই বিরাট ধ্যানতরুর নিচে আজও তা বিরাজ করছে এক পরাক্রান্ত উপস্থিতির মতো।'

নিবেদিতা শ্রীরামকৃষ্ণের লোকোত্তর বিরাট ব্যক্তিত্ব ও আলোকসামান্য মনীষা ফুটিয়ে তুলেছেন। সাক্ষ্য প্রমাণ দিতেও ভোলেননি, 'বড় বড় পণ্ডিত ও প্রবল প্রতাপশালী ব্যক্তিগণ এখানে এসে গৌরবান্বিত বোধ করতেন এবং প্রভুর কাছে তাদের মনে হতো যেন শিশু।' প্রমাণস্বরূপ নিবেদিতা উল্লেখ করেছেন—কেশবচন্দ্রের শ্রীরামকৃষ্ণের সান্নিধ্যে এসে ঈশ্বরের মাতৃভাবের সাধনায় উদ্বুদ্ধ হওয়ার কথা। শুধু কেশবচন্দ্র কেন, ভারতের সমগ্র মনীষাই অনেকখানি শ্রীরামকৃষ্ণের স্পর্শে উন্মোচিত। এই মনীষাই নতুন যুগে ভারতের অগ্রগতির পথনির্মাণ করেছে। ছোট্ট একটি মন্তব্যে বলেছেন : 'বর্তমান ভারতে অনেক শক্তিমান ব্যক্তিই বাল্যকালে তাঁর পদপ্রান্তে বসেছেন।' আধুনিক পণ্ডিতদের ভ্রান্ত নিরসনের জন্যই নিবেদিতা বলেছেন, 'প্রায় নিরক্ষর এই মানুষটি কিন্তু মৌলিক চিন্তা ও ব্যাপক অনুশীলনের ক্ষেত্রে বিরাট পণ্ডিত।

রামকৃষ্ণ পরমহংস

কিন্তু তিনি ছিলেন অসাধারণ শ্রুতিধর, যার ফলে অনুবাদ-সহ সংস্কৃত শব্দগুলিতে নির্ভুলভাবে মনে রাখতে পারতেন এবং নানা সময়ে বিপুল সংখ্যক গ্রন্থপাঠ ও আবৃত্তি করে শোনানোর জন্য তাঁর জ্ঞানভাণ্ডার অসাধারণ বিরাট হয়েছিল।'

শ্রীরামকৃষ্ণের মনীষা-দিব্যত্ব অসাধারণ। এই দিকটির ওপর নিবেদিতা আলোকপাত করেছেন 'তাঁর সংস্পর্শে এসে লোকেরা অনুভব করত এমন এক শক্তি যার কূল-কিনারা তারা করতে পারত না। এমন জ্ঞানরাশি তাঁর মধ্য হতে উৎসারিত হতো, যার গভীরে প্রবেশ করার সাধ্য ছিল না তাদের'।

আরও একটি মন্তব্য : 'তিনি যেন একটি মহান সঙ্গীত ; ওই সঙ্গীত যার স্পর্শ বয়ে আনছে, তার সান্নিধ্যে থেকে তার আভাস যেন পেত সমাগত মানুষেরা, তারপর যখন আপন আপন দৈনন্দিন কাজে তারা ফিরে যেত তখন তারা আরও প্রাজ্ঞ, আরও মধুর, আরও বলীয়ান হয়ে উঠেছে', নিবেদিতা শ্রীরামকৃষ্ণের শ্রেষ্ঠ শিক্ষাদর্শের রূপটিও উদ্‌ঘাটিত করেছেন। সর্বোপরি তারা সেই পরমসত্যের মহাসমুদ্র অবগাহন করছিল, তাঁর মধ্য দিয়ে তারা সেখানে নিত্য প্রবেশাধিকার পেত। নিবেদিতা শ্রীরামকৃষ্ণের ধর্মসমন্বয়বাণীর বিষয়ে তাঁর সিদ্ধান্ত : 'ধর্মসংস্কৃতির চূড়ান্ত রূপ সম্বন্ধে মানুষের পক্ষে সর্বোচ্চ যে কল্পনা করা সম্ভব তিনি ছিলেন তারই পূর্ণ সিদ্ধি।'

'The Master as I saw Him' গ্রন্থে নিবেদিতা বলেছেন : 'তাঁর আগে ভারতে কেউ ক্রমান্বয়ে খ্রিস্টান, মুসলমান ও বৈষ্ণব হয়নি।' সকল ধর্মকে গ্রহণ করে সকল মানুষকে শ্রীরামকৃষ্ণ কাছে টেনে নিয়েছিলেন পরম প্রেমে। তাঁর এই মানবপ্রেমের অসাধারণত্ব উদ্ঘাটিত করেছেন নিবেদিতা : 'এই মানুষটির ভালবাসায় কোথাও কোন সীমারেখা ছিল না... সমগ্র পৃথিবীর প্রতিটি মানুষের মুক্তিই ছিল তাঁর কাম্য।'

এই গ্রন্থে নিবেদিতা বলেছেন—'রামকৃষ্ণ প্রাচীন ভারতের প্রজ্ঞামূর্তি আর বিবেকানন্দের মধ্যে আধুনিক যুগ উত্তরিত হয়েছে নতুন মহান ভবিষ্যতের পথে'।

নিবেদিতা বর্ণনা করতে ভোলেননি শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর সাধনপথের পরিক্রমায় নারীজীবনের মুক্তির দ্বার কিভাবে উন্মোচিত করেন। নিবেদিতাই আমাদের শ্রীরামকৃষ্ণের মধ্যে এই বিশ্বমাতৃত্বের বিশ্ববিমোহন মূর্তিটি উদ্‌ঘাটন করে দেখিয়েছেন। নিবেদিতা শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দকে 'অখণ্ড ব্যক্তিত্ব' বলেই গ্রহণ করেছেন। বুদ্ধের মধ্যে নিবেদিতা শ্রীরামকৃষ্ণকে দেখতেন, শ্রীরামকৃষ্ণের মধ্যে বুদ্ধকে। নিবেদিতার কাছে সারদাদেবী ছিলেন চিরজননী মেরিমাতার দেহধারিণী প্রতিনিধি। নিবেদিতা তাঁর ধাবমান জীবনের নানা পর্যায় থেকে বারবার ফিরে আসতেন শ্রীমায়ের কাছে আলোকের, আনন্দের ও শান্তির সন্ধানে। শ্রীমায়ের সঙ্গে নিবেদিতার প্রথম সাক্ষাৎ ১৭ মার্চ, ১৮৯৮। 'ওই বৎসর শ্রীমা জয়রামবাটী হইতে আগমন করিয়া বাগবাজার ১০/২ নং বোসপাড়া লেনে অবস্থান করিতেছিলেন'। নিবেদিতার জীবনীকার প্রকাশিকা মুক্তিপ্রাণা জানিয়েছেন, ''ওই দিনটি সম্বন্ধে নিবেদিতা ওরফে মার্গারেট তাঁর ডায়েরিতে লিখেছিলেন, 'Day of days'—অর্থাৎ স্মরণীয়তম দিন।''

বস্তুত শ্রীসারদামায়ের মধ্যে নিবেদিতা এক ঐশী মহিমা দেখতে পেয়েছিলেন। নিবেদিতা শ্রীমা সম্বন্ধেই বলেছেন—'ঈশ্বরের মহত্তম সৃষ্টিগুলি নীরব, শান্ত, যেমন শ্রীমা'। নিবেদিতার সত্যসন্ধানী দৃষ্টিতে ধরা পড়েছিল আপাতবৈচিত্র্যহীন জীবনের অন্তর্নিহিত সৌন্দর্য ও শক্তি এবং শ্রীমায়ের চরিত্রমাধুর্য ও মহিমা।

গ্রামের পথে শ্রীমা

'মায়ের কথা' গ্রন্থে থেকে জানতে পারি শুধু স্নেহ নয়, মাতা তাঁর কন্যাকে শ্রদ্ধাও করেছেন। শ্রীসারদা দেবী নিবেদিতা সম্বন্ধে বলেছেন—'যেন দেবী'।

শ্রীসারদা মায়ের চিনতে ভুল হয়নি এ মেয়ে তো ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের 'স্বপ্নে দেখা দেওয়া সেই মেয়ে (যে স্বপ্নের কথা রামকৃষ্ণ সারদামণিকে বলেছিলেন) যার বাইরে সাদা, ভেতরেও সাদা।' শ্রীমা সারদার অন্তরঙ্গ 'স্নেহ-সান্নিধ্য ধন্যা' হয়ে নিবেদিতা মন্তব্য করেছিলেন—'আমার সব সময়ে মনে হইয়াছে তিনি যেন ভারতীয় নারীর আদর্শ সম্বন্ধে শ্রীরামকৃষ্ণের শেষ বাণী।'

১৯১০ সালের গোড়ায় প্রকাশিত 'আচার্যদেব' গ্রন্থে নিবেদিতা বিস্তারিতভাবে শ্রীমায়ের কথা লেখেন। ঠিকভাবে বলতে গেলে এই প্রথম বৃহত্তর পৃথিবীর কাছে শ্রীমায়ের জীবন এবং ব্যক্তিমহিমা উপস্থাপিত হয়েছিল।

নিবেদিতার দৃষ্টিতে সারদামাতা ও মেরিমাতা ছিলেন অভিন্ন। আমেরিকার বোস্টনে পীড়িতা মিসেস বুলের জন্য গির্জায় প্রার্থনান্তে ফিরে এসে ডায়েরিতে লেখেন — 'গির্জায় গিয়েছিলাম। সারদাদেবীকে আমাদের মেরী মাতা বলে মনে হলো। তাঁর সান্নিধ্য শুদ্ধিকর। শ্রীরামকৃষ্ণের অভিপ্রায়, আমরা সকলেই তাঁর (শ্রীমার) মতো হই।

শ্রীমায়ের কাছে নিবেদিতা ছিলেন 'আদরের খুকী', মুগ্ধ অনুগত কন্যা। স্নেহের সঙ্গে শ্রদ্ধা মিশিয়ে সারদা মা নিবেদিতাকে বলতেন :— 'আমার প্রাণের সরস্বতী'।

মুক্তিপ্রাণার জীবনীতে পাই : ''১৯০৯ খ্রীস্টাব্দের ২৩শে মে 'উদ্বোধন' বাটীতে শ্রীমার শুভ পদার্পণ হয়। পাশ্চাত্য হইতে প্রত্যাবর্তনের পর তাঁহাকে নিজভবনে প্রতিষ্ঠিত দেখিয়া নিবেদিতা অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন। ম্যাকলাউডকে লিখিলেন, 'বহুদিন পরে নিজের জায়গায় ফিরিয়া আসিয়া ও শ্রীমার সান্নিধ্যলাভ করিয়া আমি বিশেষ আনন্দিত'।'

নিবেদিতা নিজেকে ধন্য মনে করেছিলেন, যেদিন বাগবাজারে নিবেদিতার বালিকা বিদ্যালয়টির উদ্বোধনে বা প্রাণপ্রতিষ্ঠার দিনে (১৩ নভেম্বর, ১৮৯৮) স্বয়ং সারদাদেবী এসেছিলেন।

পূজার আসনে শ্রীমায়ের মূর্তি নিবেদিতাকে এমনই অভিভূত করত যে ওই সময়ে তিনি বারবার উল্লেখ করেছেন তাঁর নানা রচনায় ও চিঠিপত্রে।

মুক্তিপ্রাণা লিখেছেন : '১৯০৬ সালে মা বাগবাজারে ছিলেন। ওই বৎসর ৮ই মার্চ শ্রীরামকৃষ্ণের

জন্মতিথিতে নিবেদিতা সকালে উঠিয়াই মঠে গিয়াছিলেন। মঠ হইতে ফিরিয়া শ্রীমার নিকট গিয়া দেখিলেন, তিনি পূজায় বসিয়াছেন। সেই পূজারতা মূর্তির দিকে চাহিয়া নিবেদিতার অন্তর এক প্রশান্ত আনন্দে পূর্ণ হইয়া গেল। তিনি ডায়েরিতে লিখিয়াছেন। 'শ্রীমা যখন পূজা করিতে বসেন তাহাকে কী সুন্দর দেখায়! সেই মুহূর্তে আমি তাঁহাকে সর্বাপেক্ষা ভালবাসি'।'

শ্রীমাকে প্রথম ক্যামেরায় ধরে রাখার চেষ্টাতে নিবেদিতার বিশেষ ভূমিকা ছিল। শ্রীমায়ের যে ছবিটি এখন ঘরে পূজিত, সেটি তোলার ব্যবস্থা সারা বুল ও নিবেদিতাই করেছিলেন। নিবেদিতার আবাসে মায়ের ছবি তোলা হয়েছিল। নিবেদিতার কাছে শ্রীরামকৃষ্ণের সাক্ষাৎ প্রতিনিধি ছিলেন শ্রীমা সারদা। তাই তাঁর পরামর্শ ছাড়া নিবেদিতার পক্ষে অভিনব কোনো কাজ ছিল না। স্বামীজির 'জ্যান্ত দুর্গা' সারদা মা নিবেদিতার চোখে হয়ে উঠেছিলেন জগতের মহত্তমা নারী। স্বামীজিকে বাদ দিলে সম্ভবত নিবেদিতাই একজন বিদেশিনি হয়ে সর্বপ্রথম বৌদ্ধিক এষণায় শ্রীশ্রী মায়ের স্বতন্ত্র মহিমা ও স্বরূপকে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন।

নিবেদিতা তাঁর বহু চিঠিপত্রের মধ্যে শ্রীশ্রীমার স্নেহ ও ঐশী ভালবাসার যে চিত্র অঙ্কন করেছেন তা যেমন উচ্চভাবময়, তেমনই অননুকরণীয় অনুভূতির গভীরতায় ভরপুর। মায়ের অনাড়ম্বর অথচ সহজ উদারতা, স্বচ্ছবুদ্ধি, গভীর আধ্যাত্মিক শক্তি চেনবার মতো দৃষ্টি তাঁর ছিল। সেজন্য তিনি লিখেছেন : 'তিনি অনাড়ম্বর সহজতম সাজে পরম শক্তিময়ী মহত্তমা এক নারী।' ভারতে নিবেদিতার সকল কর্মপ্রেরণার উৎস ছিল শ্রীশ্রীমায়ের আশীর্বাদ। নিবেদিতা লিখেছেন, 'শ্রীরামকৃষ্ণ কোন কিছু করবার আগে তাঁর (শ্রীমায়ের) পরামর্শ সর্বদা নিতেন।'

নিবেদিতার অন্তর্দৃষ্টিতে শ্রীমা ছিলেন 'ধ্রুবমন্দির'—সে-মন্দির ভালবাসায় ভরা। পবিত্রতা, সেবা ও ভালবাসার পরিপ্লাবী শক্তিতে মানুষের অন্তরকে জয় করে শ্রীমা 'রামকৃষ্ণ-সাম্রাজ্য' শাসনের অধিকার অর্জন করেছিলেন। আর নিবেদিতা মায়ের ধ্রুবমন্দিরে দীপ হাতে দীপান্বিতা এক পূজারিনি। তাঁর হাতে ধরা সেই দীপের আলোয় তিনি যেমন নিজের মাকে দেখেছেন, তেমনি আমাদেরও দেখিয়েছেন জগজ্জননীর মুখ॥

শ্রীমা সারদামণি

ভারতমাতা নিবেদিতা

সোমা মুখোপাধ্যায়

ভারতমাতা: অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

উনিশ শতকের বাংলায় সমাগম হয়েছিল বহু মনীষীর। আপন আপন মার্গে বিচরণ করে তাঁরা প্রত্যেকেই জাতীয় জাগরণের ক্ষেত্রটিকে প্রস্তুত করতে চেয়েছিলেন। লক্ষ্য ছিল একটাই, পরাধীন দেশমাতৃকাকে বিদেশি শাসনের শৃঙ্খলমুক্ত করা। এমনই এক মনীষী ভারত উপাসিকা ভগিনী নিবেদিতা। জন্মসূত্রে ভারতীয় না হলেও তাঁর বহুমুখী কর্মের মাধ্যমে তিনি ভারত ও ভারতবাসীরে অকৃত্রিম ভালোবাসার স্বাক্ষর রেখে গিয়েছেন। মাত্র ৪৪ বছরের স্বল্পকালীন সময়ের মধ্যে এই ভারতভূমে তিনি অতিবাহিত করেছেন একদশকের কিছু বেশি সময়কাল, গুরুদেব বিশ্বজয়ী বিবেকানন্দের বাণী ও শিক্ষাকে বাস্তবায়িত করার কাজে।

১৮৯৮ সালে স্বামীজির আহ্বানে এদেশের মাটিতে পদার্পণ করেন তিনি। এরপর ধর্ম, রাজনীতি, শিক্ষা, সেবা, সাহিত্য, শিল্প প্রতিটি দিকেই তাঁর উজ্জ্বল উপস্থিতি আমরা প্রত্যক্ষ করি। বিশ শতকের সূচনায় বাংলার শিল্প আন্দোলন বিশেষ করে চিত্রশিল্পে যে সৃষ্টিশীলতা দেখা যায় যা পরবর্তী স্বদেশি আন্দোলনের ধারাটিকে আরও মজবুত করে তোলে, তার রূপকার হিসাবে ভগিনী নিবেদিতার ভূমিকা অপরিসীম। এই প্রসঙ্গে অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ‘ভারতমাতা’ চিত্রটি বিশেষভাবে উল্লেখ্য। বলা বাহুল্য, অবনীন্দ্রনাথ ও তাঁর শিষ্য নন্দলাল প্রমুখের বিভিন্ন ছবি নিয়েই আলোচনা করেছিলেন নিবেদিতা, কিন্তু ভারতমাতা ছবিটি একেবারেই স্বতন্ত্র। এই ছবিটিতে নিবেদিতার ভাবাদর্শ আর অবনীন্দ্রনাথের মননশীলতা এমনভাবে মিশেছে, যার অনেকটা এখনো অব্যক্ত রয়ে গেছে, ভারতমাতা চিত্রটি নিয়ে বহু আলোচনার পরেও।

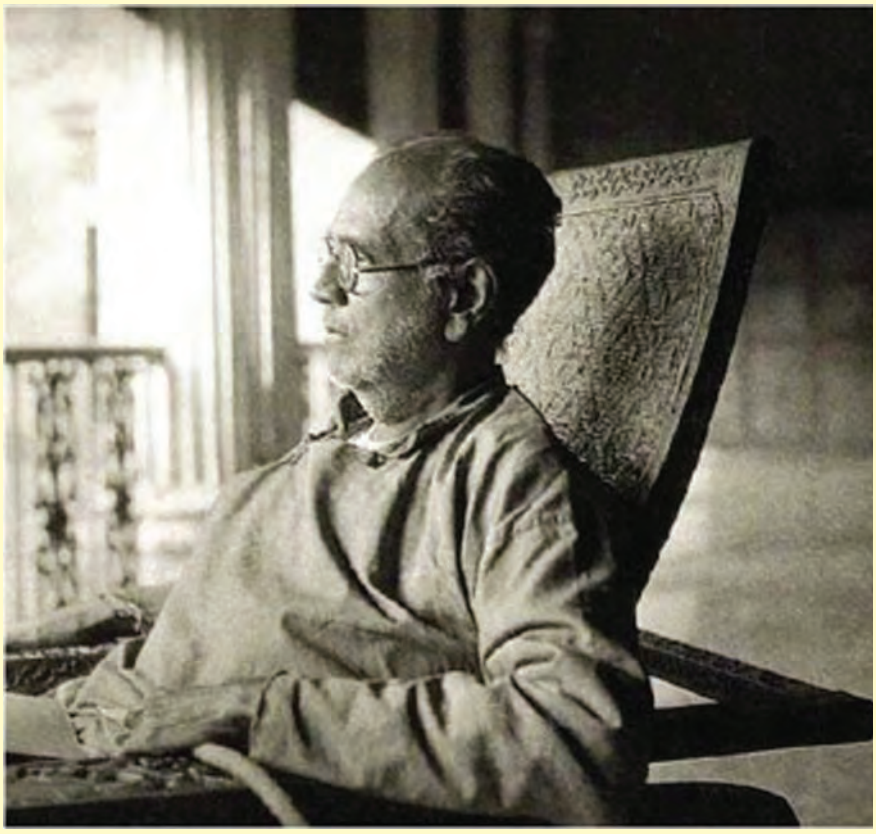

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ভারতমাতা ছবিটি আঁকা হয় স্বদেশি আন্দোলনের সময়ে। একথা জানা যায় অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ঘরোয়া বইটি থেকে। জাপানি ওয়াশ বা বর্ণ লেপন পদ্ধতির সঙ্গে দেশীয় চিত্রাঙ্কন শৈলীর মিশেলে এই ছবি এঁকেছিলেন তিনি। অনেকের মতে ১৯০২ সালে বঙ্গমাতার যে ছবি আঁকেন অবনীন্দ্রনাথ, সেই ছবিই ১৯০৫ সালে হয় ভারতমাতা এবং এই নামকরণ ছিল নিবেদিতার। একজন জাপানি চিত্রশিল্পী সেটিকে বড়ো করে পতাকা বানিয়ে ছিল, যেটি নিয়ে স্বদেশী আন্দোলনের সময় অর্থ সংগ্রহ করা হত।

১৯০৬ সালের জুন মাসে *ভাণ্ডার* পত্রিকায় ভারতমাতার ছবিটি ছাপা হয়। ভারতীয় শিল্পের পুনর্জাগরণ নিয়ে ইতিমধ্যেই লিখেছিলেন নিবেদিতা, যেখানে তিনি প্রকৃত ভারতীয় শিল্পের জন্য উন্মুখ হয়েছিলেন যে শিল্প ভারতবাসীর প্রকৃত সত্তার জাগরণ ঘটাবে। কেননা তৎকালীন সময়ে ইংরেজরা যে আর্ট স্কুল স্থাপন করে সেখানে ইউরোপীয় পদ্ধতিতে ছবি আঁকা শেখানো হত। প্রথমদিকে অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরও ওই একই ঘরানাতে ছবি আঁকা শিখেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও হ্যাভেল সাহেবের সংস্পর্শে এসে দেশিরীতি অর্থাৎ মুঘল-রাজপুত চিত্রকলার স্টাইলে তিনি ছবি আঁকা শুরু করেন কিন্তু তা পরিণতি লাভ করে নিবেদিতার সঙ্গে তাঁর পরিচয়ের পর। নিবেদিতা তাঁর ভাবজগতে যে মানসকল্পনার সঞ্চার করেন তারই প্রতিফলন ঘটে ভারতমাতা চিত্রটিতে। ভারতীয় ভাবনা ও মননে দেশমাতৃকার রূপকল্প কী হওয়া উচিত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর নিজস্ব শিল্পশৈলীতে সেটিই মেলে ধরেন ভারতমাতায়। এ বিষয়ে বিশদে যাবার আগে নিবেদিতার কলমে অবনীন্দ্রনাথের ভারতমাতা কেমন ছিলেন, তার সামান্য বর্ণনা দিচ্ছি, যেটি প্রকাশিত হয় ১৩১৩ খ্রিস্টাব্দের প্রবাসী পত্রিকার ভাদ্র সংখ্যায় এবং বিস্তারিতভাবে ইন্ডিয়ান ওয়ার্ল্ড পত্রিকায়—

'ছবিতে ভারতমাতা দাঁড়িয়ে আছেন সবুজ জমিতে। পিছনে নীল আকাশ। ক্ষুদ্র সুন্দর চরণদুটির নীচে চারটি অস্পষ্ট শ্বেতপদ্ম। তাঁর চারিহস্ত ভারতীয় ভাবনায় যা দেবশক্তির দ্যোতক। পরিধানের শাড়িতে কঠোর শুচিতা। নয়ন ও ললাটে পরম স্বচ্ছতা—পিছনে

বিস্তৃত শুভ্র জ্যোতিচক্র—স্তব্ধ করে দেয় সম্ভ্রমে। শিক্ষা-দীক্ষা-অন্ন-বস্ত্র–সন্তানের জন্য এই চারটি দান মাতার চতুর্ভুজে।' স্বপ্নের ছবিটি দেখে উচ্ছ্বসিত নিবেদিতা নিজেকে ব্যক্ত করেছেন এইভাবে—

'এই ছবিখানি ভারতীয় চিত্রশিল্পে এক নবযুগের প্রারম্ভ সূচনা করিবে বোধ হয়। সত্য বটে ভাব ও চিন্তা ব্যক্ত করিবার আধুনিক যুগের সর্ববিধ উপায়ের সাহায্য লইয়া অবনীন্দ্রবাবু এই ছবি আঁকিয়াছেন; কিন্তু তাহা হইলেও চিত্রপটকে তৎকর্তৃক পরিব্যক্ত মানসিক আদর্শটি খাঁটি ভারতের জিনিস, আকার-প্রকারও ভারতীয়। পদ্মগুলির বক্ররেখা ও শিরোবেষ্টক প্রভাবমণ্ডলের শুভ্র দীপ্তি সংযোগে এশিয়োদ্ভূত কল্পনাজাত মূর্তিটির সৌন্দর্য বৃদ্ধি পাইয়াছে। ইহাই প্রথম উৎকৃষ্ট ভারতীয় চিত্র, যাহাতে একজন ভারতীয় শিল্পী যেন মাতৃভূমির অধিষ্ঠাত্রীকে—ভক্তিদায়িনী, বিদ্যাদাত্রী, বসনদায়িনী, অন্নদা মায়ের আত্মাকে—দেশরূপী শরীর হইতে স্বতন্ত্র করিয়া তাঁহার সন্তানগণের মানসনেত্রে তিনি যেরূপে প্রতিভাত হন, সেইভাবে অঙ্কিত করিয়াছেন। মায়ে শিল্পী কি দেখিয়াছেন, তাহা এই চিত্রে আমাদের সকলের কাছে বিশদ হইয়া গিয়াছে কুহেলিকার মতো, অস্পষ্ট পদ্মরাজি ও শ্বেত আভা, তাঁহার চারিবাহুও অনন্ত প্রেমেরই মতো, তাঁহাকে অতিমানব করিয়া রাখিয়াছে। অথচ তাঁহার শাঁখা, তাঁহার সর্ব্বদেহাচ্ছাদক পরিচ্ছদ, তাঁহার খালি পা, তাঁহার খোলা, অকপট মুখের ভাব, এই সকলে তিনি কি আমাদের পরম আত্মীয়, আমাদের হৃদয়ের হৃদয়, একাধারে ভারতের মাতা ও দুহিতা বলিয়া প্রতিভাত হইতেছেন না? প্রাচীনকালের ঋষিদিগের নিকট বৈদিক উমা যেমন ছিলেন?' নিবেদিতার ভাবমূর্তিটিকে একেবারে হৃদয়ঙ্গম করেই অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর যেন রচনা করেছিলেন তাঁর এই চিত্রকল্প।

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের উমা

'জোড়াসাঁকোর ধারে' বইটিতে অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর নিবেদিতার সঙ্গে তাঁর প্রথম দেখাটিকে এইভাবে বর্ণনা করেছেন, 'প্রথম তাঁর সঙ্গে আমার দেখা আমেরিকান কনসালের বাড়িতে। ওকাকুরাকে রিসেপসন দিয়েছিল, তাতে নিবেদিতাও এসেছিলেন। গলা থেকে পা পর্যন্ত নেমে গেছে সাদা ঘাগরা, গলায় ছোট্ট ছোট্ট রুদ্রাক্ষের একছড়া মালা ; ঠিক যেন সাদা পাথরে গড়া তপস্বিনীর মূর্তি একটি, যেমন ওকাকুরা একদিকে, তেমনি নিবেদিতা আর একদিকে। মনে হল যেন দুই কেন্দ্র থেকে দুটি তারা এসে মিলেছে। সে যে কি দেখলুম কি করে বোঝাই।' এরপর আর্ট সোসাইটির পার্টিতে জাস্টিস হোমিউডের বাড়িতে অবনীন্দ্রনাথের আমন্ত্রণেই এসেছিলেন তিনি, সেই স্মৃতিও ছিল অবনীন্দ্রনাথের কাছে অমলিন, 'পার্টি শুরু হয়ে গেছে। একটু দেরি করেই এসেছিলেন তিনি। বড় বড় রাজারাজড়া সাহেব-মেম গিসগিস করছে। অভিজাতবংশের বড়ঘরের মেম সব, কত তাদের সাজসজ্জার বাহার, চুল বাঁধবারই কত কায়দা, নামকরা সুন্দরী অনেক সেখানে। তাদের সৌন্দর্যে ফ্যাশানে

চারদিক ঝলমল করছে। হাসি-গল্প-গানে-বাজনায় মাত্। সন্ধে হয়ে এল, এমন সময়ে নিবেদিতা এলেন। সেই সাদা সাজ, গলায় রুদ্রাক্ষের মালা, মাথার চুল ঠিক সোনালি নয়, সোনালি-রূপোলিতে মেশানো, উঁচু করে বাঁধা। তিনি যখন এসে দাঁড়ালেন সেখানে, কি বলব যেন নক্ষত্রমণ্ডলীর মধ্যে চন্দ্রোদয় হল। সুন্দরী মেমরা তাঁর কাছে যেন এক নিমেষে প্রভাহীন হয়ে গেল 'সুন্দরী' 'সুন্দরী' কাকে বল তোমরা জানিনে। আমার কাছে সুন্দরীর সেই একটা আদর্শ হয়ে আছে। কাদম্বরীর মহাশ্বেতার বর্ণনা—সেই চন্দ্রমণি দিয়ে গড়া মূর্তি যেন মূর্তিমতি হয়ে উঠল।'

ভগিনী নিবেদিতা

নিবেদিতার দেহত্যাগের পরও অবনীন্দ্রনাথ প্রসঙ্গক্রমে বারবার তাঁর কথা বলেছেন, তাঁর ভাবমূর্তির কথা বলেছেন—

'সাজগোজ ছিল না। পাহাড়ের ওপর চাঁদের আলো পড়লে যেমন হয় তেমনি ধীর-স্থির মূর্তি তাঁর। তাঁর কাছে গিয়ে কথা কইলে মনের বল পাওয়া যেত। নিবেদিতার কি একটা মহিমা ছিল ; কি করে বোঝাই সে কেমন চেহারা। দুটি যে দেখিনে আর, উপমা দেব কি।'

নন্দলাল বসু

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে নিবেদিতার আমেরিকান কনসলের বাড়িতে প্রথম দেখার সময়টিকে প্রয়াত শংকরীপ্রসাদ বসু মহাশয় ১৯০২ সালের ঘটনা বলেছেন। আমরা দেখেছি ১৯০২ সালেই অবনীন্দ্রনাথ বঙ্গমাতার ছবিখানি এঁকেছিলেন, যে ছবি পরে ভারতমাতা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। মনে হয় ১৯০২ সালে বঙ্গমাতা ছবিতেই তিনি নিবেদিতার এই ভাবমূর্তির সঙ্গে কল্পনার মিশেলে রূপ দিয়েছিলেন দেশমাতৃকার আদর্শ চিত্র। এরপর যত নিবিড় হয়েছে তাঁদের পরিচয় ততোই পরিণত হয়েছে সে ছবি কেননা অবনীন্দ্র শিষ্য নন্দলালের কথা থেকে জানা যায়, '১৯০২ সালের বঙ্গমাতা ছবিটি আর্টস্কুলের অবনীবাবুর ফিনিশ করা বিখ্যাত ছবি।' আবার

অন্যত্র তিনিই বলছেন, 'আমি যখন আর্টস্কুলে ভরতি হই, অবনীবাবু তখন বঙ্গমাতার ছবি ফিনিশ করছেন। কিন্তু সে ছবিখানা দুটুকরো হয়ে গেছে, মধ্যিখানের ভাঁজে ক্র্যাক করেছে।' নন্দলাল আর্ট স্কুলে ভর্তি হন ১৯০৫ সালে। তাহলে কি অবনীন্দ্রনাথ ১৯০২ সালের বঙ্গমাতা ছবিটির আদলে ১৯০৫ সালে নতুন করে ভারতমাতার ছবি এঁকেছিলেন? শংকরীপ্রসাদ বসু মহাশয়ও এমনটাই অনুমান করেছেন। তা যদি হয়, তাহলে বলতে দ্বিধা নেই ১৯০৫ সালের ভারতমাতা চিত্রটিতে নিবেদিতার রূপকল্প আরও গভীরভাবে প্রস্ফুটিত হয়েছে।

ভারতমাতা চিত্রটিকে নিবেদিতা শুধু 'মাস্টারপিস' বলেই ক্ষান্ত হননি, ছবিটির লক্ষ লক্ষ পুনর্মুদ্রণ করে কেদারনাথ থেকে কন্যাকুমারী পর্যন্ত প্রতিটি ছবি, কারুশিল্পীর ঘরে তা পৌঁছে দেবার অভিপ্রায়ও ব্যক্ত করেছেন। নিবেদিতার ভারতশিল্প সম্বন্ধে শিক্ষা স্বামীজির কাছ থেকে। ভারতীয় তথা প্রাচ্য শিল্পের মূল সুর এবং পাশ্চাত্য শিল্পের সঙ্গে পার্থক্যের বিষয়টিই তিনি অনুপ্রবেশ ঘটিয়েছিলেন অবনীন্দ্রনাথের চিন্তাধারায়। নিবেদিতা তাঁর 'The function of Art in shaping Nationality' প্রবন্ধে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলেছিলেন, 'মহান স্টাইলের বৈশিষ্ট্য হল তা আত্মঅবমাননা না করে নতুন জ্ঞানকে আত্মসাৎ করতে পারে।' নিবেদিতার ভাবশিষ্য অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর যথার্থভাবেই অনুধাবন করেছিলেন বস্তুরূপ নয়, ভাবরূপের উন্মোচনই হল ভারতশিল্পের মর্মকথা—শিল্পীর পক্ষে হস্তের নিপুণতা যেমন, মনের ভাবগ্রাহিতা এবং মস্তিষ্কের উদ্ভবনা শক্তিও তেমন আবশ্যক। '....হস্তের নিপুণতা মানুষের আয়ত্তাধীন, কিন্তু ভাবের স্ফূর্তি এবং জ্ঞানের উন্মেষ সুকৃতিবলে কদাচিৎ মানুষ লাভ করে।' অবনীন্দ্রনাথ তাঁর এই জ্ঞানের উন্মেষ সুকৃতিবলে লাভ করেছিলেন নিবেদিতার কাছ থেকে। প্রখ্যাত চিত্রসমালোচক মৃণাল ঘোষও তাই যথার্থভাবেই বলেছেন, ''ভারতমাতা ছবিটির রূপাবয়বের আদর্শ ছিলেন নিবেদিতা। আবার নিবেদিতার উদ্যোগে 'বঙ্গমাতা'র 'ভারতমাতা'য় উত্তরণ।''

অবনীন্দ্রনাথের ভারতমাতা ছবিটিকে সমালোচনা করে অনেকে বলেছেন বহুধর্মের এই দেশে ভারতমাতা কেন হবেন একজন হিন্দু দেবী? কিন্তু ছবিটিকে যদি নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করা যায় তাহলে কি দেখতে পাই আমরা ? ভারতমাতা কি কোনো অতীন্দ্রিয় দেবী না কি অনন্তের অন্বেষণে কোনো মানবীসত্তার অন্তর্নিহিত প্রকৃত রূপটিরই আত্মপ্রকাশ ? ইহ জাগতিক চেতনা (খাদ্য ও বস্ত্র) থেকে চৈতন্যর (জ্ঞান ও শিক্ষা) পথে যাত্রা। অনেকে আবার বলেন ভারতমাতা ছবিটিতে আবেগের অভাব রয়েছে, যা সমকালীন

লিবার্টি দ্য পিপল: ইউজিন দ্যলাক্রোয়া

পরাধীন ভারতবাসীকে জাগ্রত করবার জন্য খুবই জরুরি ছিল। কোনভাবের কথা বলেছেন তাঁরা? এ প্রসঙ্গে ১৮৩০ খ্রিস্টাব্দে চিত্রিত ইউজিন দ্যলাক্রোয়ার 'liberty leading the people'-এর উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। ইউরোপীয় বস্তুতান্ত্রিক শিল্পকলার নিদর্শন এই ছবিটিকে আবার ভারতমাতার উৎসরূপ বলে মনে করেছেন শিল্প গবেষক শোভন সোম। ভারতীয় চিত্রকলার মূল অর্থ অনুধাবন না করলে হয়তো অবনীন্দ্রনাথও ইউরোপীয় শিল্পের অনুকরণে এমনই ভারতমাতার ছবি আঁকতেন সেভাবে ভারতের পৌরাণিক চিত্রগুলো এঁকেছিলেন রবি বর্মা এবং ভাবের স্ফূর্তি' ও জ্ঞানের উন্মেষবিহীন ওইসব চিত্রগুলোকে তীব্র সমালোচনা করে স্বামীজি বলেছিলেন, 'বড়জোর ওদের (ইউরোপীয়দের) নকল করে এক-আধটা রবি বর্মা দাঁড়ায়। ওসব রবি বর্মা-ফর্মা চিত্রি দেখলে লজ্জায় মাথা কাটা যায়।' অবনীন্দ্রনাথের ভারতমাতা তাই শাশ্বত চিরায়ত ভাবনাকেই প্রতিফলিত করেছে। ইউরোপীয় চিত্রকলার বস্তুতান্ত্রিকতার মোড়কে তিনি তাকে বাঁধতে চাননি।

রবিবর্মার সীতা

আমরা জানি ভারতের স্বাধীনতা বা স্বদেশি আন্দোলনে নিবেদিতার ভূমিকার কথা। কিন্তু কোথাও তাঁকে কি ভারতের স্বাধীনতার পতাকা বা প্রতীকসহ ছবিতে দেখা গেছে ? সবটাই করেছেন তিনি অন্তরালে। তিনিই তো তৈরি করে দিয়েছেন স্বাধীনতা—প্রেমিকদের বজ্রআঁকা পতাকা, আবার তিনিই চেয়েছেন যে যার নিজের জায়গা থেকে নিজের মতো করে স্বদেশি আন্দোলনকে সাহায্য করার। তিনি চাননি শিল্পীরা তুলি ছেড়ে বন্দুক ধরুক। ভারতের শিল্প-সংস্কৃতির চর্চার মধ্যে দিয়ে জাতীয় জাগরণের ক্ষেত্রটাই তাঁরা প্রস্তুত করুন এমনটাই ছিল তাঁর চাওয়া। আমাদের কাছে নিবেদিতা বহুব্যক্তরূপে প্রতিভাত। একদিকে তিনি যেমন 'খাপ খোলা তলোয়ার' তেমন অন্যদিকে ধীর-স্থির তপস্বিনী এই দ্বিতীয়রূপেই অবনীন্দ্রনাথ তাঁকে দেখেছিলেন এবং তা ব্যক্ত করেছিলেন শিষ্য নন্দলাল বসুর কাছে, 'ঠিক যেন তপস্বিনী উমাকে দেখলাম।' নিবেদিতার বিভিন্ন বইয়ের জন্য অবনীন্দ্রনাথ নানা ছবি এঁকে থাকলেও নিবেদিতার কোনো প্রতিকৃতি আঁকেননি। হয়তো মানসপটে আঁকা নিবেদিতার চিত্রের সঙ্গে সেই প্রতিকৃতি কোনো সাদৃশ্য থাকত না বলেই তিনি তা করতে চাননি। তাঁর প্রেরণাস্বরূপ ভাবমূর্তিই ব্যবহার করেছেন ছবিতে। ভবিষ্যতে ভারতমাতা ছবিটির গবেষণাই হয়তো আরও তথ্য দিতে পারবে। পরিশেষে শংকরীপ্রসাদ বসুকে অনুসরণ করে বলা যায় সত্যিই 'দিব্যচক্ষু' ছিল এই শিল্পীর। ভগিনীর অন্তর্নিহিত রূপটি তিনি যথার্থই অনুধাবন করেছিলেন।

গ্রন্থঋণ—

বসু শঙ্করীপ্রসাদ, নিবেদিতা লোকমাতা (চতুর্থ খণ্ড), আনন্দ, কলকাতা, অগ্রহায়ণ ১৪২২

প্রব্রাজিকা মুক্তিপ্রাণা—ভগিনী নিবেদিতা, সিস্টার নিবেদিতা গালর্স স্কুল, কলকাতা, জানুয়ারি ২০১৭

মৃণাল ঘোষ—স্বদেশী আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে ভারতমাতা, আনন্দবাজার পত্রিকা, ১১ জুন, ২০১৬

ভারতের মুক্তিসাধনায় নিবেদিতা

অশোককুমার রায়

ভারতের মুক্তিসংগ্রামে তথা বাংলার জাতীয় ও বিপ্লব আন্দোলনে ভগিনী নিবেদিতার অবদান অপরিসীম ও অনস্বীকার্য। মূলত জ্বলন্ত দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ ভগিনী নিবেদিতার বিরাট কার্যক্রমকে বাদ দিয়ে ভারতের স্বাধীনতার আন্দোলনকে স্বীকার করা যায় না। নিবেদিতার নাম বাংলা তথা ভারতের জাতীয় আন্দোলনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে রয়েছে।

স্বামীজির তিরোধানের পর তাঁর সেই আরব্ধ কাজকে রূপায়ণের জন্য তাঁরই যোগ্যতমা শিষ্যা নিবেদিতার আবির্ভাব ইতিহাসে এক বিস্ময়কর ও যুগান্তকারী ঘটনায় চিরদিনের জন্য জাজ্বল্যমান হয়ে রয়েছে।

নিবেদিতা জাতিতে আইরিশ। ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে আয়ারল্যান্ডের মুক্তি সংগ্রামে তাঁর পিতামহ রেভারেন্ড জন নোব্‌ল অংশগ্রহণ করেছিলেন। নোব্‌লের চরিত্রে এক দিকে যেমন স্বদেশপ্রেমের প্রাবল্য তেমনি ধর্মের প্রতিও ছিল তাঁর ঐকান্তিক অনুরাগ।

পিতা স্যামুয়েল রিচমন্ডও ছিলেন এক ধর্মপরায়ণ আদর্শবাদী পুরুষ। আর্তের সেবায় ও ধর্মপ্রচারে তিনি জীবনপাত করেছিলেন।

মাতামহ হ্যামিলটন ছিলেন আয়ারল্যান্ডের বিশিষ্ট রাজনৈতিক নেতা। একদিকে পিতা, পিতামহ ও পিতামহীর ধর্মানুরাগ, ত্যাগ-সহিষ্ণুতা নিবেদিতার অন্তরকে প্রভাবিত করে, অন্যদিকে মাতামহ হ্যামিলটন সাহেবের দেশপ্রেম ও তেজস্বিতা তাঁর চিত্তে অনুপ্রাণিত হয়।

১৮৯৮ খ্রিস্টাব্দের ২৮ জানুয়ারি নিবেদিতা (মার্গারেট-ই নোব্‌ল) ইংল্যান্ড থেকে ভারতে আসেন। ভারতে পদার্পণের ঠিক দু-মাস পর ২৫ মার্চ বেলুড় মঠে তাঁর দীক্ষা হয়

নিবেদিতার বোসপাড়া লেনের বাড়ি (সংস্কারের আগে)

খ্রিস্টধর্মের একটি বিশেষ পবিত্র দিনে—The day of annunciation—দীক্ষার জন্য এই পবিত্র দিনটি স্বামীজিই স্থির করেন—দীক্ষান্তে স্বামীজিই 'নিবেদিতা' নামকরণ করেন।

পরাধীন দেশের শৃঙ্খলমোচনে নারী-জাগরণের প্রয়োজনীয়তা স্বামীজি মনে-প্রাণে উপলব্ধি করেছিলেন। যেজন্য এদেশে স্ত্রী-শিক্ষার কঠিন ব্রতে তিনি নিবেদিতাকে যোগ্য পাত্রীরূপে মনোনীত করেছিলেন।

১৮৯৮-এর ১ নভেম্বর থেকে ১৮৯৯-এর ১৯ জুন পর্যন্ত প্রায় আটমাস কাল স্ত্রী-শিক্ষার জন্য বিদ্যালয় স্থাপন, বিভিন্ন জনসভায় বক্তৃতা দেওয়া, সমাজসেবা, কলকাতায় প্লেগ নিবারণ প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলি নিবেদিতা কঠোর পরিশ্রমের মধ্যে সম্পন্ন করে থাকেন। এছাড়াও বেলুড় মঠের নতুন দীক্ষিতদের শিক্ষার ভার তাঁকে নিতে হয়েছিল এবং ব্রাহ্মসমাজে মহিলাগণের জন্য শিক্ষক-শিক্ষণ ক্লাসও তাঁকে নিতে হত। এই সময়ে মিনার্ভা থিয়েটারে এক বিরাট জনসভায় 'Young India Movement' বিষয়ে এক উদ্দীপনাময় বক্তৃতা করে জনসাধারণের মধ্যে সাড়া জাগান। এরপর বিদ্যালয় পরিচালনার কাজে আর্থিক প্রয়োজনে অর্থসংগ্রহের জন্য স্বামীজির সঙ্গে ২০ জুন ইংল্যান্ড যাত্রা করেন। দীর্ঘ দেড়বছর যাবৎ ইউরোপ ও আমেরিকার বিভিন্ন স্থানে ভারতের ধর্ম, নীতি, সমাজ আধ্যাত্মিকতা, দর্শন প্রভৃতি বিষয়ে সারগর্ভ বক্তৃতাদি দিয়ে পর্যটন করেন। এই সময়ে ইংল্যান্ডের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সঙ্গে ভারতের রাজনৈতিক পরিস্থিতি আলোচনা করে দেখেন, তাদের মধ্যে সামান্য সংখ্যক মাত্র ভারতের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন। তিনি তখন ইংল্যান্ড-প্রবাসী ভারতীয়দের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করেন। শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্তের সঙ্গে পরিচয় হওয়ার পর তাঁর কাছে কংগ্রেস ও অন্যান্য ভারতীয় রাজনৈতিক দলগুলির মনোভাব জানবার সুযোগ হয়, রমেশচন্দ্রের উদ্যোগে একদিন ইংল্যান্ড-প্রবাসী ভারতীয় ছাত্রদের কাছে 'ভারতের নবজাগরণ' সম্বন্ধে নিবেদিতা জ্বলন্ত ভাষায় বক্তৃতা করেন।

সেখানে অধিকাংশ ছাত্রের ইংরেজদের প্রতি দাসসুলভ মনোভাব তাঁকে ব্যথিত করেছিল। ইংরেজ শাসনে উৎপীড়িত পরাধীন ভারতের অসহায় অবস্থার সংবাদে তাঁর মন

অ্যানি বেসান্ত

বেদনায় ভারাক্রান্ত হয়ে উঠত। জামসেদজি টাটার বিশ্ববিদ্যালয় পরিকল্পনায়, অ্যানি বেসান্তের কাশীতে কলেজ স্থাপনের প্রচেষ্টায় ইংরেজ সরকারের বাধাদানের খবরে তিনি অসহিষ্ণু হয়ে পড়েন। ক্রমে ক্রমে তাঁর ইংরেজ জাতির উপর মন বিরূপ হয়ে ওঠে।

এই সময় লন্ডনে রাশিয়ার বিপ্লবী নেতা প্রিন্স পিটার ক্রুপ্‌টাকিনের সংস্পর্শে এলেন এবং তাঁর সঙ্গে আলাপ-আলোচনায় নিবেদিতার মনে ইংরেজের প্রতি বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। নিবেদিতা ক্রুপ্‌টাকিনের মতবাদকে সম্পূর্ণ সমর্থন করতেন—কারণ তাঁর অনেক লেখার মধ্যেই ক্রুপ্‌টাকিনের The Mutual Aid বইটার উল্লেখ করেছেন।

ক্রুপ্‌টাকিনের মতবাদ হচ্ছে—বহু বছর ধরে প্রচার, বক্তৃতা, লেখা ইত্যাদির মাধ্যমে সামান্য চাষি থেকে শুরু করে সর্বশ্রেণির মধ্যে এক ঐক্যবদ্ধ বিরাট সংগঠন দ্বারা বিপ্লব সৃষ্টি হতে পারে। নিবেদিতা তাঁর চিঠির মধ্যে এক জায়গায় লিখেছেন—'জনসাধারণের প্রতি রক্তবিন্দুতে ও স্নায়ুতে এই শিক্ষাই সঞ্চার করতে হবে যে, যাতে করে কোনো রাজনৈতিক যন্ত্র যেন একটি কৃষকেরও উপর প্রভুত্ব না করতে পারে।'

১৯০২ সালের ৪ জুলাই স্বামী বিবেকানন্দ দেহত্যাগ করেন। তাঁর মৃত্যুর পর নিবেদিতা এক কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন হন। তিনি ইতিমধ্যে দেশের মুক্তি আন্দোলনে জড়িয়ে পড়েছিলেন। স্বামীজির একটি কথা তাঁর মনে সর্বদা জাগত—'আমাদের উদ্দেশ্য রামকৃষ্ণ নয়, বেদান্তও নয়, আমার উদ্দেশ্য সাধারণের মধ্যে মনুষ্যত্ব আনা !' প্রকৃত মানুষ তৈরি করাই ছিল স্বামীজির উদ্দেশ্য। গুরুর সেই আরব্ধ কার্যের দায়িত্বভার তিনি স্বেচ্ছায় গ্রহণ করলেন, ফলে রামকৃষ্ণ মিশন থেকে সরে আসতে হল, যা তাঁর কাছে খুবই মর্মান্তিক হয়েছিল। মিশনের নিয়মে সদস্য থাকতে হলে রাজনৈতিক সংস্রব ও কার্যকলাপ সব ত্যাগ করতে হবে।

ঋষি অরবিন্দ

১৯০২ সালের ২৩ আগস্ট নিবেদিতার উদ্যোগে কলকাতায় 'বিবেকানন্দ সোসাইটি' স্বামীজির আদর্শ ও ভাবধারা প্রচারের কেন্দ্ররূপে স্থাপিত হয়। ভারতের প্রধান প্রধান শহর নাগপুর, বোম্বাই, ওয়ার্ধা, অমরাবতী, সুরাট প্রভৃতি স্থানে মাসাধিক কাল দেশের স্বাধীনতার বিষয়ে বক্তৃতা দিয়ে তিনি বরোদায় আসেন। বরোদায় শ্রীঅরবিন্দের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ঘটে। 'শক্তিপূজা' সম্বন্ধে এক সারগর্ভ বক্তৃতা দেওয়ার পর বরোদায় মহারাজা

নিবেদিতাকে রাজ প্রাসাদে আমন্ত্রণ জানান; নিবেদিতা মহারাজাকে দেশের স্বাধীনতার জন্য গুপ্ত বিপ্লবীদলকে সাহায্যের অনুরোধ করেছিলেন।

ম্যাৎসিনি ও গ্যারিবল্ডি

বরোদার পর আহমেদাবাদে যান। সেখানেও কয়েকদিন বক্তৃতা দিয়ে পুনরায় বোম্বাই, দৌলতাবাদ হয়ে অজন্তা ও ইলোরার গুহামন্দির দর্শন করে কলকাতায় ফিরে আসেন।

ইতিমধ্যে মাদ্রাজ থেকে আমন্ত্রণ এসেছে বারকয়েক। মাত্র অল্প কয়েকটা দিন বিশ্রাম নিয়ে নিবেদিতা মাদ্রাজ পাড়ি দেন। একমাস যাবৎ মাদ্রাজের বিভিন্ন স্থানে বক্তৃতা দিয়ে জনসাধারণের মধ্যে বিপুল উদ্দীপনা ও উৎসাহের সঞ্চার করেন। দেশের সংবাদপত্রগুলিতে নিবেদিতার এই সকল বক্তৃতার সংবাদ ফলাও করে ছাপা হত। মাদ্রাজ থেকে কলকাতায় ফিরে কয়েকদিন পর পাটনায় বক্তৃতা দিতে যান। এইভাবে তিনি লখ্‌নৌ, কাশী প্রভৃতি স্থানে অক্লান্তভাবে বক্তৃতা দিতে লাগলেন।

চিত্তরঞ্জন দাস

১৯০২ সালে বাংলাদেশে ডন সোসাইটি ও অনুশীলন সমিতির কাজ শুরু হয়। ১৯০৫ খ্রিষ্টাব্দে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনকে কেন্দ্র করে দেশে গুপ্তসমিতি ও বিপ্লবী দলগুলির কার্যকলাপ চরমভাবে রূপ নেয়। নিবেদিতা সেই সময় দেশের তরুণদলকে, বহু সময় আশ্রয় দিয়ে, আহার্য দিয়ে নানাভাবে তাঁদের কাজে সহায়তা করেছেন। অনুশীলন সমিতির সঙ্গে তাঁর সংযোগ ছিল। তিনি এই সমিতিতে আইরিশ বিদ্রোহ ও সিপাহি যুদ্ধের ইতিহাস, আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাস, ইটালির মুক্তিদাতা ম্যাৎসিনি ও গ্যারিবল্ডির জীবনী প্রভৃতি বিপ্লববাদের বই ও অন্যান্য মূল্যবান গ্রন্থসমূহ তরুণদের রাজনীতি শিক্ষার ও কর্মী সংগঠনের উদ্দেশ্যে দিয়েছিলেন।

রাসবিহারী ঘোষ

অনুমান ১৯০৩ সালে বাঙালি সৈনিক যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় শ্রীঅরবিন্দের নির্দেশে গুপ্ত সমিতির প্রতিষ্ঠা করেন। তিনিই বাংলায় বিপ্লববাদের সূচনা করে তরুণদের মধ্যে সামরিক শিক্ষা, অস্ত্রচালনা, শরীরচর্চা, অশ্বারোহণ প্রভৃতির প্রবর্তন করেন।

শ্রীঅরবিন্দ বরোদা থেকে বাংলাদেশে এসে বাংলার বিপ্লবীদলগুলিকে সংঘবদ্ধ করার জন্য ব্যারিস্টার পি. মিত্রের অধীনে একটি কেন্দ্রীয় পরিষদ গঠন করেন। ওই পরিষদের পাঁচজন সদস্যের মধ্যে নিবেদিতা ছিলেন অন্যতম। পি. মিত্রকে অনুশীলন সমিতিতে নিয়ে আসেন সোদপুরের শশীভূষণ রায়চৌধুরী—শশীদা নামে যিনি খ্যাত ছিলেন সেই সময়ে। সমিতির আর্থিক দায়িত্বভার নিয়েছিলেন পি. মিত্র স্বয়ং এবং দেশের গণ্যমান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ তাঁকে এ বিষয়ে সাহায্য করেন—তাঁদের মধ্যে ছিলেন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ, সুরেন হালদার, এইচ. ডি. বসু, জ্ঞানেন্দ্রনাথ রায়, রজত

সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

রায় প্রমুখ বিখ্যাত ব্যারিস্টার ও হাইকোর্টের বিখ্যাত ব্যবহারজীবী রাসবিহারী ঘোষ এবং বিচারপতি সারদাচরণ মিত্র। বাঙালি সৈনিক যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় পি. মিত্রের সঙ্গে যোগাযোগ করে অনুশীলন সমিতির ট্রেনার বা শিক্ষকরূপে আত্মনিয়োগ করেন।

পুলিশের চোখে ধুলো দেবার জন্য তিনি সুকিয়া স্ট্রিট থানার কাছেই একটি বাড়িভাড়া করে বাস করতে থাকেন। আর তরুণদের লাঠিখেলা, মুষ্টিযুদ্ধ, সাঁতার, ঘোড়ায় চড়া প্রভৃতি শিক্ষা দিতে থাকেন। এছাড়া বিদেশি বিপ্লবীদের ইতিহাস, রাজনীতি, অর্থনীতির ক্লাস নেওয়া ও বক্তৃতাদি শেখানো হত। ভগিনী নিবেদিতা এই সমিতির সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিলেন। এই সমিতিতে নিয়মিতভাবে তরুণদের হিতোপদেশ দিতেন। প্রতি রবিবার রামায়ণ, মহাভারত, গীতা-চণ্ডীপাঠও ব্যাখ্যা হত। ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়, সত্যচরণ শাস্ত্রী, স্বামী সারদানন্দ, সুরেন বাঁড়ুজ্জ্যে, বিপিনচন্দ্র পাল প্রমুখ গণ্যমান্য ব্যক্তি সমিতিতে আসতেন। Moral Class, সংযম শিক্ষা, ব্রহ্মচর্যপালন প্রভৃতি আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য ক্লাস হত। সময় সময় রবীন্দ্রনাথ স্বদেশগান গেয়ে সভ্যদের উৎসাহিত করতেন। যতীন্দ্রনাথ স্বয়ং সৈনিকবেশে শহরের রাজপথে ঘোড়া ছুটিয়ে যেতেন তরুণদের সামরিক শিক্ষার প্রতি উৎসাহিত করতে। মন্মথ চাটুজ্জ্যে ও দেবব্রত বসুর পরিচালনায় একটি Riding Club প্রতিষ্ঠিত হয় বিপ্লীদের অশ্বারোহণ শিক্ষা দেওয়ার উদ্দেশ্যে। এই সময় বাঙালির শক্তিচর্চায় উৎসাহদানের জন্য সরলাদেবী চৌধুরানি বীরাষ্টমী ব্রত প্রবর্তন করেন।

সরলাদেবী চৌধুরানী

বিপিনচন্দ্র পাল

মানিকতলা বোমার আড্ডা থেকে শুরু করে রডা কোম্পানির পিস্তল সংগ্রহ, রাজনৈতিক ডাকাতি, ইংরেজ কর্মচারী হত্যা প্রভৃতির দ্বারা বাংলার নানা স্থানে বিপ্লব উদ্যোগ চলতে লাগল। ভারতের অন্যান্য প্রদেশের বিপ্লবী ও সেনাদলের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনের চেষ্টা চলতে লাগল। ক্রমে যুগান্তর পত্রিকাকে মুখপত্র করে 'যুগান্তর দলের' আবির্ভাব হল।

বিপিনচন্দ্র পাল, চিত্তরঞ্জন দাশ, শ্রীঅরবিন্দ প্রমুখের ন্যায় নিবেদিতা রাজনৈতিক চরমপন্থী হওয়া সত্ত্বেও সন্ত্রাসবাদী ও বৈপ্লবিক কার্যের সঙ্গে তাঁর কোনো সম্পর্ক ছিল না। ১৯০৫ ও ১৯০৬ সালে কাশী ও কলকাতার কংগ্রেসে উপস্থিত থেকে কংগ্রেস কর্তৃক স্বদেশি আন্দোলন ও বিদেশি দ্রব্য বর্জন যাতে সমগ্র ভারতে ছড়িয়ে পড়ে সেজন্য তিনি বিশেষ চেষ্টা করেন।

পূর্বে গুপ্তসমিতির কার্যসূচির মধ্যে সন্ত্রাসবাদ অন্তর্ভুক্ত ছিল না, কিন্তু ইংরেজের কঠোর দমননীতির প্রতিক্রিয়ায় ১৯০৬ থেকে ১৯০৯ সাল পর্যন্ত—মানিকতলা বাগানে বোমা তৈরি, লাটসাহেব ও রাজনৈতিক কর্মচারী হত্যা ও ডাকাতি সংঘটিত হল। ১৯০৭ সালের ডিসেম্বর মাসে ছোটলাট ফ্রেজারকে এবং ১৯০৮ সালে মজফ্‌ফরপুরে কিংসফোর্ডকে হত্যার প্রচেষ্টায় দুজন নিরপরাধ ইউরোপীয় মহিলার প্রাণনাশ হয়।

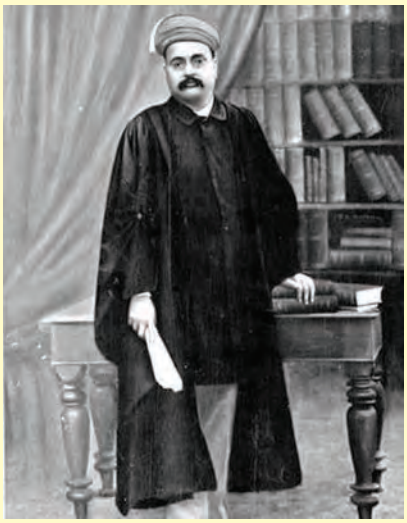

গোপালকৃষ্ণ গোখলে

নিবেদিতা একদিকে যেমন চরমপন্থী নেতাদের সঙ্গে উগ্র রাজনৈতিক আলোচনায় যোগ দিতেন অপরদিকে নরমপন্থী নেতাদের সঙ্গে দেশের শাসন-সংস্কার সম্বন্ধে পরামর্শও করতেন। চরমপন্থী নেতা বিপিন পালের 'নিউ ইন্ডিয়া' পত্রিকার তিনি অন্যতমা প্রধান লেখিকা ছিলেন। তিনি ভারতের সমস্ত ইংরেজি পত্র-পত্রিকায় নিয়মিতভাবে দেশের আদর্শ, জাতীয়তাবাদ ও নানাবিধ সমস্যার কথা তুলে ধরতেন। এই সকল সংবাদপত্রের মধ্যে ডন, ইন্ডিয়ান রিভিউ, মডার্ন রিভিউ, হিন্দু রিভিউ, মাইশোর রিভিউ, বিহার হেরাল্ড, ইস্ট অ্যান্ড ওয়েস্ট, সিন্ধ জার্নাল, প্রবুদ্ধ ভারত, বালভারতী, অমৃতবাজার পত্রিকা, স্টেট্‌সম্যান্, ইংলিশম্যান্ প্রভৃতিতে তাঁর অমূল্য সারগর্ভ রচনাসমূহ প্রকাশ হত।

১৯০৫ সালে ডিসেম্বর মাসে কাশীতে কংগ্রেসের অধিবেশনে গোপালকৃষ্ণ গোখলে সভাপতি মনোনীত হন। গোখলের অনুরোধে নিবেদিতা এই কংগ্রেসে যোগ দিয়ে স্বদেশি আন্দোলন ও বিলাতিদ্রব্য বর্জন প্রস্তাবের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। নিবেদিতার পরামর্শ ও উপদেশ গোখলে বিশেষ মূল্যবান মনে করতেন।

১৯০৬ সালে কলকাতায় যে স্বদেশিমেলা অনুষ্ঠিত হয় তার পিছনেও নিবেদিতার যথেষ্ট উৎসাহ ও উদ্যম দেখা যায়। এই মেলায় প্রদর্শনীর জন্য তাঁর স্কুলের মেয়েদের হাতের কাজ, সূচিশিল্প প্রভৃতি দিয়েছিলেন। স্কুলের মেয়েদের দিয়ে তিনি চরকা কাটাতেন যখন, তখনো দেশে চরকা আন্দোলন শুরু হয়নি। দেশে বহু ক্ষুদ্র শিল্পপ্রতিষ্ঠান তাঁরই

স্বদেশীযুগে চরকায় সুতো কাটছেন মহিলারা

ভগিনী নিবেদিতা, অবলা বসু, মিসেস ওলি বুল ও সিস্টার ক্রিস্টিন

সহায়তায় গড়ে উঠেছিল।

বিদেশিদ্রব্য বয়কট আন্দোলন শুরু হলে বাগবাজারে ডাঃ শশীভূষণ ঘোষের স্ত্রী শ্রীমতী নরেন্দ্রবালা ঘোষের চেষ্টায় বাড়িতে বাড়িতে স্বদেশি সাবান প্রস্তুত হয়। নিবেদিতা তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হন ও তাঁর কাজে যথেষ্ট সহায়তা করতেন এবং ওই স্বদেশি সাবান স্কুলের ছাত্রীদের কাছে বিক্রি করতেন।

ভারতের মুক্তি আন্দোলনে তাঁর কাজ ছিল ব্যাপক ও বহুদূরপ্রসারী। সাধারণভাবে তিনি কোনো আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করেননি এবং কোনোপ্রকার নেতৃত্ব গ্রহণ করেননি। কিন্তু সমস্ত আন্দোলনের সাফল্যের মূলে ছিল তাঁরই নিরলস উদ্যম ও ঐকান্তিক ইচ্ছা—একথা তদানীন্তন নেতারা একবাক্যে স্বীকার করেছেন।

বিপিনচন্দ্র পাল, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, জগদীশচন্দ্র বসু, লেডি অবলা বসু, যদুনাথ সরকার, বিনয়কুমার সরকার, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, প্রমুখ মনীষীগণ একবাক্যে বলেছেন—নিবেদিতা ভারতবর্ষকে ভালোবেসে স্বদেশরূপে গ্রহণ করেছিলেন এবং তারই সেবায় আত্মোৎসর্গ করে গেছেন।

'যুগান্তর' দলের অন্যতম বিপ্লবী ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত (স্বামীজির ভাই) বলেন—'নিবেদিতা বিপ্লবীদের উৎসাহ দিতেন, তাঁহাদের শিক্ষার জন্য নানাবিধ পুস্তক দিয়েছিলেন।'

১৯১০-এর ফেব্রুয়ারি মাসে শ্রীঅরবিন্দের চন্দননগর যাওয়ার পূর্ব পর্যন্ত শ্রীঅরবিন্দের সঙ্গে তাঁর বিশেষ যোগাযোগ ছিল এবং 'কর্মযোগিন' পত্রিকার পরিচালনার ব্যাপারে তিনি শ্রীঅরবিন্দকে যথেষ্ট সাহায্য করেন।

শিল্পাচার্য অবনীন্দ্রনাথ বলেছেন—'ভারতবর্ষকে বিদেশী যাঁরা সত্যই ভালবেসেছিলেন তার মধ্যে নিবেদিতার স্থান সবচেয়ে বড়।'

কঠোর পরিশ্রমে নিবেদিতার স্বাস্থ্যভঙ্গ হয় এবং পর পর দুবছর গুরুতর পীড়িত হন। তাঁর স্বাস্থ্যোদ্ধারের জন্য চিকিৎসকগণ ও তাঁর শুভানুধ্যায়ীগণ তাকে পাশ্চাত্যে যাওয়ার জন্য অনুরোধ করা সত্ত্বেও তিনি ভারতবর্ষ ছেড়ে কোথাও যেতে চান না। বন্ধুদের অনুরোধের উত্তরে এক চিঠিতে লিখেছিলেন—'আমার একান্ত প্রার্থনা, আমি যেন জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত ভারতেই অবস্থান করতে পারি। অর্থাভাবে বা কোনো ব্যক্তিগত কারণে আমাকে যেন এদেশ পরিত্যাগ করতে না হয়।'

১৯০৭ থেকে ১৯০৯ সাল পর্যন্ত নিবেদিতাকে ইউরোপে, ইংল্যান্ডে ও আমেরিকায় ভারতের মুক্তির জন্য নানা গুরুতর কাজে ব্যাপৃত থাকতে হয়। আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু সেই সময় তাঁর গবেষণালব্ধ বৈজ্ঞানিক থিসিস নিয়ে ইউরোপের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা দিয়ে ফিরছেন। তাঁর বৈজ্ঞানিক অভিযানকে সার্থক করে তুলতে নিবেদিতা প্রাণপণ চেষ্টা করেন। নিবেদিতার একান্ত ইচ্ছে ছিল বৈজ্ঞানিক জগদীশ বসুর জীবনচরিত রচনা করেন।

মিসেস ওলিবুলকে লিখিত এক চিঠিতে তাঁর এই অভিপ্রায়ের কথা জানা যায়—'আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ বারো বছর শেষ হয়ে আসছে।..... আশঙ্কা হয়, বোধহয় আমি জগদীশচন্দ্রের জীবনী লিখবার জন্য বেঁচে থাকব না। কিন্তু জানি, তুমি অন্তত একশত পাউন্ড রেখে যাবে। ....এই বইটি ভারতের খরচে ভারতেই ছাপা হতে পারবে, আর আমার সব কাগজপত্র তাদের হাতে তুলে দেব। তবু আমি যেভাবে তাঁকে দেখেছি সেভাবে বোধহয় আর কেউ কোনো দিন তাঁকে দেখবে না। বিরুদ্ধ পক্ষের সঙ্গে তাঁর প্রতিমুহূর্তের বিরামহীন সংগ্রাম; এবং কী সাহস ও ধৈর্যের সঙ্গে তিনি ওই সংগ্রাম করে গেছেন।'

কঠিনে-কোমলে নিবেদিতার এই চরিত্র বৈশিষ্ট্য অভাবনীয় যেন, ব্রজ্রাদপি কঠোরানি—মৃদুনি কুসুমাদপি। তাঁর ইস্পাত-সুদৃঢ় চরিত্রের আরেকটা দিক ছিল কুসুমকোমল।

স্বামীজির কাছ থেকে ভারতীয় চিত্র, স্থাপত্য ও ভাস্কর্য সম্বন্ধে নিবেদিতা জ্ঞান লাভ করেছিলেন উত্তর ভারত ভ্রমণকালে। ভারতের প্রাচীন শিল্পকলা সম্বন্ধে শিকাগো শহরে তিনি বক্তৃতা দিয়েছেন। কলকাতা আর্টস্কুলের অধ্যক্ষ ই. বি. হ্যাভেলের সঙ্গে পরিচিত হয়ে এবং জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির শিল্পী ও শিল্পরসিকগণের সভায় অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে যোগ দিয়ে ভারতের নিজস্ব চিত্র ও শিল্পকলার উদ্ধারের জন্য ও পুনঃপ্রবর্তনের জন্য তিনি উদ্যোগী হয়েছিলেন। নন্দলাল বসু, অসিতকুমার হালদার, সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় প্রভৃতি বিখ্যাত শিল্পীগণ ছাত্রাবস্থায় নিবেদিতার কাছে শুধুমাত্র উৎসাহ ও প্রেরণালাভ করেননি, ভারতীয় পদ্ধতিতে চিত্রাঙ্কন করার জ্ঞানও অর্জন করেছিলেন। নিবেদিতার এই শিল্পসাধনায় পরে আনন্দকুমারস্বামীও এসে যোগ দেন। নন্দলাল বসু বলেন,—'তাঁহার শিল্পসাধনার সাফল্যের মূলে ছিলেন নিবেদিতা।'

বিখ্যাত সাংবাদিক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় বলেন—''নিবেদিতা প্রকৃতই তাঁর ভগিনী ছিলেন। এমন প্রাণ দিয়ে 'মডার্ন রিভিউর' উন্নতির চেষ্টা আর কেউ করেছিলেন কিনা, জানি না।'' প্রখ্যাত সাহিত্যিক কবি দীনেশচন্দ্র সেন নিবেদিতারই উৎসাহ ও প্রেরণায় ইংরেজিতে বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের বৃহৎগ্রন্থ রচনা করে নিবেদিতাকে তাঁর পাণ্ডুলিপির সংশোধন ও ত্রুটিবিচ্যুতি দেখে দিতে বলেন। নানা গুরুতর কাজে নিযুক্ত থাকা সত্ত্বেও নিবেদিতা প্রায় একবছর যাবৎ অত্যন্ত অধ্যবসায়ের সঙ্গে এই বিরাট গ্রন্থখানির পাণ্ডুলিপি যথাযথ দেখে দিয়েছিলেন।

নিবেদিতার পরিশ্রম করার ক্ষমতা ছিল অপরিসীম। ১৯০৯ সালে সিস্টার (ক্রিস্টিন) দেবমাতা নিবেদিতার বাগবাজারের গৃহে কিছুদিন ছিলেন। নিবেদিতার বিদ্যালয় সম্বন্ধে উল্লেখ করতে গিয়ে লিখেছেন—'ভগিনী নিবেদিতা লেখার কার্যে সম্পূর্ণ মগ্ন থাকতেন। বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক ডক্টর জে. সি. বসুর উদ্ভিদজীবন সম্বন্ধে নূতন নূতন পুস্তক রচনার কার্যে তিনি সহায়তা করতেন এবং উহাতেও বহু সময় যাইত। ডক্টর বসু প্রতিদিন ঘণ্টার পর ঘণ্টা বিদ্যালয়ে অতিবাহিত করিতেন এবং কখনো কখনো তথায় আহারাদি সম্পন্ন করিতেন।' লিখছেন— ১৯১০ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে অশ্বিনী দত্ত, পুলিন দাস প্রভৃতি নির্বাসিত নয়জন নেতা মুক্তি পেলেন। বাগবাজারে তাঁর বিদ্যালয়ের গৃহদ্বারে মঙ্গলঘট, কলাগাছ প্রভৃতি মাঙ্গলিক চিহ্নস্বরূপ সাজানো হল। স্কুল ছুটি দেওয়া হল।'

নির্বাসিতদের মধ্যে একজন ছিলেন ব্রহ্মপ্রচারক, অত্যন্ত ধর্মভীরু। তাঁর নির্বাসনে তাঁর স্ত্রী-পুত্র-পরিবারবর্গের অশেষ দুর্গতি ভোগ হয়েছিল। নিবেদিতা এদের প্রতি সহানুভূতি ও সমবেদনায় বিপদের দিনে যথাসাধ্য সাহায্য করেছিলেন। ওই ব্যক্তির মুক্তিসংবাদে তাঁর মনে হয়েছিল, বহুদিন পর তাঁর নিজের পিতা স্বগৃহে ফিরে আসছেন।

নিবেদিতার সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন—'নিজেকে এমন করিয়া সম্পূর্ণ নিবেদন করিয়া দিবার আশ্চর্য ক্ষমতা আর কোনো মানুষে প্রত্যক্ষ করি নাই। ....তাঁহার শরীর, তাঁহার আশৈশব ইউরোপীয় অভ্যাস, তাঁহার আত্মীয় স্বজনের স্নেহ, মমতা, তাঁহার স্বদেশীয় সমাজের উপেক্ষা এবং যাহাদের জন্য তিনি প্রাণ সমর্পণ করিয়াছেন তাহাদের ঔদাসীন্য, দুর্বলতা ও ত্যাগস্বীকারের অভাব—কিছুই তাঁহাকে ফিরাইয়া দিতে পারে নাই। ভগিনী নিবেদিতা একান্ত ভালবাসিয়া সম্পূর্ণভাবে আপনাকে ভারতবর্ষে দান করিয়াছিলেন, তিনি নিজেকে বিন্দুমাত্র হাতে রাখেন নাই।

.....জনসাধারণকে হৃদয়দান করা যে কতবড় সত্য জিনিস তাহা তাঁহাকে দেখিয়াই আমরা শিখিয়াছি। জনসাধারণের প্রতি কর্তব্যবোধ সম্বন্ধে আমাদের যে বোধ তাহা পুঁথিগত—এ সম্বন্ধে আমাদের বোধ কর্তব্য-বুদ্ধির চেয়ে গভীরতায় প্রবেশ করে নাই, কিন্তু, মা যেমন ছেলেকে সুস্পষ্ট করিয়া জানেন, ভগিনী নিবেদিতা দেশের জনসাধারণকে তেমনি প্রত্যক্ষ সত্ত্বারূপে উপলব্ধি করিতেন।'

'তিনি এই বৃহৎ ভাবকে একটি বিশেষ ব্যক্তির মতোই ভালবাসিতেন। তাঁহার হৃদয়ের সমস্ত বেদনার দ্বারা তিনি এই 'people' এই জনসাধারণকে আবৃত করিয়াছিলেন। এ যদি একটি মাত্র শিশু হইত তবে ইহাকে তিনি আপনার কোলের উপর রাখিয়া আপনার জীবন দিয়া মানুষ করিতে পারিতেন।'

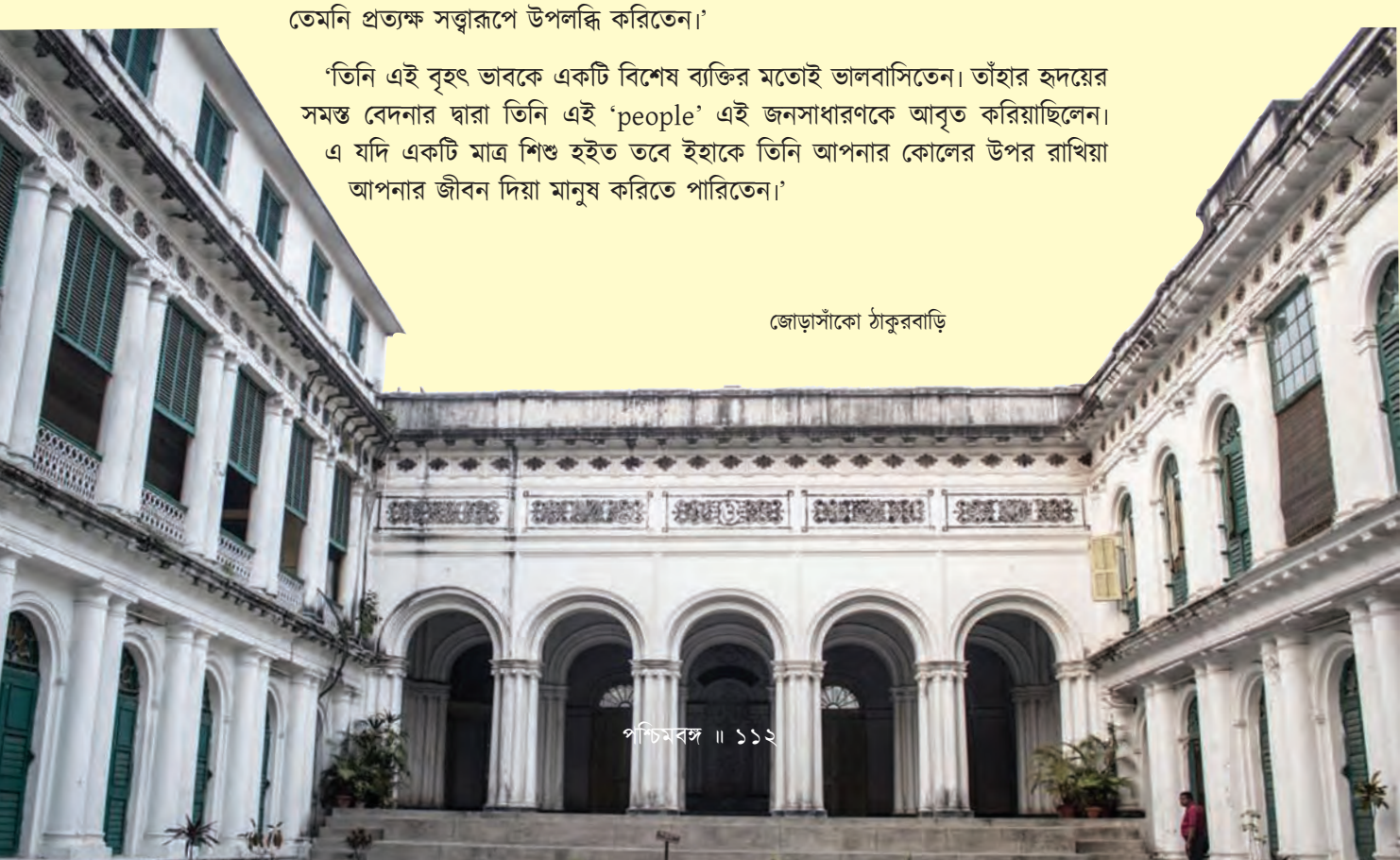

জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ি

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে ‘হিস্ট্রি কংগ্রেস’-এর উদ্‌বোধনে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ২৮ ডিসেম্বর, ২০১৭

নিউ টাউনে ‘বিশ্ববাংলা’ কনভেনশন সেন্টার উদ্‌বোধনে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ১৩ অক্টোবর, ২০১৭

গঙ্গাসাগর মেলা পরিদর্শনে মুখ্যমন্ত্রী